উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

শিলিগুড়ি ২৬ মাঘ ১৪২৯ শুক্রবার ৪.০০ টাকা 10 February 2023 Friday 14 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেট সংস্করণ http://www.uttarbangasambad.in

এবার বিদেশি ভাষায় দৃশ্যম

দশের পাতায়

রূপকথার প্রত্যাবর্তন

তেরোর পাতায়

একদিনে তিন ধাক্কা, আদালত ও এজেন্সির কাছে মুখ পুড়ল রাজ্য সরকারের

২৮১৯ জনের চাকরি গেল

কলকাতা, ৯ ফেব্রুয়ারি : শিক্ষকদের পর শিক্ষাকর্মীদের চাকরিতেও কোপ। রাজ্যের বিভিন্ন স্কুলে কর্মরত ২৮১৯ জন গ্রুপ-ডি কর্মীর নিয়োগ বাতিলের নির্দেশ দিল হাইকোর্ট। শিক্ষকদের চাকরি বাতিল হয়েছিল যাঁর নির্দেশে, সেই বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ই শিক্ষাকর্মীদের চাকরিতেও কোপ দিলেন।

একইদিনে আরও ৮০০-র বেশি স্কুল শিক্ষকের চাকরি যাওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হল। এঁদের নিয়োগ বাতিলের প্রক্রিয়া শুরু হল এদিন। স্কুল সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান সিদ্ধার্থ মজুমদার বৃহস্পতিবার জানিয়েছেন, ২০১৬ সালের নবম-দশমে নিযুক্তদের মধ্যে অযোগ্য ৮০০-রও বেশি শিক্ষকের বিরুদ্ধে পদক্ষেপের বিজ্ঞপ্তি আগামী সপ্তাহে প্রকাশ করা হবে।

গ্রুপ-ডি কর্মী ২৮১৯ জনের বিরুদ্ধে উত্তরপত্রে কারচুপি করে চাকরি পাওয়ার অভিযোগ এনেছে সিবিআই। স্কুল সার্ভিস কমিশনের ওয়েবসাইটে শুক্রবার বিকেলের মধ্যে এই ২৮১৯ জনের শুধু নাম নয়, বাবার নাম, ঠিকানা ইত্যাদি সহ বিস্তারিত তথ্য আপলোড করার নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি। অন্যদিকে, যে শিক্ষকদের নিয়োগ বাতিলের আশঙ্কা তৈরি হয়েছে, তাঁরা ছিলেন ২০১৬ সালের নবম-দশম শ্রেণির শিক্ষকের চাকরিপ্রার্থী।

৯৫২ জনের ওই তালিকায় অনেকের সার্ভার ও ওএমআর শিটে প্রাপ্ত নম্বরে অনেক ফারাক দেখা গিয়েছে। সেই তালিকা দেখে বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু এসএসসির কাছে জানতে চেয়েছিলেন, তাঁদের বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা কমিশন নিয়েছে? তারপরই কমিশন ১৭ নম্বর ধারা প্রয়োগ করে নিয়োগ বাতিলের প্রক্রিয়া শুরু করার কথা জানায় বৃহস্পতিবার।

গ্রুপ-ডি নিয়োগে দুর্নীতি সংক্রান্ত মামলার শুনানির সময় সিবিআইয়ের তদন্তে ২৮১৯ জনের ওএমআর শিটে কারচুপি করা হয়েছে বলে উঠে এসেছে। কমিশন বিষয়টি খতিয়ে দেখছে। তবে কারচুপি যে হয়েছে, সেই বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই বলে কমিশনের আইনজীবী মন্তব্য করেন।

তখন বিচারপতি কমিশনের আইনজীবীর উদ্দেশে বলেন, 'আপনারা যখন বলছেন, ২৮১৯ জনের ওএমআর শিট কারচুপি নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই, তাহলে পদক্ষেপ আপনাদেরই করতে হবে। প্রথমে আলাদাভাবে এই প্রার্থীদের নাম কমিশনের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করুন। তারপর তাঁদের নিয়োগ বাতিল করুন।'

পুরো প্রক্রিয়াটি শেষ করতে ২৪ ঘণ্টা সময় বেধে দেন বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়। তিনি জানান, শুক্রবার আদালতে কমিশনের হলফনামা জমা দেওয়ার ৫ মিনিটের মধ্যে ওই ২৮১৯ জনের নাম ওয়েবসাইটে আপলোড এবং এঁদের চাকরির সুপারিশপত্র প্রত্যাহার করতে হবে।

এরপর আটের পাতায়

গ্রুপ-ডি পদে চাকরিপ্রার্থীদের বিক্ষোভ। বৃহস্পতিবার কলকাতায় ওয়াই চ্যানেলে। ছবি : রাজীব মণ্ডল

বিতর্কে ওএমআর

- সিবিআই তদন্তে ওএমআর শিটে কারচুপির প্রমাণ
- জালিয়াতি করে চাকরি পাওয়ায় অভিযুক্ত ২৮১৯ জন
- বিচারপতির মতে, শাস্তি পেতে হবে অভিযুক্তদের
- শুক্রবার অভিযুক্তদের নাম এসএসসির ওয়েবসাইটে প্রকাশের নির্দেশ
- এরপর ৫ মিনিটের মধ্যে চাকরি বাতিল করবে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ

আবার বৃহস্পতিবার আদালতে স্কুল সার্ভিস কমিশনের আইনজীবী জানান,

কোটি টাকা উদ্ধারে ইডির নিশানায় এক মন্ত্রী

কলকাতা, ৯ ফেব্রুয়ারি : কয়লা পাচারের তদন্তে নাম জড়িয়ে গেল রাজ্যের এক মন্ত্রীর। তবে তাঁর নাম এখনও জানা যায়নি। বালিগঞ্জের একটি বেসরকারি সংস্থার হেফাজত থেকে ১ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা উদ্ধার করার পর ইডি প্রেস বিবৃতিতে জানায়, প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে এক মন্ত্রীর লেনদেন সামলাতেন অভিযুক্ত। তাঁর মাধ্যমে ওই মন্ত্রীর কালো টাকা সাদা করার কারবার চলত।

বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী অবশ্য এই ঘটনার সঙ্গে সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীর এক ভাইয়ের নাম জড়িয়েছেন। যদিও তৃণমূলের অন্যতম মুখপাত্র কুণাল ঘোষ সেই অভিযোগ নস্যাৎ করেছেন। তাঁর পালটা অভিযোগ, বিজেপির ইশারায় তদন্ত করছে ইডি। তদন্তে মনোজিৎ সিং গ্রেওয়াল নামে একজনের খোঁজ পাওয়া গিয়েছে বলে তদন্তকারী সংস্থার দাবি।

অভিযুক্ত জিটি ভাই বলে পরিচিত। তাঁর মাধ্যমে রাজ্যের এক মন্ত্রী কয়লা পাচারের টাকা সরানোর চেষ্টা করতেন বলে ইডির দাবি। শুভেন্দু এ বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রীর ভাই কার্তিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিকে আঙুল তুলেছেন। টুইটে কার্তিকের সঙ্গে অভিযুক্তের ছবিও পোস্ট করেছেন তিনি। তৃণমূলের অবশ্য বক্তব্য, আগে আদানির দুর্নীতি এবং তাঁর সঙ্গে মোদির সম্পর্কের অভিযোগের জবাব দিক বিজেপি।

বালিগঞ্জের অভিযুক্ত সংস্থাটির নাম 'গজরাজ'। সংস্থার দপ্তরে তল্লাশি করে ১ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা আটক করেছে ইডি। টাকা উদ্ধারের পর বুধবার বিকালে ওই সংস্থার মূল কর্মকর্তা বিক্রম সাকারিয়াকে আটক করে। প্রাথমিক তদন্তের পর ইডি জানায় বিক্রম এক মন্ত্রীর কয়লা পাচারের টাকা সামলাতেন। যদিও মন্ত্রীর নাম করেনি তদন্তকারী সংস্থা। বালিগঞ্জে ওই সংস্থার অফিস থেকে ইডি'র ১ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা উদ্ধারের পর ২৪ ঘণ্টা কাটতে না কাটতে ফের বিপুল পরিমাণ টাকার হদিশ মিলল কলকাতায়। তবে ইডি নয়,

এরপর আটের পাতায়

হোমে মৃত্যুতে সিবিআই

পুলিশের ভূমিকায় রুষ্ট কোর্ট ● ফের ময়নাতদন্ত

জ্যোতি সরকার

জলপাইগুড়ি, ৯ ফেব্রুয়ারি : পুলিশের ওপর আস্থা নেই। সরকারি হোমে বিচারাধীন কিশোরের মৃত্যুর ঘটনায় তাই সিবিআইয়ের হাতেই তদন্তভার তুলে দিল হাইকোর্টের জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চ। কিশোরের মায়ের অনুমতি নিয়ে মৃতদেহের দ্বিতীয়বার ময়নাতদন্তের নির্দেশও দিয়েছে আদালত। ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই সিবিআইকে তদন্ত শুরু করতে বলেছেন ডিভিশন বেঞ্চের দুই বিচারপতি সব্যসাচী ভট্টাচার্য ও রাই চট্টোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার আদালতের এই রায় যেন পুলিশি ব্যবস্থার ওপর কষাঘাত।

এদিন ১০ পাতার একটি নির্দেশনামা দিয়েছে আদালত। সেখানে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে হাজারো প্রশ্ন তোলা হয়েছে। তাৎপর্যপূর্ণভাবে দুই বিচারপতির মন্তব্য, প্রান্তিক এলাকার মানুষ কীভাবে সভ্যসমাজ দ্বারা পদদলিত হয়, তার জলজ্যান্ত উদাহরণ এই ঘটনা। তাই দ্রুত এই ঘটনার তদন্ত শুরু করে বেশ কিছু বিষয় খতিয়ে দেখার নির্দেশ দিয়েছেন তাঁরা। ওই হোমটিতে বাচ্চাদের রাখার সুবন্দোবস্ত রয়েছে কি না, নিরাপত্তা ব্যবস্থা কেমন তা যেমন খতিয়ে দেখতে বলা হয়েছে তেমনই হোমের অভ্যন্তরীণ পরিবেশেও নজর দিতে বলা হয়েছে সিবিআইকে। বিশেষ করে ওই কিশোর যতদিন ওই হোমে ছিল, ততদিন হোমের অবস্থা কেমন ছিল তা জানতে বলা হয়েছে। হাইকোর্টের এই নির্দেশের পরই রাজ্যের বাকি হোমগুলির অবস্থা নিয়েও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। দুই বিচারপতি বলেছেন, এই ঘটনার পর রাজ্যের শিশুদের বাকি হোমগুলিও স্বাভাবিকভাবে সন্দেহের তালিকায় থাকছে।

এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে চতুর্থ সার্কিট বসবে। তার প্রথমদিনেই সিবিআইকে তদন্ত রিপোর্ট জমা দিতে বলেছে আদালত। এদিন এই রায়ের পর কিশোরের মা কান্নাভেজা গলায় বলেন, 'আমি চাই, ছেলের মৃত্যুর প্রকৃত কারণ সামনে আসুক। আমি নিশ্চিত, ও কখনও আত্মহত্যা করতে পারে না।'

২০২১ সালের ২৪ অগাস্ট মাদকদ্রব্য পাচারের অভিযোগে ওই কিশোরকে গ্রেপ্তার করে কোচবিহার পুলিশ। কোচবিহার আদালতে তার জামিনের আবেদন খারিজ হয়। পরবর্তীতে তাকে আদালতের নির্দেশেই জলপাইগুড়ি কোরক হোমে পাঠানো হয়। গত বছর ১৫ ডিসেম্বর হোমেই অস্বাভাবিক মৃত্যু হয় কিশোরের। আদালত কিশোরের গ্রেপ্তারির ধরন নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে। বিচারপতিদের পর্যবেক্ষণ, কোচবিহারের তৎকালীন আইসি নিজেই গেজেটেড অফিসারের ভূমিকা পালন করেছিলেন। এমনকি ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে সংগৃহীত মাদকের নমুনাও পাঠায়নি পুলিশ। তার বদলে পাঠানো হয়েছিল পুলিশের সংগৃহীত তথাকথিত নমুনা।

আদালতের রায়ের পর যোগাযোগের চেষ্টা করা হয়েছিল কোচবিহারের পুলিশ সুপার সুমিত কুমারের সঙ্গে। কিন্তু তিনি ফোন না তোলায় প্রতিক্রিয়া জানা যায়নি।

শুধু কোচবিহারের পুলিশই নয়, জলপাইগুড়ির পুলিশের ভূমিকাতেও রুষ্ট আদালত। কিশোরের মৃত্যুর পর জলপাইগুড়ি কোতোয়ালি থানার পুলিশ যেভাবে বিষয়টিকে 'আত্মহত্যা' বলে দেখানোর চেষ্টা করেছে তাতে বিস্মিত আদালত। শুধু তাই নয়, তদন্তেও বেশ গাফিলতি রয়েছে বলে মত বিচারপতিদের। মৃত্যুর পর পুলিশ পৌঁছানোর আগেই ঝুলন্ত দেহ সিলিং ফ্যান থেকে নামিয়ে ফেলেছিল হোম কর্তৃপক্ষ। অথচ পুলিশ হোম কর্তৃপক্ষের কাউকেই জিজ্ঞাসাবাদ করেনি। তাঁদের মন্তব্য, 'এটা স্পষ্ট যে, মৃত কিশোরের পরিবারের সামাজিক প্রভাব না থাকায় পুলিশ তদন্তে গড়িমসি করেছে। লোকদেখানো ময়নাতদন্ত করে বিষয়টিকে ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে।'

জলপাইগুড়ির এই হোমেই মৃত্যু হয়েছে কিশোরের।

বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ

- জলপাইগুড়িতে মাদক মামলায় কিশোরের গ্রেপ্তারির ধরনে অসংগতি
- মাদকের যে নমুনা পেশ করা হয়েছিল, তা পুলিশের সংগৃহীত 'তথাকথিত' নমুনা
- কিশোরের মৃত্যুর পর তদন্তে গড়িমসি করেছে জলপাইগুড়ি কোতোয়ালি থানার পুলিশ
- লোকদেখানো ময়নাতদন্ত করে বিষয়টি ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে
- এই ঘটনার পর রাজ্যে শিশুদের হোমগুলির অবস্থায় সন্দেহ জাগছে

জলপাইগুড়ি পুলিশ সুপার বিশ্বজিৎ মাহাতো সব শুনে বলছেন, 'মামলার সমস্ত নথি আমাদের কাছে সুরক্ষিত রয়েছে। সিবিআই যেদিন চাইবে, সেদিনই সমস্ত নথি হস্তান্তর করা হবে।'

বিচারপতিরা কিশোরের অস্বাভাবিক মৃত্যুর কেস ডায়ারি দেখেছেন। সেখানে সরকারের সাতটি এজেন্সির রিপোর্টে প্রচুর অসংগতি লক্ষ করেছেন তাঁরা।

এরপর আটের পাতায়

বিমল আর বিনয়ের নিরাপত্তা তুলে নিল রাজ্য

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ৯ ফেব্রুয়ারি : তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে দূরত্ব বাড়ানোর ফল কী হতে পারে তা হাতেনাতে টের পেলেন গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার সভাপতি বিমল গুরুং এবং দলত্যাগী তৃণমূল নেতা বিনয় তামাং। পাশাপাশি তৃণমূলে থেকেও বিতর্কিত মন্তব্য করে রাজ্যের নজরে ছিলেন কার্সিয়াংয়ের একদা দাপুটে নেতা প্রদীপ প্রধান। নবান্নের নির্দেশে ওই তিন নেতার সমস্ত রকম নিরাপত্তা তুলে নেওয়া হল। বুধবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (জিটিএ)-এর চিফ এগজিকিউটিভ অনীত থাপার বৈঠকের পরেই নবান্ন থেকে এমন নির্দেশ এসেছে। আর তাতেই অনীতের হাত দেখছেন বিরোধীরা। অনীত অবশ্য এসব পাত্তা দিতে নারাজ। তাঁর বক্তব্য, 'আমি জিটিএ'র উন্নয়ন নিয়ে কলকাতায় কথা বলতে গিয়েছিলাম। অন্য কোনও বিষয়ে কথা হয়নি, কারও বিরুদ্ধে নালিশ করতেও যাইনি। কোন কোন নেতার নিরাপত্তা তুলে নেওয়া হয়েছে জানি না।'

২০১৭ সালে বিমল গুরুংয়ের সঙ্গ ছেড়ে রাজ্যের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিলেন বিনয় তামাং এবং অনীত থাপা। সেই সময় থেকেই এই দুই নেতাকে ব্যক্তিগত নিরাপত্তারক্ষী, পুলিশের এসকর্ট এবং বাড়িতেও পুলিশ মোতায়েনের ব্যবস্থা করেছিল রাজ্য সরকার। জিটিএ'র প্রশাসক বোর্ডের দায়িত্ব হাতে আসায় এই দুই নেতাই সেই সময় থেকেই পাইলট কারও পেতেন। ২০১৯ সালে দার্জিলিং বিধানসভার উপনির্বাচনে প্রার্থী হয়ে বিনয় জিটিএ থেকে পদত্যাগ করেন। তিনি সেই নির্বাচনে পরাজিত হয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু তাঁর সঙ্গে এবং বাড়িতে পুলিশি নিরাপত্তা বহাল ছিল।

এরপর আটের পাতায়

ভূমিকম্পের পর আশ্রয় জুটেছে শিবিরে। প্রচণ্ড ঠান্ডায় আগুন পোহাচ্ছেন ঘরহারা মা ও মেয়ে। বৃহস্পতিবার সিরিয়ায়।

ভূগর্ভে বিদ্যুতের তার, তৈরি প্রকল্প রিপোর্ট

ভাস্কর বাগচী

শিলিগুড়ি, ৯ ফেব্রুয়ারি : কলকাতার মতো এবার শিলিগুড়িতেও মাটির তলা দিয়ে যাবে বিদ্যুতের তার।

ঘোষণা আগেই হয়েছিল। এবার তা বাস্তবায়িত হতে চলেছে। ইতিমধ্যে প্রথম পর্যায়ের কাজের জন্য ডিপিআর (ডিটেইলড প্রোজেক্ট রিপোর্ট) তৈরি হয়েছে। আগামী সপ্তাহেই এই ডিপিআর কলকাতায় বিদ্যুৎ দপ্তরে পাঠানো হবে। পুরো বিষয়টি নিয়ে বিদ্যুৎমন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের সঙ্গে বৈঠক হয়েছে মেয়র গৌতম দেবের। এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে শিলিগুড়ি শহরের প্রায় ৩৫ হাজার বিদ্যুতের খুঁটি থেকে সরিয়ে নেওয়া হবে তার।

পুরভোটের আগে নির্বাচনি প্রচারে এসে অরূপ বলেছিলেন, ক্ষমতায় এলে শিলিগুড়িতে মাটির নীচে বিদ্যুতের তার ফেলা হবে। পুরবোর্ডের একবছর পূর্তির আগে সেই প্রতিশ্রুতি পূরণে তৎপর হয়েছে রাজ্য।

শহরের রাস্তায় বেরোলেই চোখ আটকে যায় বিদ্যুতের পোলে। কুণ্ডলীকৃত হয়ে থাকা বিদ্যুতের তার দেখলে মাথা ঘোরানোর জোগাড়। মূল রাস্তা তো বটেই, শহরের অলিগলি-সর্বত্রই এমন দশা। তার ওপর এখন জুড়েছে কেবল লাইন ও ইন্টারনেটের তারও। সবমিলিয়ে যেন 'জগাখিচুড়ি' দশা। বাজারগুলির হাল তো আরও করুণ। ফলে প্রায়ই ঘটছে আগুন লাগার মতো ঘটনা। তাই মাটির নীচে বিদ্যুতের তার বসানোর দাবি উঠেছিল বহুদিন আগেই। মুখ্যমন্ত্রীর ইচ্ছায় সেই দাবি এবার পূরণ হতে চলেছে।

বৃহস্পতিবার বিষয়টি নিয়ে পূর্ত দপ্তর ও বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানির কর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করেন মেয়র। দীর্ঘ সময় দুই দপ্তরের কর্তাদের সঙ্গে কথা বলার পর মেয়র বলেন, 'শিলিগুড়ি পুরনিগম এলাকায় প্রথম পর্যায়ে মাটির তলা দিয়ে বিদ্যুতের তার পাতার জন্য বৈঠক হয়েছে। কলকাতায় ডিপিআর পাঠানো হচ্ছে। আমরা চাই বিদ্যুতের তারগুলি মাটির তলা দিয়ে যাক। তবে, এই কাজটি একবারে হবে না। পর্যায়ক্রমে এই কাজ করতে হবে। কাজ শেষ হলে শহরের চেহারাটাই বদলে যাবে।'

এরপর আটের পাতায়

আশায় শিলিগুড়ি

- কাজ নিয়ে দফায় দফায় বৈঠক গৌতম দেবের
- কলকাতায় বিদ্যুৎ দপ্তরে ডিপিআর পাঠানো হচ্ছে
- ৩৫ হাজার খুঁটি থেকে সরবে বিদ্যুতের তার

উত্তরবঙ্গে একগুচ্ছ প্রকল্প

উত্তরবঙ্গ ব্যুরো

৯ ফেব্রুয়ারি : হাওড়ার পাঁচলা থেকে ভার্চুয়ালি উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে একগুচ্ছ প্রকল্পের উদ্বোধন, শিলান্যাস ও পরিষেবা চালু করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন আলিপুরদুয়ার, ফালাকাটা, ইসলামপুর, কুমারগ্রাম, হলদিবাড়ি সহ বিভিন্ন ব্লকে এই অনুষ্ঠান দেখানোর ব্যবস্থা করা হয়। স্বাস্থ্যসাথী কার্ড, স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড, সবুজ সাথীর সাইকেল সহ বিভিন্ন প্রকল্পের পরিষেবা উপভোক্তাদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'কোচবিহার থেকে খুব শীঘ্রই বিমান পরিষেবা শুরু হবে। তবে ৯ আসনের বদলে বেশি আসনের বিমান চালানোর জন্য বলেছি।'

আলিপুরদুয়ার জেলায় ২৫ কোটি টাকার কাজের শিলান্যাস ও উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী। আলিপুরদুয়ার জেলা সদরে পুরসভার প্রেক্ষাগৃহে অনুষ্ঠানে মহকুমা শাসক বিপ্লব সরকার উপস্থিত ছিলেন। ফালাকাটা ব্লকের দুটি সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রের উদ্বোধন হয়। এছাড়া একাধিক স্কুলের নতুন শ্রেণিকক্ষের শিলান্যাস হয়েছে। সেলাইয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মহিলাদের সার্টিফিকেট ও কালচিনিতে বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধা উপভোক্তাদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। মাদারিহাট-বীরপাড়া ব্লকের প্রায় ৫৭ লক্ষ টাকার নানা প্রকল্পের উদ্বোধন করেন তিনি। আলিপুরদুয়ার-২'এর বিডিও কার্যালয় থেকে দুয়ারে সরকারে আবেদনকারীদের বিভিন্ন পরিষেবা, জমির পাট্টা দেওয়া হয়। কুমারগ্রামে একটি ১০০০ মেট্রিক টন ক্ষমতাসম্পন্ন রুরাল গোডাউন এবং ৩টি স্বাস্থ্যকেন্দ্রের উদ্বোধন ও দুটি নতুন স্বাস্থ্যকেন্দ্রের শিলান্যাস হয়েছে।

হলদিবাড়িতে সীমান্ত ভবনে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মেখলিগঞ্জের বিধায়ক পরেশচন্দ্র অধিকারী, হলদিবাড়ির বিডিও তাপসী সাহা প্রমুখ। এখানেও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধা উপভোক্তাদের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

ইসলামপুরের কোর্ট ময়দানে এই অনুষ্ঠানে বিধায়ক আবদুল করিম চৌধুরী, মহকুমা শাসক মহম্মদ আবদুল শাহিদ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। সেখানে পড়ুয়াদের সাইকেল সহ বিভিন্ন পরিষেবা দেওয়া হয়। চোপড়া ব্লক প্রশাসনের উদ্যোগে পাবলিক হলে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বিডিও সমীর মণ্ডল প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

রাজগঞ্জ ব্লক প্রশাসন উদ্যোগে শিকারপুরে বটতলা কৃষি বিপণন কেন্দ্রে পরিষেবা প্রদান অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সেখানে মাছের চারা, পাম্পসেট, র‍্যাশন কার্ড ইত্যাদি উপভোক্তাদের দেওয়া হয়।

মালের বিডিও কার্যালয়ে উপস্থিত মন্ত্রী বুলু চিকবড়াইক সহ অন্যরা পরিষেবা প্রদান করেন। অনুষ্ঠানে মালের মহকুমা শাসক পীযূষ ভগবানরাও সালুনকে, মালের বিডিও শুভজিৎ দাশগুপ্ত উপস্থিত ছিলেন। কোচবিহার জেলা প্রশাসনের তরফেও উৎসব অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন জেলাশাসক, অতিরিক্ত জেলাশাসক, কোচবিহার পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ প্রমুখ।

কুলিক এক্সপ্রেস জঙ্গিপুর রোডে অস্থায়ীভাবে থামবে

ব্রিজ নং. ২১৩ (আরওবি) অপসারণের উদ্দেশ্যে বর্ধমানের বিভিন্ন লাইনে বিভিন্ন সময়ে পাওয়ার এবং ট্রাফিক ব্লকের কারণে, ১৩০৫৩/১৩০৫৪ হাওড়া-রাধিকাপুর-হাওড়া কুলিক এক্সপ্রেস, যেটি পরিবর্তিত পথে চলার কথা, সেটি মালদা ডিভিশনের জঙ্গিপুর রোড স্টেশনে এক (১) মিনিটের জন্য ১৪.২.২০২৩ থেকে ২০.২.২০২৩ তারিখ পর্যন্ত অস্থায়ীভাবে থামবে। সিনিয়র ট্রান্সপোর্টেশন ম্যানেজার (সিএইচজি)

পূর্ব রেলওয়ে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway EasternRailway Headquarter

KENDRIYA VIDYALAYA SUKNA
DT. DARJEELING (W.B.), PIN-734009
WALK-IN-INTERVIEW

Required part time teachers purely on contractual basis for preparing panel of the session 2023-24 for various posts. Interview for the post of **PRTs, Vocational Coaches** (Dance, PRT Music, Games, Yoga and (Art & Craft), **Counselor, Special Educator, Doctor & Nurse** will be conducted on **14.02.2023 and P.G.T.s** (English, Hindi, Physics, Mathematics, Chemistry, Biology, Computer Science, Economics, Geography, History & Political Science), **T.G.T.s** (English, Hindi, Science, Maths, Social Science and Computer Instructor) interview will be conducted on **16.02.2023** at KV Sukna. Eligible candidates may apply with complete bio-data along with photocopy of testimonials and submit the same on the day of interview at 8:30 a.m.

For detailed information and **bio-data format** please visit the school website **http://sukna.kvs.ac.in**

Principal
KV Sukna
Ph. No : 0353-2573375

Brief referral advertisement Tender for N.I.T. No. 16(2nd Call) 17(2nd Call), 18(2nd Call) and 19/COB-II P.S./ 2022-23 dated: 07.02.2023 of E.O. is invited by the undersigned. Last date of submission of tender bid is 14.02.2023. The details of the NIT may be viewed & downloaded from the website of Govt. of West Bengal https://wbtenders.gov.in and viewed from office notice board of the undersigned during office hours.
Sd/-
Executive Officer
Cooch Behar-II Panchayet Samity
Pundibari, Cooch Behar

TENDER NOTICE

NIT No. DDP/N-43, N-44 & N-45/2022-23 dt-08/02/2023

Tenders of 31(thirty one) nos. of Scheme is hereby invited on behalf of Dakshin Dinajpur Zilla Parishad. Last Date of submission is 16/02/2023 & 17/02/2023. Details of NIT may be seen in the Website **www.wbtenders.gov.in**

Sd/-
Additional Executive officer
Dakshin Dinajpur Zilla Parishad

Block Development Officer, Alipurduar-I Block invites tender from the bonafied Outsider for development works vide **e-N.I.T. No. WB/APD/APD-I/BDO-ET/09/ 2022-23 Dt. 09.02.2023** from the office of the undersigned on any working days. Any corrigendum or addendum may be looked at the corresponding notices at the office of the undersigned (tender). No notices regarding these will be published in the news paper.

Sd/-
Block Development Officer
Alipurduar-I Block

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
NOTIFICATION

EO, PS, Ratua-II invites tender vide NIT No. 11(e)/R-II P.S/2022-2023 & 12(e)/R-II P.S/2022-2023 dt. 07-02-2023

For Details visit - **www.malda.gov.in**

Sd/-
Exe Officer, Panchayat Samiti, Ratua-II, Malda.

Memo No. : 159/DICO/MLD
Date. 09.02.2023

e-TENDER NOTICE
Matiali Panchayat Samiti
Matiali :: Jalpaiguri

Notice inviting eTender by the undersigned for different works vide NIT No. **WB/BLOCK/18/EO/ MATIALI/2022-23** Last date of online bid submission **15-02-2023 upto 17:00 hours.**

For further details following site may be visited **http://wbtenders.gov.in**

Sd/-
Executive Officer
Matiali Panchayat Samiti

e-Tender Notice

Office of the B.D.O., Banarhat, Jalpaiguri

Notice inviting eTender by the undersigned for different works vide NIT No. **BANARHAT/BDO/NIT-011/2022-23 Dated 06/02/2023.** Last date of online bid submission 17-02-2023 upto 18:55 Hrs. For further details you may visit https://wbtenders.gov.in

Sd/-
BDO, Banarhat, Jalpaiguri

e-Re-Tender Notice

e-Re-Tender is published on date 09.02.2023 for the works vide **NIeT No. 12 (2nd Call) of 2022-23, Tender Id: (2022_PRD_426018_3 to 4).** All details may be had from this office Notice Board and in website: https://wbtenders.gov.in, www.wbprd.gov.in

Sd/-
Superintending Engineer
P&RD Dept, Govt. of West Bengal,
North Bengal Circle, Jalpaiguri

e-Tender

e-Tenders are hereby invited for maintenance work of PMGSY road under WBSRDA, Jalpaiguri Division, vide NIet No. WBSRDA/02-EE/JLP/2022-23 (5th Call for Sl. No. 1 & 1st Call for Sl. No. 2), WBSRDA/03-EE/JLP/2022-23 (4th Call) WBSRDA/04-EE/JLP/2022-23 (1st Call for Sl. No. 2) & WBSRDA/07-EE/JLP/2022-23 (6th call for Sl. No. 4 & 5) dated - 09.02.2023. All details may be had from this office Notice Board and in website: https://wbtenders.gov.in

Sd/-
Executive Engineer
WBSRDA, Jalpaiguri Division

e-Tender Notice

Executive Officer, Jalpaiguri Municipality invited e-tender (CT & PT) vide N.I.T. No.-
1) WBMAD/JM/CH/eNIT-4/2022-23 Memo No. 3665/JM Dated: 08/02/2023 (2023_MAD_469926_1)
2) WBMAD/JM/CH/eNIT-5/2022-23 Memo No. 3666/JM Dated: 08/02/2023 (2023_MAD_469954_1)
3) WBMAD/JM/CH/eNIT-6/2022-23 Memo No. 3667/JM Dated: 08/02/2023 (2023_MAD_469999_1)
4) WBMAD/JM/CH/eNIT-7/2022-23 Memo No. 3668/JM Dated: 08/02/2023 (2023_MAD_470024_1)
5) WBMAD/JM/CH/eNIT-8/2022-23 Memo No. 3669/JM Dated: 08/02/2023 (2023_MAD_470059_1)
6) WBMAD/JM/CH/eNIT-9/2022-23 Memo No. 3670/JM Dated: 08/02/2023 (2023_MAD_470089_1)
7) WBMAD/JM/CH/eNIT-10/2022-23 Memo No. 3671/JM Dated: 08/02/2023 (2023_MAD_470110_1)
8) WBMAD/JM/CH/eNIT-11/2022-23 Memo No. 3672/JM Dated: 08/02/2023 (2023_MAD_470133_1)
9) WBMAD/JM/CH/eNIT-12/2022-23 Memo No. 3673/JM Dated: 08/02/2023 (2023_MAD_470162_1)
10) WBMAD/JM/CH/eNIT-13/2022-23 Memo No. 3674/JM Dated: 08/02/2023 (2023_MAD_470176_1)
11) WBMAD/JM/CH/eNIT-14/2022-23 Memo No. 3675/JM Dated: 08/02/2023 (2023_MAD_470195_1)

Last date of bidding (On line) dated:- 24/02/2023 at 6.55 P.M.
Details of which are available in the web portal www.wbtenders.gov.in & www.jalpaigurimunicipality & in the office of the undersigned during the office hours.

Sd/-
Executive Officer
Jalpaiguri Municipality

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Siliguri Jalpaiguri Development Authority
Tenzing Norgey Road, Pradhan Nagar, Siliguri- 734 003

NOTICE INVITING e-BID

The Chief Executive Officer, Siliguri Jalpaiguri Development Authority, Siliguri invites electronic notice inviting bid (Online) under 2 (Two) bid system from eligible resourceful bonafide and experienced firms/companies/ individual contractors for the following works : Tender No.-NIQ No. - e-NIQ 004/Engg/2022-23 of SJDA **Name of Work** - Removal of Banners / Flexes, Cables / Wires, Jungle Cutting, Tree trunk Painting etc. for ensuing G-20 Summit. Earnest Money - **Rs. 20,000/-**, Tender Documents Sale / Download Start Date & Time **09.02.2023 at 4:00 PM** and Bid Submission End Date & Time - **17.02.2023 up to 4.00 P.M.** Date of opening of Technical Proposals - **20.02.2023 at 11:00 AM.** Date of opening of Financial Proposals - **to be notified after technical evaluation** All details can be obtained from the website - **www.sjda.org** or Log in **http://wbtenders.gov.in** or contact Engineering Section of SJDA at **(0353) 2512922, 2515647.**

Sd/-
Chief Executive Officer

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Siliguri Jalpaiguri Development Authority
Tenzing Norgey Road, Pradhan Nagar, Siliguri- 734 003

NOTICE INVITING e-TENDER

The Chief Executive Officer, Siliguri Jalpaiguri Development Authority, Siliguri invites electronic notice inviting e-bid (Online) under 2 (Two) bid system from eligible resourceful bonafide and experienced firms/companies/ individual contractors for the following works : Tender No.-NIT **No.100/Engg/Elect/2022-23 Name of Work** - Maintenance of Street Lighting at Darjeeling More to Savin Kingdom i/c replacement of Cable Amount put to Tender- **Rs. 7,43,372.00.**Earnest Money- **Rs. 14,867.00** Tender Documents Sale / Download Start Date & Time **09.02.2023 at 4:00 PM** and Bid Submission End Date & Time - **17.02.2023 up to 4.00 P.M.** Date of opening of Technical Proposals - **20.02.2023 at 11:00 AM.** Date of opening of Financial Proposals - **to be notified after technical evaluation** All details can be obtained from the website - **www.sjda.org** or Log in **http://wbtenders.gov.in** or contact Engineering Section of SJDA at **(0353) 2512922, 2515647.**

Sd/-
Chief Executive Officer

সোনা ও রুপার দর

খাঁটি সোনা ১০গ্রাম (২৪ ক্যাঃ)	৫৮৩৫০
গিনি সোনা ১০ গ্রাম (২২ ক্যাঃ)	৫৫৩৫০
১০ গ্রাম (২২ ক্যাঃ)	৫৬২০০
রুপা (বাট) ১ কেজি	৬৭৯০০
রুপা (খুচরা) ১ কেজি	৬৮০দ০০

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর (মূল্যযুক্ত কর আলাদা)

এখন আর চিন্তা নেই!

অলৌকিক জোতিষ সম্রাট, যাহা বলেন তাহাই সত্য প্রমাণিত, এই সপ্তাহে বিবাহ সংক্রান্ত সমস্যার এবং পারিবারিক সমস্যার সমাধানের বুকিং চলছে, অগ্রিম যোগাযোগ ঃ- **9002004418, 9434043593**

ডঃ শিব শংকর শাস্ত্রী

নিজস্ব চেম্বার সেভক রোড, শিলিগুড়ি

সার্বিক বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ আরএন-এসটি-৩৬-২০২২-২৩; তারিখঃ ০৭-০২-২০২৩। নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা নিম্নোক্ত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে: টেন্ডার নং.ঃ আরএন-এসটি-৩৬-২০২২-২৩; কাজের নামঃ বিজি-III-এ ০৩ (তিন) বছরের জন্য ৫১টি ১৫ কেভিএ কিরলোস্করের তৈরি ডিজি সেটগুলির সার্বিক বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণের চুক্তি (কামাক্ষ্যা-রাঙাপাড়া নর্থ-ডেকারগাঁও-হারমুটি-নাহারলাগুন)। টেন্ডার মূল্যঃ ৪৩,০১,৩০২.৭৯/- টাকা; বায়না মূল্যঃ ৮৬,০০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় দুপুর ৩টে এবং খোলা ০৩-০৩-২০২৩ তারিখ দুপুর ৩.৩০ মিনিট। বিস্তারিত জানার জন্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটটি দেখুন।

ডিআরএম (এসএন্ডটি), রঙ্গিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

ডিস্ট্রিবিউটেড ইলেকট্রনিক ইন্টারলকিং সিস্টেম-এর ডিজাইন, সরবরাহ, স্থাপন, পরীক্ষা ও চালু করা

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ এসঅ্যান্ডটি_কন_২০২৩_০১। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর পক্ষ থেকে ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে:- টেন্ডার নং. ডিওয়াই সিএসটিই_সি-এপিডিজে_২০২৩_০১_০১। কাজের নাম : এন. এফ. রেলওয়ের রঙ্গিয়া ডিভিশনের নিউ বঙ্গাইগাঁও ই ইয়ার্ডের রিমডেলিং-এর সাথে সম্পর্কযুক্ত ডিস্ট্রিবিউটেড ইলেকট্রনিক ইন্টারলকিং সিস্টেম (ইডি আইএলএস)-এর ডিজাইন, সরবরাহ, স্থাপন, পরীক্ষা ও চালু করা সহ এন. এফ. রেলওয়ের নিউ বঙ্গাইগাঁও স্টেশনের এ কেবিন এবং ওয়েস্ট কেবিনে সমস্ত ইনডোর ও আউটডোর সিগন্যালিং ও টেলিকম কাজ। টেন্ডার মূল্য : ৮,০৮,১০,৮৪২.০০/- টাকা, বিড সিকিউরিটি : ৫,৫৪,২০০.০০/- টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ২৮-০২-২০২৩ তারিখের ১২.০০ ঘণ্টায় এবং ২৮-০২-২০২৩ তারিখের ১২.৩০ ঘণ্টায় ডিওয়াই সিএসটিই/কনস্ট্রাকশন/ আলিপুরদুয়ার জং. কার্যালয়ে খোলা হবে। বিশদ বিবরণের জন্য অনুগ্রহ করে www.ireps.gov.in দেখুন।

সিএসটিই/কন/II/মালিগাঁও
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (নির্মাণ সংস্থা)
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়"

কাটিহার ডিভিশনে স্টেশনের উন্নয়ন এবং গুডস সাইডিং এর উন্নতি

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ কেআইআর/ইএনজিজি./১১ অফ ২০২৩; তারিখঃ ০৬-০২-২০২৩। নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা নিম্নোক্ত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে; টেন্ডার নং.ঃ ১. কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ এডিইএন/পূর্ণিয়ার এক্তিয়ারের অধীনে কাটিহার-জোগবানি সেকশনে পূর্ণিয়া জংশন (পিআরএনএ) স্টেশনের স্বল্প উন্নয়ন। টেন্ডার মূল্যঃ ১,৭৫,৬১,৪৬৮.৩২ টাকা; বিড সিকিউরিটিঃ ২,৩৭,৮০০/- টাকা; টেন্ডার নং.ঃ ২. কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ এডিইএন/।/কাটিহারের আওতাধীন রায়গঞ্জ জংশন (আরজিজে) স্টেশনের স্বল্প উন্নয়ন। টেন্ডার মূল্যঃ ১,৯১,১১,২৫৩.২৯ টাকা;বিড সিকিউরিটিঃ ২,৪৫,৬০০/- টাকা; টেন্ডার নং.ঃ ৩. কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ কিষাণগঞ্জেঃ আর.সি.সি বিম দ্বারা গুডস সাইডিং সঙ্গে পিএসসি রিলিইসড স্লীপার বাউন্ডারির উন্নতি। টেন্ডার মূল্যঃ ১,৯৬,৪৯,০৪৬.৪৪ টাকা;বিড সিকিউরিটিঃ ২,৪৮,৩০০/- টাকা; উপরোক্ত টেন্ডারগুলির বন্ধের তারিখ ও সময় দুপুর ৩টে এবং খোলা ০৩-০৩-২০২৩ তারিখ দুপুর ৩.৩০ মিনিট। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ০৩-০৩-২০২৩ তারিখ দুপুর ৩টে পর্যন্ত https://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ডব্লু), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

চিকিৎসা

কলকাতার বিশিষ্ট হোমিওপ্যাথ Dr. S.S. Roy, M.D, M.R.S.H. (LOND.) ক্যান্সার ও জটিল রোগী শিলিঃতে দেখবেন 11, 12 ফেব্রুঃ (শনি, রবি)। Ph : 8777013283. (K)

•

Dr. Arijit Bishnu, MBBS, MD, DM (Clinical Haematologist) will be available on 12th Feb'23 (Sunday) at the OPD. Contact :- Anandaloke Multispeciality Hospital, Sevoke Road, Siliguri. Ph : 9800600400. (C/104260)

অ্যাফিডেভিট

ইং 09/02/2023 তারিখে শিলিগুড়ি EM কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে 'Shankari Ghosh' থেকে ' Banani Ghosh' হলাম। 'Shankari Ghosh' ও ' Banani Ghosh' একই ব্যক্তি। (C/104261)

•

আমি Smt. Rekha Paul আমার ব্যাংক-এর পাস বইতে নাম ভুল থাকায় গত 15/11/22 তারিখে শিলিগুড়ি নোটারি পাবলিক দ্বারা অ্যাফিডেভিট বলে, আমি Rekha Das (Pal) থেকে Rekha Paul নামে পরিচিত হলাম। উভয় একই ব্যক্তি। (C/112261)

•

গত 07.02.2023 তারিখে জলপাইগুড়ি E.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে Geeta Munda & Gita Oraon থেকে Gitamunda Oraon হলাম। Geeta Munda & Gita Oraon এবং Gitamunda Oraon এক ও অভিন্ন ব্যক্তিরূপে পরিচিত হল। হলদিবাড়ি টিজি। বিন্নাগুড়ি, জল। (N/M)

•

আমার Establishment order No. 92, NBSTC নাম ভুল থাকায় গত 05.7.22 কোচবিহার সদর E.M কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে আমি Ujjwal Ghosh এবং Ujjal Ghosh এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। হাজরাপাড়া, কোতোয়ালি, কোচবিহার। (C/103728)

•

I, Md Abdus Salam, Ex Army No.-1586188-A, Hony NB/ Sub, at Vill:- Nangla, P.O.- Barbilla, P.S.-Goalpokher, Dist.-Uttar Dinajpur-733210, (W.B.) declare that my 1st son actual name Md. Danish Reza D.O.B. 31/12/2005 mistakenly name Md. Danish Raza D.O.B. 10/12/2003 is the same & one identical person vide affidavit sworn before the 1st class Magistrate Islampur, U/Dinajpur, Dated 06/01/2023. (S/N)

কর্মখালি

সমগ্র উত্তরবঙ্গে জেলাভিত্তিক কাজের জন্য ছেলে চাই। বেতন আলোচনা সাপেক্ষ। Cont :- (M) 96476-10774. (C/104257)

•

আন্তর্জাতিক সংস্থায় বাড়ি থেকে নিজের এলাকায় পার্ট/ফুলটাইম কাজ করে দারুণ আয়ের সুযোগ। 8240311982. (K)

•

সিকিউরিটি গার্ড চাই। কোনও ডোনেশন লাগবে না। স্পট জয়েনিং বেতন (8-9000/-) (M) 8927299546. (C/104331)

•

রেলে কন্ট্রাক্টরের অধীনে নিয়োগ ১৮-৪৫, ন্যূনতম ৮ম, বেতন-14000/- ৬০ বয়স পর্যন্ত চুক্তি। (M) 9874477459. (C/104309)

•

কোচবিহারে বার কাম রেস্টুরেন্টে অভিজ্ঞ কুক এবং ওয়েটার চাই। বেতন ও অন্যান্য সুবিধা। M : 8617529996. (C/A)

•

ডাইরেক্ট কোম্পানির জন্য 25 জন হেল্পার চাই সরাসরি কোম্পানিতে জয়েন জলপাইগুড়ি, ফুলবাড়ি, ঘোষপুকুর। মাসে ছুটি, থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা। বেতন PF, ESI+ 12,500/- । M : 8653710700. (C/104261)

•

ফিমেল স্মার্ট অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট আবশ্যক। বয়স 18 থেকে 23 এর মধ্যে। বেতন সাক্ষাতের সময় ঠিক হবে। যোগাযোগ 9002004418, রত্ন রাজ, সেবক রোড, শিলিগুড়ি।

•

Wanted an Asst. Teacher in Math. B.Sc(H)/M.Sc.B.Ed for Lien Vacancy. Apply in 8 days of publication with Testimonials in Speedpost. to the Secretary, Jagannathpur High Madrasah, P.O. : Jagannathpur, Dt. : Malda. 732125. (M-MA)

•

সাহুডাঙ্গীতে অবস্থিত কম্পিউটার ট্রেনিং সেন্টার। Mb-9832317481, 9832577155. (C/104253)

CINEMA সিনেমা

Big 2nd week at BISWADEEP

PATHAAN

Time 1.15, 4.15, 7.15 P.M.

এক হোয়াটসঅ্যাপেই বিজ্ঞাপন

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

চুরি ঠেকাতে র‍্যাশনে জুড়বে ওজন যন্ত্র ও ই-পস

চাঁদকুমার বড়াল

কোচবিহার, ৯ ফেব্রুয়ারি : র‍্যাশনে চুরি ঠেকাতে এবার খাদ্যসামগ্রী মাপার ওজন যন্ত্রের সঙ্গে ই-পস (E-POS) মেশিন সংযুক্তকরণ (লিংক) করা হচ্ছে। এর ফলে গ্রাহকরা তাঁদের ধার্য করা নির্দিষ্ট পরিমাণ সামগ্রী সঠিকভাবে পাবেন। কোনওভাবেই র‍্যাশন ডিলাররা খাদ্যসামগ্রী কম দিতে পারবেন না। খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষ জানিয়েছেন, ইতিমধ্যেই একটি এজেন্সি কাজ করছে। তাদের সঙ্গে চুক্তি রিভিউ করা হচ্ছে। তিনি বলেন, 'রাজ্যের সমস্ত র‍্যাশন দোকানে আইরিশ স্ক্যানার বসানো হবে। তাদের র‍্যাশনের ওজন যন্ত্রের সঙ্গে ই-পস সংযুক্ত করে দেওয়া হবে। সকলে যাতে সঠিক পরিমাণে সামগ্রী পান সেটাই আমাদের লক্ষ্য।'

খাদ্যসামগ্রী কম দেওয়া নিয়ে গ্রামেগঞ্জে ঝামেলা, গোলমাল লেগেই থাকে। এমনই বেশ কিছু অভিযোগ রাজ্য খাদ্য দপ্তরে পৌঁছেছে। সেই কারণে এবার গ্রাহকরা যাতে কোনওভাবেই না ঠকেন তারজন্য বিশেষ উদ্যোগ নিতে চলেছে খাদ্য দপ্তর।

অভিযোগ উঠছে, কোথাও ৫০০ গ্রাম ওজনে কম আবার কোথাও বা তার চেয়েও বেশি খাদ্যসামগ্রী ওজনে কম দেওয়া হচ্ছে। তাই কার্ড অনুযায়ী গ্রাহকরা যে স্কেলে চাল, গম, আটার প্যাকেট ধার্য রয়েছে তারা যাতে সেটাই সঠিকভাবে পান সেইজন্য এই বিশেষ ব্যবস্থা করা হচ্ছে। খাদ্য দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, র‍্যাশন দোকানে গ্রাহকরা যাওয়ার পর তাঁর কার্ডের নম্বর প্রথমে ই-পস মেশিনে দেওয়া হবে। ওই নম্বর দেওয়ার পর তাঁর নির্দিষ্ট পরিমাণ সামগ্রী একই সময়ে পাশে থাকা ওজন যন্ত্রে তোলা হবে। এভাবেই যখন ধার্য করা খাদ্যের স্কেলের সঙ্গে ওজন মিলবে সেই সময় মেশিন থেকে স্লিপ বের হবে। আর স্কেল অনুযায়ী ওজন না মিললে স্লিপ বের হবে না। তাই এক্ষেত্রে সঠিক পরিমাণ সামগ্রী পাবেন গ্রাহক এবং তিনি ওই স্লিপ মিলিয়ে নিতে পারবেন।

ওয়েস্ট বেঙ্গল এমআর ডিলার অ্যাসোসিয়েশনের কোচবিহারের সম্পাদক বিমলেন্দু রায় বলেন, 'ই-পস মেশিনের সঙ্গে ওজন মেশিনের সংযুক্তকরণ করা হবে এটা শুনেছি। সরকার যদি করতে চায় সেটা তারা করবে। এটা নিয়ে কিছু বলার নেই।'

ওয়েস্ট বেঙ্গল এমআর ডিলার অ্যাসোসিয়েশনের শিলিগুড়ি মহকুমার সম্পাদক ধীরেন সিনহার কথায়, দপ্তর থেকে এখনও কোনও নির্দেশ আসেনি। কোথাও সামগ্রী কম দেওয়া হচ্ছে না। গ্রাহক স্কেল অনুযায়ী সব পাচ্ছেন। অভিযোগ ঠিক নয়।

ওয়েস্ট বেঙ্গল এমআর ডিলার অ্যাসোসিয়েশনের জলপাইগুড়ি জেলা সম্পাদক নিলমণি লাহিড়ি বলছেন,

নয়া প্রযুক্তি

- ই-পস মেশিনের সঙ্গে ওজন মেশিনের সংযুক্তকরণ করা হবে
- এই সংযুক্তিকরণের ফলে নির্দিষ্ট পরিমাণ সামগ্রী সঠিক পাবেন গ্রাহকরা
- খাদ্যের স্কেলের সঙ্গে ওজন মিললে তবেই মেশিন থেকে স্লিপ বের হবে
- স্কেল অনুযায়ী ওজন না মিললে স্লিপ বের হবে না

সরকারের সিদ্ধান্তে সমর্থন রয়েছে।

পঞ্চায়েত ভোট দোরগোড়ায়। আর গ্রামের ভোটের আগে সরকার কোনও দিকেই কোনওরকম ফাঁক রাখতে চাইছে না। র‍্যাশনে আধার সংযুক্ত হওয়ার পর বায়োমেট্রিক না মেলায় সমস্যায় পড়ছেন বহু গ্রাহক। তাঁরা দোকানে গিয়ে র‍্যাশন পাচ্ছেন না। যা নিয়ে অসন্তোষ রয়েছে। এই সমস্যা যেনতেন প্রকারে মেটাতে চাইছে সরকার।

রাস্তা সম্প্রসারণে আবেগে আঘাত হিলিতে

ভাঙা পড়েছে একাত্তরের শহিদ বেদির একাংশ, যা নিয়ে ক্ষোভ বাড়ছে হিলি সীমান্তে।

ভাঙল একাত্তরের সেই শহিদ বেদি

বিধান ঘোষ

হিলি, ৯ ফেব্রুয়ারি : জাতীয় সড়ক সম্প্রসারণের কাজের জন্য ভাঙা পড়ল একাত্তরের শহিদ বেদি। হিলির ওই শহিদ বেদিকে ভেঙে ফেলার ঘটনায় মর্মাহত বুদ্ধিজীবীমহল। প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের হস্তক্ষেপে শহিদ বেদি পুনর্নির্মাণের দাবি তুলেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। বিষয়টি নিয়ে প্রশাসনের দ্বারস্থ হবেন প্রাক্তন সেনা জওয়ানরা।

১৯৭১ সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ বা মুক্তিযুদ্ধে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রণাঙ্গণ ছিল হিলি। পশ্চিম পাকিস্তানের সেনার অতর্কিত হামলায় হিলি রণাঙ্গণে ভারতের ৪০০-র বেশি সেনা শহিদ হন। ভারতীয় সেনার পূর্ব পাকিস্তানের উত্তর ভাগ অর্থাৎ বগুড়া দখলের প্রধান পথ ছিল হিলি। যুদ্ধের শহিদদের স্মরনে করে হিলি রমানাথ উচ্চবিদ্যালয়ের ক্রীড়া প্রাঙ্গণ সংলগ্ন এলাকায় বেদি করা হয়েছিল। ওই শহিদ বেদিতে প্রত্যেক ১২ ডিসেম্বর ব্যাটেল অফ হিলি-এর শহিদ দিবস পালন করে ভারতীয় সেনা।

৫১২ নম্বর জাতীয় সড়ক সম্প্রসারণের জন্য হিলির ওই শহিদ বেদির একাংশ ভেঙে দেওয়া হয়েছে। আর এই নিয়েই ক্ষুব্ধ হিলির মানুষ। তাঁদের অভিযোগ, সড়ক সম্প্রসারণের কাজ শেষ হলে শহিদ বেদি ব্যবহারে সমস্যায় পড়তে হবে সকলকে। ঘটনায় মর্মাহত হয়েছে প্রাক্তন সেনা থেকে মানুষজন। স্থানীয়দের দাবি, নতুন করে পুনরায় শহিদ বেদি নির্মাণ করা হোক। এছাড়াও একাত্তরের যুদ্ধের সুবর্ণ জয়ন্তী পালন করতে দেশের বিভিন্ন স্থানে ওয়ার মেমোরিয়াল নির্মাণ করেছে কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রক। সেখানে ব্রাত্য থেকেছে হিলি। তাই হিলিতে কেন্দ্র সরকারের হস্তক্ষেপে ওয়ার মেমোরিয়াল নির্মাণের দাবি জোরালো হয়েছে।

হিলির বাসিন্দা অমিত সাহার অভিযোগ, '১৯৭১ সালের যুদ্ধে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রণাঙ্গন ছিল হিলি। কিন্তু হিলিতে জাতীয়স্তরের কোনও মেমোরিয়াল বা সংগ্রহশালা নেই। জাতীয় সড়ক সম্প্রসারণের জন্য শহিদ বেদিও ভাঙা পড়েছে। আমরা সরকারের কাছে অনুরোধ জানাই যে, সব জায়গার মতো হিলিতেও জাতীয়স্তরে ওয়ার মেমোরিয়াল নির্মাণ করা হোক।', হিলির বাসিন্দা প্রীতম মজুমদার দাবি করেন, 'সেখানে একাত্তরের ইতিহাস সংরক্ষণ করা হোক। হিলিতে সেনার বীরগাথা বিশ্বের সামনে তুলে ধরা হোক।'

হিলি সীমান্ত উন্নয়ন মঞ্চের সম্পাদক বিমান কৃষ্ণ সাহা বলেন, 'জাতীয় সড়ক সম্প্রসারণের জন্য শহিদ বেদি ভাঙা পড়েছে। আমরা সকলেই ব্যথিত। হিলির মানুষ শহিদ বেদি ছেড়ে কাজ করার দাবি যেমন জানান, তেমনই হিলিতে ওয়ার মেমোরিয়াল নির্মাণের জন্যও দাবি করেছিলেন। কিন্তু দুটোর একটাও হয়নি। সরকারের কাছে অনুরোধ, অবিলম্বে হিলিতে ওয়ার মেমোরিয়াল নির্মাণ করে শহিদ সেনাদের মর্যাদা দেওয়া হোক। গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহাসিক লড়াই-এর ইতিহাস রক্ষার স্বার্থে এই কাজ করতেই হবে।'

হিলি শহিদ বেদি কমিটির কোষাধ্যক্ষ তথা প্রাক্তন সেনা রাজনারায়ণ গোস্বামী জানান, 'শহিদ বেদি ভাঙার আগে সড়ক কর্তৃপক্ষ আমাদের একবারও জানায়নি। আমরা মর্মাহত। বিকল্প কোনও শহিদ বেদি নির্মাণ করার দাবি জানানো হবে। ভারতীয় সেনা এবং জেলা প্রশাসনের হস্তক্ষেপের জন্য প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।' হিলি পঞ্চায়েত সমিতি সভাপতি শুভঙ্কর মাহাতোর দাবি, 'জাতীয় সড়ক সম্প্রসারণের জন্য শহিদ বেদি ভেঙেছে বলে জানা ছিল না। বিষয়টি খোঁজ নেব। নতুন শহিদ বেদি নির্মাণ নিয়ে বিবেচনা করব।' বালুরঘাটের বিধায়ক অশোককুমার লাহিড়ি জানান, 'ওয়ার মেমোরিয়াল ভাঙা নিয়ে কিছু জানি না। তবে জাতীয় সড়ক সম্প্রসারণের কাজের জন্য ভেঙে থাকলে, অন্যত্র আরও ভালো করে শহিদ বেদি নির্মাণ করতে হবে। বিষয়টি দেখব।'

মুখ্যমন্ত্রীর সভায় মিলতে পারে পাট্টা

শিলিগুড়ি, ৯ ফেব্রুয়ারি : চলতি মাসেই পাহাড়ের জমির পাট্টার সমস্যা মিটতে চলেছে। সবকিছু ঠিক থাকলে আগামী ২১ ফেব্রুয়ারি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত দিয়েই এই কর্মসূচির সূচনা হতে পারে। ওই দিন শিলিগুড়িতে এক অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী আলিপুরদুয়ারের পাশাপাশি জিটিএ এলাকার বাসিন্দাদের হাতেও জমির পাট্টা তুলে দেবেন। অন্যদিকে, এদিন কলকাতায় পাহাড়ের চার পুরসভার প্রশাসককে নিয়ে পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমের সঙ্গে বৈঠক করেন গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (জিটিএ)-এর চেয়ারম্যান অনীত থাপা। বৈঠকে পাহাড়ের বিভিন্ন শহরের উন্নয়নের দাবি পেশ করা হয়েছে।

পাহাড়ের বাসিন্দাদের পাট্টার দাবি দীর্ঘদিনের। এই দাবিকে সামনে রেখে রাজনীতিও কম হয়নি। এতদিনে সেই দাবি মিটতে চলেছে। বুধবার মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকের পরে এমনই আশ্বাস দিয়েছেন অনীত। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকে এই দাবি তুলে ধরেছেন বলে অনীত বলেন, 'আগামী ৮-১০ দিনের মধ্যেই পাট্টার কাজ শুরু হয়ে যাবে। প্রতিটি রাজনৈতিক দলকেই তিনি এই পাট্টার তালিকা তৈরির কাজে সহযোগিতার আবেদন করেছেন। আগামী ২১ ফেব্রুয়ারি শিলিগুড়িতে আসবেন মুখ্যমন্ত্রী। মাতৃভাষা দিবসের অনুষ্ঠানের পাশাপাশি তিনি একটি সরকারি অনুষ্ঠানেও অংশ নেবেন। যেখানে বেশ কিছু প্রকল্পের উদ্বোধন, শিলান্যাসের পাশাপাশি পাট্টা প্রদান করবেন মুখ্যমন্ত্রী।'

সূত্রের খবর, আলিপুরদুয়ার জেলারও কিছু বাসিন্দার হাতে পাট্টা মুখ্যমন্ত্রী তুলে দেবেন। সেই অনুষ্ঠানেই জিটিএ এলাকার পাট্টা প্রদানের কর্মসূচির সূচনা হতে পারে। তবে, মুখ্যমন্ত্রীর ওই কর্মসূচি বাঘা যতীন পার্কে হবে নাকি কোনও হলঘরে হবে তা এখনও স্পষ্ট নয়। সরকারি সূত্রের দাবি, ২৩ ফেব্রুয়ারি থেকে মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হচ্ছে। তাই মুখ্যমন্ত্রীর কর্মসূচি ইন্ডোরে অর্থাৎ কোনও হলঘরেই হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এই কর্মসূচি শেষে রাতে শিলিগুড়িতে থেকে পরদিন মুখ্যমন্ত্রী মেঘালয় যাবেন।

এদিন কলকাতায় অনীত দার্জিলিং পুরসভার চেয়ারম্যান এবং কার্সিয়াং, কালিম্পং ও মিরিক পুরসভার প্রশাসককে নিয়ে পুরমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করেছেন।

উদয়নকে ব্যঙ্গ বিধায়ক শংকরের

শিলিগুড়ি, ৯ ফেব্রুয়ারি : রাজ্যভাগ নিয়ে বিজেপি নেতাদের অবস্থান জানতে চেয়ে ৪৮ ঘণ্টা সময় দিয়েছিলেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ। তার ২৪ ঘণ্টা কাটতে না কাটতেই উদয়নকে কটাক্ষ করলেন শিলিগুড়ির বিজেপি বিধায়ক শংকর ঘোষ। তাঁর ব্যঙ্গ, 'পশ্চিমবঙ্গজুড়ে সাদা খাতা জমা দিয়ে এত এত লোক চাকরি পেল। তখন উদয়ন গুহ কতবার সাংবাদিক বৈঠক করেছেন? আসলে উদয়নবাবু ও মুখ্যমন্ত্রী বুঝতে পেরেছেন, উত্তরবঙ্গের মানুষ তৃণমূল কংগ্রেস থেকে দূরত্ব বাড়াচ্ছে। এখানে যাঁরা তৃণমূল কংগ্রেস করেন, তারাও কিন্তু বুঝতে পেরেছেন বিভিন্ন ব্যাপারে উত্তরবঙ্গকে বঞ্চিত করা হচ্ছে।'

সম্প্রতি তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন আলিপুরদুয়ারের বিজেপি বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল। তাঁর নাম না নিয়েই এদিন শংকর বলেন, 'বিধায়ক কে থাকল, কে গেল, সেটা বিষয় নয়। মূল কথা, তৃণমূলকে উৎখাত করতে হবে। তবে যে বিধায়করা তৃণমূল কংগ্রেসের উন্নয়নের যজ্ঞে শামিল হয়েছেন অর্থ বা অন্য কোনও প্রলোভনে, তাঁদের বলব, কালিদাসের ন্যায় যেই ডালে বসেছিলেন সেই ডাল আপনারা কেটেছেন। আপনাদের রাজনৈতিক জীবনের যে খাতা তা এই উন্নয়নের যজ্ঞে শামিল হয়ে ভস্মীভূত হয়েছে। ভবিষ্যতে আর বিধায়ক হয়ে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় ফিরে যেতে হবে না, এটা একেবারে নিশ্চিত।

এদিন শংকর রাজ্যভাগের প্রসঙ্গে না গিয়েই বলেছেন, 'উত্তরবঙ্গে তৃণমূলের মাটি দুর্বল দেখেই বারংবার মুখ্যমন্ত্রীকে ছুটে এসে এখানকার নেতাদের ক্ষতস্থানে মলম লাগানোর চেষ্টা করতে হচ্ছে। কিন্তু যা হওয়ার হয়ে গিয়েছে। উত্তরবঙ্গের উন্নয়নে বিজেপি কাজ করে যাবে।'

পূর্ব রেলওয়ের ডিভিশনাল রেলওয়ে হাসপাতাল, মালদাতে কন্ট্র্যাকচুয়াল মেডিক্যাল প্র্যাক্টিশনার (সিএমপি) নিয়োগের জন্য ওয়াক-ইন-ইন্টারভিউ

বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ই/সিএমপি/এমএলডিটি/পিটি-III তারিখ ঃ ০৯.০২.২০২৩

মালদাতে অবস্থিত ডিভিশনাল রেলওয়ে হাসপাতালের জন্য নিয়োগের তারিখ থেকে এক বছর সময়সীমার জন্য অথবা নিয়মিত ডাক্তার (আইআরএইচএস) নিয়োগ হওয়া পর্যন্ত, যেটা আগে হবে, চুক্তির ভিত্তিতে **মেডিক্যাল প্র্যাক্টিশনার** নিয়োগ করা হবে। প্রয়োজনীয় যোগ্যতাসম্পন্ন ও বয়সের মানদণ্ড পূরণকারী ইচ্ছুক মেডিক্যাল প্র্যাক্টিশনারদের, নিম্নলিখিত স্থানে, তারিখে ও সময়ে সমস্ত শংসাপত্র এবং জীবনপঞ্জি নিয়ে **ওয়াক-ইন- ইন্টারভিউয়ের** জন্য রিপোর্ট করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

স্থান	ইন্টারভিউয়ের তারিখ	রিপোর্টিংয়ের সময়
চিফ মেডিক্যাল সুপারিন্টেন্ডেন্ট-এর অফিস, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা, ঝলঝলিয়া, পিন-৭৩২১০২	১৬.০২.২০২৩	বেলা ১১টা থেকে বেলা ১২টা

ইন্টারভিউতে হাজির হবার সময়ে, শিক্ষাগত যোগ্যতার শংসাপত্র, স্নাতকোত্তর ডিগ্রির সমস্ত মার্কশিট, অভিজ্ঞতার শংসাপত্র, প্যান কার্ড, আধার ইত্যাদির মূল কপি তথা বয়স, যোগ্যতা, মেডিক্যাল রেজিস্ট্রেশন নং, অভিজ্ঞতার সমর্থনে স্ব-প্রত্যয়িত কপি এবং ২ কপি পাসপোর্ট মাপের ফটোগ্রাফ সঙ্গে আনতে প্রার্থীদের অনুরোধ জানানো হচ্ছে। শূন্যপদের সংখ্যা, বয়স সীমা, পারিশ্রমিক এবং যোগ্যতা নিম্নরূপ ঃ

● **ক্যাটিগরি ঃ** ডাক্তার (সিএমপি) (গাইনিকোলজি)। ● **শূন্যপদ ঃ** ০১। ● **বয়স ঃ** ০১.০১.২০২৩ **তারিখে অনধিক ৫৩ বছর।** ● **বেতন/পারিশ্রমিক ঃ** প্রতি মাসে ৯৫,০০০ টাকা (ফিক্সড)। ● **প্রয়োজনীয় যোগ্যতা ঃ** এমএস (জি অ্যান্ড ও), ডিএনবি (জি অ্যান্ড ও)/ডিজিও, যে কোনও রাজ্য মেডিক্যাল কাউন্সিলের বৈধ রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট।

দ্রষ্টব্য ঃ ইন্টারভিউয়ের দিন এই অফিস থেকে আবেদনের বয়ান পাওয়া যাবে। এই বিজ্ঞপ্তি এবং আবেদনের বয়ান রেলওয়ে ওয়েবসাইট ঃ **www.er.indianrailways.gov.in** (go to **Division→ Malda→recruitment page**)-এ পাওয়া যাবে।

ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, মালদা

পূর্ব রেলওয়ে

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway Eastern Railway Headquarter

দখলদারির প্রতিবাদে সিপিএমের সভা

শিলিগুড়ি, ৯ ফেব্রুয়ারি : জমি দখলের প্রতিবাদে পথে নামল সম্মিলিত কেন্দ্রীয় বাস্তুহারা পরিষদ। বুধবার এই ইস্যুতে মাটিগাড়া রানানগর কলোনিতে এক সভার আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানে সংগঠনের দার্জিলিং জেলা সম্পাদক পরেশ সরকার অভিযোগ করেন, 'স্কুলের জন্য শিলিগুড়ির মাটিগাড়া রানানগর কলোনিতে একটি ১০ কাঠা জমির প্লট রাখা ছিল। অথচ তৃণমূল কংগ্রেস আশ্রিত একটি দুষ্কৃতীচক্র সেটিকে অবৈধ উপায়ে বিক্রি করে দিতে তৎপর হয়ে উঠেছে। কলোনি গড়ে ওঠার সময় থেকেই এলাকাবাসী ওই খালি জমিতে স্কুল করার সিদ্ধান্ত নেয়। সেই মতো এতদিন জমিটি ফাঁকা ছিল। কিন্তু কিছুদিন যাবৎ একটি অসাধু চক্রের নজর পড়েছে ওই জমির উপর।' এদিনের সভা থেকে দখলদারির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানান সিপিএম নেতা অশোক ভট্টাচার্য। এছাড়াও সেখানে বক্তব্য রাখেন তাপস সরকার সহ অন্য দলীয় নেতৃত্ব।

দার্জিলিং পুলিশে রদবদল

শিলিগুড়ি, ৯ ফেব্রুয়ারি : নকশালবাড়ি, জোড়বাংলো থানার ওসি সহ দার্জিলিং জেলা পুলিশের বেশ কিছু পদে রদবদল হল। নকশালবাড়ি থানার ওসি মানস দাসকে দার্জিলিং সদর থানায় বদলি করা হয়েছে। নকশালবাড়ি থানার নতুন ওসি হচ্ছেন জোড়বাংলো থানার প্রদীপ ত্রিখাত্রি। সদ্য জেলা পুলিশ লাইনে ক্লোজ হওয়া খড়িবাড়ি থানার ওসি সুজিত দাসকেও দার্জিলিং সদর থানায় পোস্টিং দেওয়া হয়েছে। সোনাদা থানায় কর্মরত এসআই মিত্র দেওয়ান জোড়বাংলো থানার ওসির দায়িত্ব নিচ্ছেন। তিনধারিয়া আউটপোস্টের দায়িত্বে থাকা এসআই মানব রায়কে পানিঘাটা পুলিশ পোস্টের (পিপি) বড়বাবু করা হয়েছে। তিনধারিয়া পিপির দায়িত্বে যাচ্ছেন জীবন রাই। ফাঁসিদেওয়া থানার অধীনে থাকা ঘোষপুকুর আউটপোস্টের দায়িত্বে যাচ্ছেন দাওয়া জাম্বো শেরপা। এছাড়া আরও বেশ কয়েকটি পুলিশ ফাঁড়ির দায়িত্বে রদবদল হয়েছে। জেলা পুলিশের তরফে এই বদলিকে রুটিন বদলি বলে দাবি করা হয়েছে। তবে, পুলিশ সূত্রের খবর, তিন এসআই ইনস্পেকটর প্রশিক্ষণের জন্য ব্যারাকপুর প্রশিক্ষণকেন্দ্রে যাবেন। সেজন্যই তাঁদের বিভিন্ন থানার দায়িত্ব থেকে সরিয়ে সেখানে নতুনদের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

পাচার রুখতে সচেতনতা শিবির

মাটিগাড়া, ৯ ফেব্রুয়ারি : উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রায়শই মানব পাচারের ঘটনা সামনে আসে। শিলিগুড়িও এর ব্যতিক্রম নয়। কখনও কাজের টোপ দিয়ে, কখনও আবার অসহায়তার সুযোগ নিয়ে চলে মানব পাচার। বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ি লাগোয়া দাগাপুরের শ্রমিক ভবনে মানব পাচারের বিষয়ে সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। লাইট হাউস দিশা নামে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের উদ্যোগে এই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

এদিন সংস্থার তরফে বন্ডেড লেবার সিস্টেম (বিমোচন) আইন ১৯৭৬ দিবস পালন করা হয়। এই কর্মসূচিতে সহযোগিতা করে লেবার কমিশনারেট (উত্তরবঙ্গ জোন), শিলিগুড়ি শ্রমিক ভবন, শিলিগুড়ি রেলওয়ে পুলিশ বিভাগ ও কলকাতা ইন্টারন্যাশনাল জাস্টিস মিশন।

অনুষ্ঠানের শুরুতে শ্রম বিভাগের সহকারী আধিকারিক ভবানী বিশ্বাস বলেন, 'ফাঁসিদেওয়া-বাংলাদেশ, খড়িবাড়ি-বিহার, পানিট্যাঙ্কি-নেপাল সীমান্তবর্তী অঞ্চলে প্রতিদিন বহু মানুষ পাচার হচ্ছে। মানুষের অসহায়তার সুযোগ নিয়ে তাদের সমাজের মূলস্রোত থেকে দূরে ঠেলে দিচ্ছে পাচারকারীরা। তাদের রুখতে হবে এবং শিলিগুড়িকে পাচারমুক্ত, নিরাপদ অঞ্চল গড়ে তুলতে হবে।' পাচারের পর উদ্ধার হওয়া বেশ কিছু শিশু এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিল। তারা এদিন দেশাত্মবোধক গানে নাচ ও নাটক পরিবেশন করে।

গজসওয়ারি। জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানে অরিন্দম চক্রবর্তীর তোলা ছবি।

কনডাক্টরের অভাবে ইসলামপুর-শিলিগুড়ি রুটে বন্ধ ৫টি বাস

ডিপোর ভেতরে লাইন করে দাঁড়ানো বাস।

শুভজিৎ চৌধুরী

ইসলামপুর, ৯ ফেব্রুয়ারি : ইসলামপুর ডিপোতে কনডাক্টরের অভাবে ইসলামপুর-শিলিগুড়ি রুটের ৫টি বাসের পরিষেবা বন্ধ। ডিপোর ভেতরে লাইন করে বাস দাঁড় করানো। কিন্তু কনডাক্টরের অভাবে রাস্তায় নামানো সম্ভব হচ্ছে না।

উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের ১৮টি ডিপোর মধ্যে মাসিক ইপিকেএম অর্থাৎ আর্নিং পার কিলোমিটারের হিসেবে ইসলামপুর ডিপো এক নম্বরে। এই ডিপোর ইপিকেএম রেট ৪১.১৩ টাকা। যা উত্তরবঙ্গের সমস্ত ডিপোর থেকে বেশি। ডিপো সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রত্যেক মাসে ইসলামপুর ডিপোকে ৫০ লক্ষ টাকা আয়ের টার্গেট দেওয়া হয়। কিন্তু পর্যাপ্ত কনডাক্টরের অভাবে বাস চালাতে না পেরে মাসিক আয় হয় ৪৪ থেকে ৪৫ লক্ষ টাকা। এছাড়া মাসিক ১ লক্ষ ২০ হাজার কিলোমিটার বাস চালানোর টার্গেট থাকে। কিন্তু সব বাস না চলায় প্রায় ১০ হাজার কিলোমিটার যাত্রা কম হচ্ছে। তা সত্ত্বেও ইসলামপুর ডিপো ইপিকেএমের হিসেবে এক নম্বরে।

ইসলামপুর ডিপো থেকে কলকাতা, মেখলিগঞ্জ সহ বেশ কয়েকটি লোকাল রুটে বাস চলাচল বন্ধ হয়ে গিয়েছে। কনডাক্টরের অভাবে আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়তে হচ্ছে পরিবহণ সংস্থাকে। আগে ইসলামপুর থেকে শিলিগুড়ি রুটে প্রতিদিন ৮টি বাস চলত। কিন্তু এখন কনডাক্টরের অভাবে মাত্র দুই থেকে তিনটি বাসই রাস্তায় নামানো যাচ্ছে বলে জানিয়েছেন ইসলামপুর ডিপোর ইনচার্জ সুদীপ গুপ্ত। ইসলামপুর ডিপোতে মোট ১৮টি বাস রয়েছে। ১টি খারাপ হয়ে ডিভিশনাল অফিসে পড়ে এবং ১০টি খুবই পুরোনো। যার মধ্যে পাঁচটি বাসের বয়স ১৫ বছরেরও বেশি। সুদীপ গুপ্ত বললেন, 'কনডাক্টরের অভাবে ইসলামপুর-শিলিগুড়ি রুটে পাঁচটি বাস চালাতে পারছি না। এছাড়া একাধিক রুটে আমাদের বাস চালানো বন্ধ হয়ে গিয়েছে। ডিপোতে অন্তত চারজন কনডাক্টরের প্রয়োজন।' উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায় বললেন, 'যে ডিপোয় কনডাক্টরের সংখ্যা বেশি, সেখান থেকে ইসলামপুর ডিপোতে পাঠানো হবে। সাতদিনের মধ্যে এই সমস্যার সমাধান হবে। বন্ধ থাকা রুটেও ফের চালু হবে বাস।'

অস্তিত্ব সংকটে আরও কিছু হেরিটেজ ভবন

কোচবিহার, ৯ ফেব্রুয়ারি : প্রশাসনের উদাসীনতায় হেরিটেজ তালিকায় থাকা কোচবিহার শহরের ২০ নম্বর ওয়ার্ডের ডঃ আহসানুল্লা আহমেদের বাড়ি ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। তবে শুধু ডাঃ আহসানুল্লা আহমেদের বাড়ি নয়, কোচবিহার শহরে আরও বেশ কিছু হেরিটেজ ভবন চরম বিপদের মুখে রয়েছে। অবিলম্বে প্রশাসন ব্যবস্থা না নিলে এই বাড়িগুলির পরিণতিও ডাঃ আহসানুল্লা আহমেদের বাড়ির মতো হতে পারে। এর মধ্যে ব্যক্তিগত বাড়ির পাশাপাশি বেশ কিছু সরকারি ভবনও রয়েছে।

কোচবিহার রাজবাড়ি সংলগ্ন কেশব রোডের ধারে রয়েছে আনন্দ ভবন নামে একটি বাড়ি। ব্যক্তিগত এই বাড়িটি কোচবিহারের নিজস্ব টাইপোলজিতে তৈরি। রাজ আমলের অপূর্ব নকশা ও কারুকাজ বাড়িটিতে এখনও দেখা যায়। বাড়িটির মালিক ছিলেন কোচবিহার রাজ্যের পোস্টাল অ্যান্ড টেলিগ্রাম দপ্তরের এক আধিকারিক। তাঁর ছেলে ভোলানাথ সরখেল নামী মেকানিক ছিলেন। রাজবাড়ির বিভিন্ন জিনিসপত্র তিনি সার্ভিসিং করতেন। বাড়িটির ভিতরে এখনও কাঠের কেসে মোড়া ওয়্যারিং রয়েছে। হেরিটেজ তালিকায় থাকা রাজ আমলের সুদৃশ্য এই বাড়িটি বর্তমানে বন্ধ অবস্থায় বেহাল পড়ে রয়েছে। কেশব রোডের ধারে অনেকটা জায়গাজুড়ে থাকা বাড়িটির চত্বরে কলা গাছ সহ বিভিন্ন গাছের বন তৈরি হয়ে গিয়েছে। একটি সূত্রে জানা গিয়েছে, বাড়িটি একবার বিক্রি করার কথা হয়েছিল। সেই সময় প্রায় সাত কোটি টাকা দামও উঠেছিল বাড়িটির। প্রশাসন বাড়িটির দিকে নজর না দিলে আর কতদিন এটির অস্তিত্ব থাকবে, সেটা লাখ টাকার প্রশ্ন।

এই বাড়িটির কাছে ওই একই রাস্তায় রয়েছে ভট্টাচার্যবাড়ি। হেরিটেজ কমিটির তালিকায় রয়েছে এই বাড়িটিও। বাড়িটি একসময় কালীসুন্দরী ভট্টাচার্যের নামে ছিল। তিনি রাজ আমলে বড় মাপের একজন জমিদার ছিলেন। পরে তাঁর জামাই গদাধর ভট্টাচার্যই বাড়িটির অন্যতম মালিক হয়ে ওঠেন। বর্তমানে তাঁর উত্তরাধিকারীরা এই বাড়িটিতে রয়েছেন। এই বাড়িটিও এখন ভগ্নপ্রায়। কোচবিহার হেরিটেজ কমিটির অন্যতম সদস্য ঋষিকল্প পাল বলেন, 'কোচবিহারের দর্শনীয় অধিকাংশ ব্যক্তিগত ভবনই এখন প্রায় নিশ্চিহ্ন। আশা করছি যে ক'টা অবশিষ্ট আছে সেগুলি সংরক্ষণে প্রশাসন খুব দ্রুত উদ্যোগী হবে।'

উচ্ছেদ সমস্যায় পাশে থাকার আশ্বাস মেয়রের

শিলিগুড়ি, ৯ ফেব্রুয়ারি : শিলিগুড়ি জংশন এলাকায় রেলের পক্ষ থেকে বেশ কয়েকটি উন্নয়ন প্রকল্পের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। হাসমি চক এলাকায় সেনাবাহিনীর তরফে উচ্ছেদের নোটিশ দেওয়া হয়েছে। দুটি ঘটনাতেই শুরু হয়েছে স্থানীয় স্তরে চাপানউতোর। বৃহস্পতিবার জংশন এলাকা পরিদর্শনে যান শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব, ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার। দুপুরে মেয়রের সঙ্গে দেখা করতে যান শিলিগুড়ি ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশনের প্রতিনিধিরা।

সূত্রের খবর, দুটি ঘটনাতেই শিলিগুড়ি পুরনিগমের পক্ষ থেকে এলাকাবাসীর পাশে দাঁড়িয়ে সমস্যা সমাধানের বিষয়ে আশ্বস্ত করা হয়েছে। জংশন এলাকায় নতুন পার্কিংয়ের জায়গা তৈরি সহ রাস্তা চওড়া করার পরিকল্পনা করেছে রেল। ফলে ওই এলাকায় উচ্ছেদের আশঙ্কা করছেন ব্যবসায়ীরা। বিষয়টি নিয়ে রেলের সঙ্গে আলোচনায় বসে শিলিগুড়ি বৃহত্তর খুচরো ব্যবসায়ী সমিতি।

এদিন এলাকায় গিয়ে মেয়র বলেন, 'এলাকার ব্যবসায়ী সহ বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা হয়েছে। সকলকে নিয়েই সমাধানসূত্র বের করতে হবে।' রেলের সঙ্গেও সদর্থক আলোচনা হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। কিছুদিন আগে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতাল লাগোয়া সিধো-কানহো সরণিতে উচ্ছেদের নোটিশ দেয় সেনাবাহিনী। নোটিশ পেয়ে অন্যান্য সংগঠন ও বাসিন্দাদের মতো উত্তর দিয়েছে শিলিগুড়ি ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন। এদিন তাঁরা মেয়রের দ্বারস্থ হন। সংগঠনের সভাপতি রূপক দেসরকারের দাবি, মেয়র পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন। এবিষয়ে মেয়র অবশ্য সরাসরি প্রতিরোধের বার্তাই শোনালেন। তাঁর মন্তব্য, 'উচ্ছেদ করতে এলে আমি নিজেই পথে নামব। ওই এলাকায় অফিস রয়েছে সিপিআই (এমএল) নিউ ডেমোক্রেসির। দলের সম্পাদক পরাণ চন্দ বলেন, 'এভাবে যখন-তখন উচ্ছেদের হুমকি সভ্যসমাজে হতে পারে না।'

ভোটের প্রচারে শংকর নাগাল্যান্ডে

শিলিগুড়ি, ৯ ফেব্রুয়ারি : আসন্ন নাগাল্যান্ড বিধানসভা ভোট প্রচারের জন্যে স্টার ক্যাম্পেনারদের নাম ঘোষণা করল কংগ্রেস। দলের সাধারণ সম্পাদক কেসি ভেনুগোপাল জাতীয় নির্বাচন কমিশনকে নামের তালিকা জমা দিয়েছেন। তালিকায় নাম রয়েছে দার্জিলিং জেলা সভাপতি (সমতল) শংকর মালাকারের। এছাড়া দলের সভাপতি মল্লিকার্জুন খাগড়ে, রাহুল গান্ধি, প্রিয়াংকা গান্ধি ভদরা সহ চল্লিশ জনের নাম রয়েছে। বিধানসভা ভোটে ইতিবাচক ফল হবে বলে আশা করছেন শংকর।

ক্ষোভ বাড়ছে প্রোজেক্ট চা বাগানের শ্রমিকদের

নিষ্ফল মজুরি আলোচনা

জ্যোতি সরকার

জলপাইগুড়ি, ৯ ফেব্রুয়ারি : এক বছরের মধ্যে চারবার বৈঠক হওয়ার পরেও সমাধান হল না প্রোজেক্ট চা বাগানের মজুরি চুক্তির। বৃহস্পতিবারও ভেস্তে গেল উত্তরবঙ্গের ৪০ হাজার প্রোজেক্ট চা বাগানের শ্রমিকের মজুরি বৃদ্ধি চুক্তি সংক্রান্ত চতুর্থ বৈঠক। শ্রমিকরা রাজ্য সরকারের ঘোষিত ২৩২ টাকা দৈনিক মজুরির দাবিতে অনড়। মালিকপক্ষ শ্রমিকদের এই দাবি মানতে নারাজ।

মালিকপক্ষের প্রস্তাব, তিন বছর মেয়াদি চুক্তি হবে। প্রতি বছর পাঁচ টাকা হারে মজুরি বৃদ্ধি হবে। বর্তমানে প্রোজেক্ট বাগানের শ্রমিকরা ১৯৩ টাকা দৈনিক মজুরি পান। মজুরি চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়েছে ২০২২ সালের ৩১ মার্চ। বড় চা বাগানগুলির মজুরি চুক্তির অন্তর্বর্তী মীমাংসা হলেও প্রোজেক্ট বাগানের ক্ষেত্রে মালিকপক্ষ তাদের সিদ্ধান্তে অবিচল থাকায় চুক্তি সম্পন্ন হচ্ছে না। চুক্তি না হওয়ায় ক্ষোভে ফুঁসছেন প্রোজেক্ট চা বাগানগুলির প্রায় ৪০ হাজার শ্রমিক।

বৃহস্পতিবার জলপাইগুড়ি আইটিপিএ ভবনে মজুরি চুক্তি নিয়ে বৈঠক হয়। সেখানে ছিলেন তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কমিটির চেয়ারম্যান নকুল সোনার, সহ সভাপতি হারাধন দাস, চা বাগান মজদুর ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক তথা সিটু নেতা জিয়াউল আলম, আইএনটিইউসি অনুমোদিত ন্যাশনাল ইউনিয়ন অফ প্ল্যান্টেশন ওয়ার্কার্সের দেবব্রত নাগ, আরএসএসের শ্রমিক সংগঠন ভারতীয় মজদুর সংঘের (বিএমএস) নেতা তরুণ রায়, এসইউসিআই-এর নাসিরুদ্দিন, চা বাগান তৃণমূল মজদুর ইউনিয়নের যুগ্ম সম্পাদক মিঠু মহন্ত প্রমুখ। মালিকপক্ষের হয়ে উপস্থিত ছিলেন আইটিপিএ প্রোজেক্ট গার্ডেন ফোরামের আহ্বায়ক জয়ন্ত বণিক এবং আইটিপিএ'র শ্রম উপদেষ্টা অমিতাংশু চক্রবর্তী।

আইটিপিএ প্রোজেক্ট চা বাগান ফোরামের আহ্বায়ক জয়ন্ত বণিকের বক্তব্য, প্রোজেক্ট চা বাগানগুলির মালিকপক্ষের আর্থিক অবস্থা খুবই দুর্বল হয়ে পড়েছে। এই অবস্থায় তাদের পক্ষে ২৩২ টাকা মজুরি দেওয়া সম্ভব নয়। তারা তিন বছর মেয়াদি চুক্তিতে সর্বমোট ১৫ টাকা মজুরি বৃদ্ধি করতে চান। কিন্তু শ্রমিক নেতারা মালিকদের এই প্রস্তাব মানতে চাননি।

এদিনের বৈঠকেও মজুরির বিষয়টি সুরাহা না হওয়ায় ক্ষোভ উগরে দেন তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কমিটির সহ সভাপতি হারাধন দাস। বলেন, 'আট ঘণ্টা কাজ। আর মজুরি মাত্র ১৯৩ টাকা। এ দিয়ে একজন শ্রমিকের সংসার চলে?' মালিকপক্ষ অহেতুক মজুরি বৃদ্ধির বিষয়টি ঝুলিয়ে রাখছে বলে তাঁর অভিযোগ। তৃণমূল নেতার দাবি, শ্রমিকদের মজুরি দৈনিক ২৩২ টাকা করতে হবে। প্রোজেক্ট চা বাগানের শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধির দাবিকে সহমত জানিয়েছেন সিটু নেতা জিয়াউল আলম। তাঁর কথায়, 'চার-চারটি বৈঠক হয়ে গেল। অথচ কোনও সমাধান হল না।'

এদিকে মজুরি চুক্তির বৈঠক ব্যর্থ হওয়ার সংবাদ পাওয়া মাত্র প্রোজেক্ট চা বাগানের শ্রমিকরা তাঁদের ক্ষোভ প্রকাশ্যেই ব্যক্ত করেছেন। দ্রুত মজুরি চুক্তি না হলে তাঁরা বৃহত্তর আন্দোলনে নামবেন। শ্রমিকরা এ ব্যাপারে রাজ্য সরকারের শ্রম দপ্তরের হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করেছেন।

শ্রমিকদের দাবি

“আট ঘণ্টা কাজ। আর মজুরি মাত্র ১৯৩ টাকা। এ দিয়ে একজন শ্রমিকের সংসার চলে? শ্রমিকদের মজুরি দৈনিক ২৩২ টাকা করতে হবে।

মালিকদের যুক্তি

“প্রোজেক্ট চা বাগানগুলির মালিকপক্ষের আর্থিক অবস্থা খুবই দুর্বল হয়ে পড়েছে। এই অবস্থায় ২৩২ টাকা মজুরি দেওয়া সম্ভব নয়।

এরপর কে, সুমনের দলত্যাগে সন্দেহ পদ্মে

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ৯ ফেব্রুয়ারি : তৃণমূল বিধায়ক ও সাংসদদের তালিকা পকেটে রাখার দাবি করেন কেউ, কেউ আবার দরজা খোলার হুমকি দেন। কিন্তু রাজ্যের শাসকদলের কতজনকে আনা সম্ভব হয়েছে? আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলালের তৃণমূলে যোগের পর এই প্রশ্ন উঠল বঙ্গ বিজেপিতে। ভাঙন রোধে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের 'সতর্ক' পদক্ষেপ নিয়ে বুধবারের পরিষদীয় দলের বৈঠকে বিস্তর আলোচনাও হয়েছে, কিন্তু সন্দেহ চোখের ঘোরাফেরা বন্ধ হয়নি গেরুয়া শিবিরে। দলের আলোচনা আটকে 'নেক্সট কে', প্রশ্নে।

বাজেট অধিবেশনে দলের ভূমিকা কী হবে, দুর্নীতি সহ কোন বিষয়গুলিকে গুরুত্ব দেওয়া হবে, তা নিয়ে নির্দিষ্ট ছিল আলোচনা। কিন্তু বুধবার বিজেপির পরিষদীয় বৈঠকে গুরুত্ব পেল সুমন কাঞ্জিলালের বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দেওয়ার বিষয়টি। প্রকাশ্যে বিজেপি নেতৃত্ব আলিপুরদুয়ারের বিধায়ককে স্বার্থপর বললেও কেন তাঁকে ধরে রাখা গেল না, তা নিয়ে বৈঠকে উত্তরবঙ্গের কয়েকজন বিধায়ক সরব হয়েছেন বলে দলীয় সূত্রে খবর।

তৃণমূলে যখন ভাঙন ধরানো যাচ্ছে না, তখন কেন দরজা খোলার কথা বলা হয়, দাবি করা হয় তালিকা পকেটে রাখার, তা নিয়েও কেউ কেউ মুখ খুলেছেন। তাঁদের তোপের মুখে যে জাতীয় নেতা মিঠুন চক্রবর্তী ও দিলীপ ঘোষ, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। সূত্রের খবর, দিলীপের দরজা খোলা এবং মিঠুনের তালিকা পকেটে রাখা নিয়ে নাম করে সমালোচনা করেন কয়েকজন বিধায়ক। সেসময় কার্যত চুপ করে থাকেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

> কয়েকটি ক্ষেত্রে প্রার্থী বাছাইয়ে যে আমাদের ভুল ছিল, তা অস্বীকার করার কোনও জায়গা নেই। কিন্তু মানুষ ভুল থেকেই তো শিক্ষা নেয়।
>
> **– আনন্দময় বর্মন**
> *মাটিগাড়া-নকশালবাড়ির বিধায়ক*

বিধানসভা নির্বাচনের সময় প্রার্থী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে দলীয় নীতি যে সঠিক ছিল না, তা স্পষ্ট করে দেন আরএসএস ঘরানার বিজেপি বিধায়করা। কিন্তু দুই বছরের মাথায় কেন এই স্বীকারোক্তি? সুমন ছাড়া বাকি যে পাঁচজন বিধায়ক বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন, প্রত্যেকেরই ঘরওয়াপসি ঘটেছে। সুমনও আদি বিজেপি নন। ফলে তৃণমূল থেকে বিজেপিতে এসে বিধায়ক হওয়া কয়েকজনকে নিয়ে দলবদলের সন্দেহটা আরও জোরালো হচ্ছে। এরপর কে যেতে পারেন পুরোনো শিবিরে, তা নিয়ে বিজেপির অন্দরে চলছে ফিসফাস। যদিও আর কেউ যাবেন না বলে দাবি করছেন কোচবিহারের উত্তরের বিধায়ক সুকুমার রায়। তিনি বলছেন, 'কয়েকজনের নাম নতুন করে হাওয়ায় ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু যাঁরা যাওয়ার চলে গিয়েছেন। এখন আমরা একাত্ম আছি।' উল্লেখ্য, বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি ৭৭টি আসন পেয়েছিল। নিশীথ প্রামাণিক ও জগন্নাথ সরকার ইস্তফা দেওয়ায় সংখ্যা কমে দাঁড়ায় ৭৫-এ। দলবদলের ধাক্কায় সংখ্যাটা এখন ৬৯। সংখ্যা যাতে আর না কমে তার জন্য রাজ্য নেতৃত্বকে সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে কেন্দ্রীয় কমিটির তরফে। সব কাজে সকলের অংশগ্রহণ এবং একসঙ্গে চলার বার্তা দেওয়া হয়েছে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের তরফে। কিন্তু ভাঙন রোধ করা কি সম্ভব?

শিলিগুড়ির বিধায়ক ও রাজ্য কমিটির সম্পাদক শংকর ঘোষ বলছেন, বিরোধী আসনে বসার মানসিকতা থাকা উচিত। বিরোধী ভূমিকা পালন করা গণতন্ত্রে গুরুত্বপূর্ণ জায়গা। কিন্তু সেই জায়গাটা নষ্ট হয়ে গিয়েছে শাসকের দখলের রাজনীতিতে। জ্যোতি বসু বা বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের সময়কালে কিন্তু এই রাজনীতি দেখা যায়নি।

অপহরণের অভিযোগে গ্রেপ্তার যুবক

রাজগঞ্জ, ৯ ফেব্রুয়ারি : এক তরুণীকে অপহরণের অভিযোগে এক যুবককে গ্রেপ্তার করল রাজগঞ্জ থানার পুলিশ। বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ির তেনজিং নোরগে বাস টার্মিনাস এলাকা থেকে ওই যুবককে গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃতের নাম রাহুলকুমার গুপ্তা (২০)। তার বাড়ি বিহারে। এক সিভিক ভলান্টিয়ারের মাধ্যমে বন্ধুত্বের টোপ দিয়ে এই যুবককে গ্রেপ্তার করা হয়। এদিন অভিযুক্তকে জলপাইগুড়ি আদালতে পাঠিয়েছে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গত ডিসেম্বর মাসে রাজগঞ্জের সন্ন্যাসীকাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের এক তরুণী নিখোঁজ হয়ে যায়। পরিবারের তরফে দুইদিন পর রাজগঞ্জ থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ তদন্ত শুরু করে। পুলিশ তদন্তে নেমে জানতে পারে, মেয়েটি উত্তর দিনাজপুর জেলার রায়গঞ্জ এলাকায় রয়েছে। বিভিন্ন চেষ্টার পর মেয়েটিকে ২৯ ডিসেম্বর রাজগঞ্জে নিয়ে আসা হয়। পুলিশ মেয়েটিকে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানতে পারে, ইনস্টাগ্রামে 'আদর্শ গুপ্তা' নামে ওই যুবকের সঙ্গে মেয়েটির পরিচয় হয়। এরপর দুজনে বিভিন্ন জায়গায় দেখা করেছে। ওই যুবকের বিয়ের প্রতিশ্রুতি পেয়ে ২০ ডিসেম্বর পালিয়ে যায় তরুণী। ছেলেটি ওই মেয়েটিকে সিঁদুরও পরায়। এরপর তারা তিনদিন শিলিগুড়ির হোটেলে ও আরও তিনদিন উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জের হোটেলে থাকে। ২৮ ডিসেম্বর মেয়েটিকে রায়গঞ্জে ছেড়ে পালিয়ে যায় অভিযুক্ত।

এদিকে, তরুণীকে উদ্ধারের পর অভিযুক্তকে ধরতে পুলিশ নানা কৌশল অবলম্বন করে। প্রথমে এক মহিলা সিভিক ভলান্টিয়ারকে কাজে লাগিয়ে ওই যুবকের সঙ্গে ফেসবুকে বন্ধুত্ব করার চেষ্টা করা হয়। তাতে সফল না হওয়ায় সরাসরি ফোনে যোগাযোগ তৈরি করে। এদিন নতুন বান্ধবীর সঙ্গে দেখা করতে ওই যুবক শিলিগুড়ির তেনজিং নোরগে বাস টার্মিনাসে আসে। কিন্তু তার সঙ্গে ছয় যুবতী ছিল। পুলিশ সেখানেই অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে। পুলিশের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, ওই যুবক ক্যাটারিং ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত।

কংগ্রেসের কর্মসূচি

শিলিগুড়ি, ৯ ফেব্রুয়ারি : চলতি সপ্তাহ থেকে শুরু হতে চলেছে দার্জিলিং জেলা কংগ্রেসের 'হাতে হাত জোড়ো' কর্মসূচি। বৃহস্পতিবার শিলিগুড়িতে দলের জেলা কার্যালয়ে নতুন কর্মসূচি নিয়ে বৈঠক হয়। উপস্থিত ছিলেন দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহারের নেতৃত্ব। বৈঠকে নতুন কর্মসূচির রূপরেখা তৈরি করা হয়। উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় কংগ্রেস কমিটির পর্যবেক্ষক মির কাশ্মীর। তিনি বলেন, 'বিজেপি ও তৃণমূল কংগ্রেস দু'দলই বিভাজনের রাজনীতি করছে। এদের একের পর এক জনবিরোধী নীতিতে মূল্যবৃদ্ধি, বেকারত্বের হার বাড়ছে।'

ভারত জোড়ো যাত্রার মধ্যে দিয়ে বহুদিন বাদে কংগ্রেস নিজেদের হারানো জমি ফিরিয়ে পাওয়ার প্রয়াস শুরু করেছে। সেই রাশ যেন হালকা না হয়ে যায়, তাই দলের তরফে এই কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। অন্য রাজ্যে ইতিমধ্যে এটি শুরু হয়েছে। এবার প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্ব এরাজ্যে এই কর্মসূচি শুরু করছে। দার্জিলিং জেলা কংগ্রেসের সভাপতি শংকর মালাকারের কথায়, 'এর মাধ্যমে বাড়ি বাড়ি গিয়ে মানুষের সঙ্গে আমরা যোগাযোগ স্থাপন করব।'

মহাবীরস্থানে সেই জবরদখলই

ব্যবসায়ী সমিতির প্রয়াস অসফল

রাস্তা থেকে পসরা সরানোর অভিযান। বৃহস্পতিবার।

শিলিগুড়ি, ৯ ফেব্রুয়ারি : বৃহস্পতিবার মহাবীরস্থান বাজারে অভিযানে নেমে কোনও সাড়া মিলল না। এদিন দুপুরে যখন দখলমুক্ত রাখতে ব্যবসায়ীদের সচেতন করা হয় তার পরক্ষণেই পুনরায় প্রায় একই অবস্থায় ফিরে যায় গোটা মহাবীরস্থান। রাস্তা দখল করে বসা দোকানিরা কার্যত আমলই দিলেন না পথে নামা ব্যবসায়ী সংগঠনগুলো সহ স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের। বেশ কয়েকজন ব্যবসায়ীর অভিযোগ, এই এলাকায় রীতিমতো তোলাবাজি করে ফুটপাথ দখল করতে সাহায্য করা হয়েছে। লক্ষ লক্ষ টাকা লেনদেন করে গড়ে উঠেছে কংক্রিট ও লোহার কাঠামো সহকারে একাধিক মার্কেট। রাস্তা দখলে থাকায় আশপাশের এলাকায় অ্যাম্বুল্যান্স পর্যন্ত সময়মতো যেতে না পারার অভিযোগ উঠেছিল কয়েকদিন আগে।

শিলিগুড়ি বৃহত্তর খুচরো ব্যবসায়ী সমিতির পক্ষ থেকে এদিন ফুটপাথ দখল করা ব্যবসায়ীদের সচেতন করতে পথে নামা হয়। স্থানীয় বাজার কমিটিগুলোর সঙ্গে ২৮ এবং ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের দুজন কাউন্সিলারকেও দেখা যায়। তাঁদের কথায়, 'কেউ কেউ তাদের পসার সামান্য সরিয়ে নিলেও অভিযান শেষ হওয়ার আগে থেকেই কার্যত বহু জায়গা প্রায় আগের অবস্থায় ফিরে আসে।' কয়েকটি কাপড়ের দোকানদের কথায়, এরকম বছরে দু'একবার হয়েই থাকে। রেলগেট থেকে শনি মন্দির পর্যন্ত মাঝরাস্তায় ফলের দোকানের সামনে লাইন করে বহু দোকান বসে রয়েছে। এইসব দোকানের কী হবে? কাউন্সিলার সম্পৃতা দাসের মন্তব্য, 'আমি নতুন নির্বাচিত হয়েছি, এসব আগে থেকেই চলছে।' সমিতির সভাপতি পরিমল মিত্র বার্তা দেন, 'আজ আমরা বোঝাতে এসেছি কথা না শুনলে এরপর প্রশাসনের সাহায্য নেওয়া ছাড়া কোনও উপায় থাকবে না।'

ক্রীড়া কমিটি গঠন নিয়ে ক্ষোভ

ফাঁসিদেওয়া, ৯ ফেব্রুয়ারি : শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলার প্রাথমিক স্তরের চূড়ান্ত পর্যায়ের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ১০ তারিখ ফাঁসিদেওয়া হাইস্কুল মাঠে হবে। ইতিমধ্যে কমিটিও গঠন হয়েছে। অথচ, কমিটি গঠনের সময় ফাঁসিদেওয়া চক্রের প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকদের ডাকা হয়নি। এই অভিযোগে ক্ষোভে ফুঁসছেন ৫৪টি প্রাথমিক স্কুলের একাংশ শিক্ষক। কর্মক্ষেত্রে ঝামেলা এড়াতে প্রকাশ্যে মুখ খুলছেন না কেউ।

গত মাসের শেষ সপ্তাহে ফাঁসিদেওয়া অবর বিদ্যালয় পরিদর্শকের কার্যালয়ে কমিটির দায়িত্ব বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছিল। গত মঙ্গলবার সাব-কমিটির দায়িত্ব বোঝাতে সমস্ত প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকদের ডাকা হয়েছিল। কিন্তু, মূল কমিটি গঠনে শিক্ষকদের কেন ডাকা হল না তা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন শিক্ষকরা। অভিযোগ, অন্য চক্রের স্কুল শিক্ষকদের কমিটি গঠনের দিন ডাকা হয়েছিল। ফাঁসিদেওয়া অবর বিদ্যালয় পরিদর্শকের বক্তব্য, 'মঙ্গলবারই সমস্ত প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকদের নিয়ে আলোচনা করে সাব-কমিটি গঠিত হয়েছে। কোর কমিটি জেলা থেকে তৈরি করে দেওয়া হয়েছে।'

অজগর উদ্ধার

রাজগঞ্জ, ৯ ফেব্রুয়ারি : রাজগঞ্জে লোকালয় থেকে উদ্ধার হল প্রায় ১১ ফুট লম্বা অজগর। বৃহস্পতিবার বাখোয়াবাড়ি এলাকার এক চা বাগানের পাশে সাপটি দেখতে পান কয়েকজন শ্রমিক। খবর যায় বৈকুণ্ঠপুর ডিভিশনের আমবাড়ি রেঞ্জ অফিসে। বনকর্মীরা এসে অজগরটি উদ্ধার করে নিয়ে যান।

সংস্কারের পরই বেহাল শিশু উদ্যান

চোপড়া, ৯ ফেব্রুয়ারি : সংস্কারের দু'বছরের মধ্যেই বেহাল সদর চোপড়ার সুকান্ত শিশু উদ্যান। ওই শিশু উদ্যানের দোলনার শিকল ছিঁড়ে গিয়েছে। দেখভালের অভাবে উদ্যানের ভিতরের ফুল গাছ এখন আর নেই। দিনভর সেখানে গোরু-ছাগল চরে বেড়াচ্ছে। নানা জায়গায় আবর্জনা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে। শিশু উদ্যানের এই পরিস্থিতিতে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে ক্ষোভ ছড়িয়েছে। ওই এলাকার বাসিন্দা বিশ্বনাথ রায়ের কথায়, 'ওই শিশু উদ্যানটি বহুদিন পর সাজিয়ে তোলা হয়েছিল। বেশ ভালো লাগছিল। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যে উদ্যানটি বেহাল হয়ে পড়ায় অভিভাবকরা শিশুদের সেখানে নিয়ে যেতে আগ্রহ হারাতে বসেছেন।' চোপড়া পঞ্চায়েত সমিতির উদ্যোগে ১৯৮৯ সালে সুরভিপল্লির তিস্তা মোড় এলাকায় সুকান্ত শিশু উদ্যান তৈরি করা হয়। একসময় ওই শিশু উদ্যানের ব্যাপক সুনাম ছিল। তারপর ধীরে ধীরে উদ্যানের দেওয়ালের ইট, বাচ্চাদের খেলনা সমস্ত কিছু চুরি হয়ে যায়। স্থানীয় বিভিন্ন মহল থেকে উদ্যানটি সংস্কারের দাবি উঠায় দু'বছর আগে আড়াই লক্ষ টাকা খরচ করে চোপড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগে উদ্যানটি সংস্কার করা হয়। নতুন করে দোলনা বসানোর পাশাপাশি নানা রকমের ফুল গাছ লাগানো হয়। চারদিকের প্রাচীর নিল-সাদা রং করা হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মূর্তি বসানো হয়। কিন্তু সংস্কারের অল্প সময়ের মধ্যেই ফের বেহাল হয়ে পড়েছে সেতুটি। চোপড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান জাহেদা খাতুন বলেন, 'গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগে ওই শিশু উদ্যানটি সংস্কার করা হয়। তবে দেখভালের জন্য কাউকে সেভাবে দায়িত্ব না দেওয়ায় কিছু সমস্যা তৈরি হয়েছে। শীঘ্রই এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া হবে।'

শিশু উদ্যানে আবর্জনার স্তূপ। ছবি : মনজুর আলম

Outstanding Results
JEE (MAIN) 2023
Session-1

Aakash + BYJU'S

100 Percentile Overall

Dhruv Sanjay Jain 4 Years Classroom

43 100 Percentilers (Physics / Chemistry / Maths)

625 99+ Percentilers | **2606** 95+ Percentilers

(Including Classroom + Distance & Digital) & Counting

Scan code to check all the ranks & hear what the toppers have to say

Our Top Performers from Classroom Centres in West Bengal

- 99.99 Percentile – Aritra Ray – 4 Years Classroom
- 99.98 Percentile – Md Sahil Akhtar – 4 Years Classroom (Maths 100)
- 99.98 Percentile – Raktim Kundu – 2 Years Classroom (Physics 100)
- 99.90 Percentile – Akshat Jiwrajka – 2 Years Classroom (Physics 100)
- 99.90 Percentile – Shreyan Ray – 2 Years Classroom
- 99.87 Percentile – Dhruv Agarwal – 2 Years Classroom
- 99.85 Percentile – Souptik Das – 3 Years Classroom
- 99.82 Percentile – Ankita Mandal – 1 Year Classroom (Physics 100)
- 99.82 Percentile – Sthitapragyan Mallick – 2 Years Classroom
- 99.79 Percentile – Brahma Kr Bhattacharyya – 2 Years Classroom
- 99.78 Percentile – Sk Sharhaan Naim – 2 Years Classroom
- 99.78 Percentile – Ankana Pari – 3 Years Classroom
- 99.70 Percentile – Rimjhim Gorai – 4 Years Classroom
- 99.69 Percentile – Aniruddha Sain – 2 Years Classroom
- 99.66 Percentile – Sagnik Debnath – 2 Years Classroom
- 99.65 Percentile – Abhinav Sinha – 2 Years Classroom
- 99.64 Percentile – Divyanshu Dutta – 2 Years Classroom
- 99.63 Percentile – Aishik Banerjee – 2 Years Classroom
- 99.63 Percentile – Anurag Thakur – 2 Years Classroom
- 99.59 Percentile – Aritra Chatterjee – 3 Years Classroom
- 99.58 Percentile – Agrik Majumdar – 2 Years Classroom
- 99.56 Percentile – Nilayan Mazumdar – 1 Year Classroom
- 99.53 Percentile – Arijit Mandal – 4 Years Classroom
- 99.52 Percentile – Aneek Bhattacharya – 2 Years Classroom
- 99.49 Percentile – Suvranil Konar – 2 Years Classroom
- 99.47 Percentile – Rohit Sah – 2 Years Classroom
- 99.47 Percentile – Soumya Saha – 2 Years Classroom
- 99.45 Percentile – Subhasish Ghosh – 2 Years Classroom
- 99.44 Percentile – Agnirup Chakraborty – 3 Years Classroom
- 99.42 Percentile – Samay Rakshit – 2 Years Classroom
- 99.39 Percentile – Subhradeep Pal – 2 Years Classroom
- 99.38 Percentile – Priyarup Chakraborty – 2 Years Classroom
- 99.35 Percentile – Mohar Kanti Biswas – 4 Years Classroom
- 99.34 Percentile – Lord Sen – 2 Years Classroom
- 99.33 Percentile – Diya Daga – 2 Years Classroom
- 99.32 Percentile – Aditya Das – 4 Years Classroom
- 99.24 Percentile – Sayan Sarkar – 1 Year Classroom
- 99.23 Percentile – Trishit Pal – 2 Years Classroom
- 99.21 Percentile – Sayan Sekhar Ghosh – 4 Years Classroom
- 99.17 Percentile – Ayush Ghosh – 2 Years Classroom
- 99.17 Percentile – Abhirup Pal – 2 Years Classroom
- 99.10 Percentile – Sneha Ray – 4 Years Classroom
- 99.10 Percentile – Pratyay Ganguly – 2 Years Classroom
- 99.09 Percentile – Shourya Sarkar – 4 Years Classroom
- 99.07 Percentile – Pratham Jana – 3 Years Classroom
- 99.02 Percentile – Swapnajit Das – 2 Years Classroom
- 99.01 Percentile – Meghna Bagchi – 4 Years Classroom

Though every care has been taken to publish the result correctly, yet Aakash Educational Services Ltd. shall not be responsible for inadvertent error, if any.

and many more top performers across 300+ branches in India

Admissions Open

NEET | JEE | Foundation (Class 8-10)
Get up to **90% Scholarship***
Appear for Instant Admission & Scholarship Test. Register now for FREE
visit: **iacst.aakash.ac.in**

Crash Courses for NEET / JEE 2023
Complete coverage of syllabus
Tests & Study Material & more

*Terms & Conditions apply.

OUR CLASSROOM CENTRES IN WEST BENGAL: CENTRAL KOLKATA 23 Circus Avenue, Near 7 Point Crossing, Kolkata 700017 **NORTH KOLKATA** P-6 CIT Road, Scheme VI-M, Near Phoolbagan Bata, Kolkata 700054 **SOUTH KOLKATA** Balajee Tower, 1A Motilal Nehru Road, Beside Priya Cinema, Kolkata 700029 **BARRACKPORE** Rathindra Tower, 3rd & 4th Floor, 46(41/1) Ghosh Para Road, Barrackpore, Kolkata 700120 **BANSDRONI** 200 NSC Bose Road, Near Masterda Surya Sen Metro Station, PO Naktala, Kolkata 700047 **DURGAPUR** Urvashi Phase II, City Centre, Bengal Ambuja, Durgapur 713216 **KHARAGPUR** 1st Floor, Kar Udyog Real Estate, OT Road, Inda, Kharagpur 721305 **SILIGURI** Shanti Tower, 3rd Floor, 2nd Mile, Sevoke Road, Near Vishal Cinema, Siliguri 734001

OUR INFORMATION CENTRES IN WEST BENGAL: MALDA Fulbari, Near Kartik Bari, In front of Mayuree Lodge, Malda 732101, **BURDWAN** Burdwan Sikshak Samsad Trust, Near Kalna Gate, Jamtala, Burdwan 713101

Starting soon in BANKURA & HOWRAH

VISIT **aakash.ac.in** | HELPLINE **8800013151** | Aakash + BYJU'S

১৯৪২ সালে আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন কিংবদন্তি অভিনেত্রী মাধবী মুখোপাধ্যায়।

নোবেলজয়ী জার্মান পদার্থবিজ্ঞানী উইলহেম রন্টজেন প্রয়াত ১৯২৩ সালে আজকের দিনে।

উত্তরবঙ্গ সংবাদ
শুক্রবার, ২৬ মাঘ ১৪২৯
■ ৪৩ বর্ষ ■ ২৬২ সংখ্যা

বিব্রত কেন্দ্র

শ্যামা জানাতে রাজি ছিল না, কী করে সে বজ্রসেনকে চুরির অপবাদ থেকে বাঁচিয়েছে। বজ্রসেন প্রেমের বন্ধন ছিন্ন হওয়ার শঙ্কা সত্ত্বেও শ্যামার অনুরোধে কর্ণপাত করতে রাজি ছিল না। সে যখন জানতে পারল, শ্যামার একনিষ্ঠ প্রেমিক উত্তীয় চুরির অপবাদ কাঁধে নিয়ে প্রাণ উৎসর্গ করেছে, তখন সে আর শ্যামাকে ক্ষমা করতে পারল না।

সত্য যত নিষ্ঠুরই হোক, তাকে স্বীকার করা ছাড়া উপায় থাকে না। অথচ এই সত্যকে উপেক্ষা বা অস্বীকার করে নিজেকে মহীয়ান করতে উদগ্রীব হয় মানুষ। শ্যামা নিজেই স্বীকার করেছে সে কতটা দয়াহীন। স্বীকার করেছে তার জন্যই প্রেমের যূপকাষ্ঠে আত্মবলিদান দিয়েছে উত্তীয়। কিন্তু আজকের রাজনীতির কুটিল আবর্তে সত্য ক্রমেই অপ্রকাশ্য।

কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি সংসদে প্রধানমন্ত্রীর কাছে শিল্পপতি গৌতম আদানি সম্পর্কিত কয়েকটি প্রশ্ন রেখেছিলেন। নরেন্দ্র মোদির শাসনকালে এই শিল্পপতির আকস্মিক ব্যবসায়িক উত্থানের পিছনের মুখ্য কারণ সন্ধানে প্রশ্নগুলি করা হয়েছিল। প্রশ্নগুলি প্রধানমন্ত্রীর যতই অস্বস্তিকর বলে বিবেচিত হোক, সেগুলি এড়িয়ে না গিয়ে দেশবাসীকে উত্তর দেওয়া সরকারের ঔচিত্যবোধের নির্ণায়ক হতে পারত।

তা না করে প্রধানমন্ত্রী নিজের এবং নিজের সরকারের গুণকীর্তন করে গেলেন সংসদে। আত্মস্তুতির ছলে জানাতে ভুললেন না যে, তিনি ভারতের সংখ্যাগুরু মানুষের নির্বাচিত নেতা। অতএব, দেশের নাগরিকরা বিশ্বাস করেন না যে, তাঁকে ঘিরে কোনও সংশয়ের বৃত্ত রচিত হতে পারে। প্রধানমন্ত্রী যত না বললেন, তাঁর পার্শ্বচররা তার কয়েকগুণ বেশি তাঁর হয়ে সওয়াল করলেন।

ভারতীয় জনতা পার্টির অন্যতম মুখপাত্র রবিশংকর প্রসাদ প্রধানমন্ত্রীকে প্রশংসায় ভাসিয়ে গান্ধি পরিবারকে নিশানা করলেন। অন্যদিকে, প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে গৌতম আদানি সম্পর্কিত রাহুলের সমস্ত প্রশ্ন নথি থেকে বাদ দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লা। রাজ্যসভার চেয়ারম্যান জগদীপ ধনকর একই প্রসঙ্গে কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গের বক্তব্য খণ্ডন করার জন্য সর্বক্ষণ উদগ্রীব থেকেছেন।

বিজেপি অথবা কেন্দ্রীয় সরকার একবারের জন্যও স্বীকার করেনি যে, শিল্পপতি এবং প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে সম্পর্কের সত্য উদ্ঘাটনে নিরপেক্ষ তদন্তের প্রয়োজন আছে। যখন কেন্দ্রে নরেন্দ্র মোদি পরিচালিত বিজেপি সরকার শাসনক্ষমতায় আসে, তখনই প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেছিলেন, দুর্নীতি রোধে তিনি যাবতীয় ব্যবস্থা নেবেন। তাঁর ঘোষণার সঙ্গে তাল মিলিয়ে শুরু হয়েছে কেন্দ্রীয় তদন্ত এজেন্সি ইডি এবং সিবিআই-এর চূড়ান্ত তৎপরতা।

এছাড়া বিভিন্ন বিজেপি শাসিত রাজ্যে তদন্তের নামে শুরু হয়েছে বুলডোজার রাজনীতি, কোথাও বা পুলিশি নিষ্পেষণ। এইসব দুর্নীতি বিরোধী অভিযানের মূল লক্ষ্য বিজেপি বিরোধী রাজনীতিকরা। অধিকাংশ সময়ে তদন্তের নামে বিরোধী রাজনৈতিক অথবা সরকারের সমালোচকদের নিশানা করা হয়েছে। বহু বিদ্বজ্জন কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের সমালোচনা করায় জেলবন্দি হয়েছেন।

একাধিক ক্ষেত্রে প্রমাণ হয়েছে তদন্তের নামে সরকার বিরোধী বিদগ্ধজনদের হেনস্তা এবং লাঞ্ছনা করা হয়েছে। শীর্ষ আদালতের ভ্রূকুটি উপেক্ষা করে তদন্ত চালিয়ে গিয়েছে বিজেপি সরকার। যদি দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে প্রকৃতই প্রধানমন্ত্রী সচেষ্ট হতেন, তাহলে তিনি শিল্পপতি আদানির বিরুদ্ধে তদন্তের আদেশ দিতেন। তাতে তাঁর সম্মান কমে যাওয়ার পরিবর্তে বৃদ্ধি পেত।

তাঁর নিজের প্রতি আস্থা বা আত্মবিশ্বাস থেকে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, তাঁর শাসনকালে কোনও শিল্পপতি তাঁর অথবা তাঁর সরকারের কাছ থেকে পিছনের দরজা দিয়ে কোনও সুবিধা পাননি। সুতরাং, এই ঘটনায় নিরপেক্ষ তদন্তের নির্দেশ দিলে তা জনমানসে তাঁর স্বচ্ছ ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করতে সহায়ক হত। দুর্ভাগ্য, তা না করে তিনি সত্যের পথ কুয়াশাচ্ছন্ন করে দিলেন।

ধনকর থেকে আনন্দ বোস এবং মোদি-মমতা বোঝাপড়ার রাজনীতি

অমল সরকার

দিন কয়েক আমরা দুই সাংবাদিক বন্ধু বীরভূমের মাড়গ্রামের ঘটনাটি নিয়ে রাজভবনের প্রতিক্রিয়ার ফারাক সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম। সেখানে দুই গোষ্ঠীর মধ্যে বোমাবাজিতে দুজন নিহত হয়েছেন।

এই জাতীয় ঘটনায় এক বছর আগে রাজভবনের প্রতিক্রিয়া রাজ্যবাসীর বিলক্ষণ মনে আছে। জগদীপ ধনকর আজ বাংলার রাজ্যপাল থাকলে সকাল থেকে শুরু হয়ে যেত রাজ্য সরকারের মুণ্ডপাত করে টুইটের বন্যা। পালটা টুইটে জমে উঠত রাজনীতি।

বাংলায় ধনকরের রাজ্যপালগিরি ব্রেকিং নিউজ প্রত্যাশী মিডিয়ার জন্য খুবই ভালো সময় ছিল। ইট-কাঠ-পাথরের তৈরি রাজভবন নামক বিশাল বাড়িটির যেন রাবণের মতো দশটি মাথা গজিয়েছিল। দিবারাত্র সেখান থেকে রাজ্য প্রশাসন এবং শাসকদলকে নিশানা করে গোলা নিক্ষেপ হত। নবান্ন এবং তৃণমূল ভবনের ছোড়া পালটা গোলাও নেহাত কম শক্তিশালী ছিল না।

সেই রাজভবনের দশ মাথা যেন আচমকাই উধাও। একমাত্র মুখেও সরকার বিরোধী গর্জন নেই। মাড়গ্রামে কার বোমায় কে মরল, তা নিয়ে রাজভবনের অধুনা অভিভাবকের কোনও মাথাব্যথা নেই।

স্বভাবতই তাতে মাথার যন্ত্রণা বেড়েছে বিজেপির। বিজেপির চোখে ধনকর ছিলেন 'জনগণের রাজ্যপাল'। আর আনন্দ বোসকে তারা বলছে 'গো ব্যাক'। অন্যদিকে তৃণমূলের মন্ত্রী, বিধায়করা রাজ্যপালকে একেবারে বাউন্সারের মতো ঘিরে রাখছেন। 'রাজ্যপাল আমাদের লোক', তৃণমূলের মুখে এটুকুই যা শোনা বাকি।

এবার প্রজাতন্ত্র দিবসে রাজভবনের এক অফিসার বললেন, 'অতিথি আপ্যায়ন, বিশেষ করে চায়ের খরচ অনেকটা কমে গিয়েছে রাজভবনের। কারণ বিরোধী দলনেতা ও তাঁর সঙ্গীদের কথায় কথায় রাজভবন আসা সেই নভেম্বরের ২৩ তারিখ থেকে একপ্রকার বন্ধ।' ওই দিন কার্যভার গ্রহণ করেন আনন্দ বোস।

শপথ অনুষ্ঠানের দিন কয়েক আগে টেলিফোনে প্রথম আলাপে বর্তমান রাজ্যপালের কাছে সরাসরি জানতে চেয়েছিলাম, বাংলায় রাজনৈতিক হিংসা, দুর্নীতি সম্পর্কে কেমন হবে তাঁর অবস্থান। জবাব ছিল, 'অভিযোগ তো অভিযোগই। দায়িত্ব নেওয়ার পর আগে আমাকে পরিস্থিতিটা বুঝতে হবে।'

ধনকরের আগে রাজভবনের অভিভাবক কেশরীনাথ ত্রিপাঠীর সঙ্গেও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের বনিবনা ছিল না। কলকাতা ছেড়ে যাওয়ার আগে রাজভবনে তাঁর সাক্ষাৎকার নিয়েছিলাম। বলেছিলেন, 'রাজ্যে আইনের শাসন বলে কিছু নেই। শিক্ষায় নজিরবিহীন বিশৃঙ্খলা চলছে।'

বিরোধীদের বক্তব্য, বিশৃঙ্খলার একটি দৃষ্টান্ত হল মুখ্যমন্ত্রীকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি-লিট প্রদান। বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন আচার্য ত্রিপাঠী সম্মান প্রদানের কর্তব্য পালনটুকু ছাড়া সেদিনের মঞ্চে টুঁ শব্দটি করেননি।

কিন্তু দিন চারেক আগে একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখ্যমন্ত্রীকে ডি-লিট প্রদান অনুষ্ঠানে বর্তমান রাজ্যপালের বক্তব্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেও বোধকরি যুগপৎ বিস্মিত, লজ্জিত করে থাকবে। মুখ্যমন্ত্রীকে ডি-লিট প্রদানের সপক্ষে বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটির চাইতেও জোর গলায় সরব হন রাজ্যপাল। আনন্দ বোসের ব্যাখ্যা, 'মুখ্যমন্ত্রী চিত্রশিল্পী, পৃথিবীর প্রতিভাসম্পন্ন রাজনীতিকদের তালিকায় উন্নীত হয়েছেন।' দৃষ্টান্ত হিসাবে সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণান, এপিজে আবদুল কালাম, অটলবিহারী বাজপেয়ী, উইনস্টন চার্চিল, জন মিল্টনদের নাম উল্লেখ করেন রাজ্যপাল।

মজার বিষয় হল, রাজ্যপালের এবারের বাজেট ভাষণটি সব অর্থেই ভিন্ন প্রকৃতির। যেন রাজ্যের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডরদের জন্য তৈরি সিলেবাস। বর্তমান জমানায় রাজ্যপালদের অতীতের ভাষণগুলির মতো এবারেরটিতে ছত্রে ছত্রে 'কেষ্টা বেটাই চোর...' জাতীয় কেন্দ্রকে দোষারোপ নেই। খুবই নিরীহ ভাষায় উল্লেখ আছে একশো দিনের কাজ, গ্রামীণ সড়ক ও আবাস যোজনায় কেন্দ্রের বরাদ্দ আটকে দেওয়ার প্রসঙ্গের। নেই যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর ভাঙন, জিএসটি, বিমুদ্রাকরণ, সিএএ, এনআরসি, রাজ্যের এক্তিয়ারে হস্তক্ষেপ, উন্নয়ন প্রকল্পে কেন্দ্রের নজরদারি টিম পাঠানো নিয়ে দিল্লির সমালোচনা। ধনকরের সময় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল রাজ্যপালের ভাষণের সরাসরি সম্প্রচার। নিষেধাজ্ঞা এবার প্রত্যাহার করে নেন বিধানসভার স্পিকার। দিল্লির প্রভুদের নিন্দামন্দ নেই জেনে রাজ্যপালও পরমানন্দে পুরো ভাষণ পাঠ করেছেন।

আসলে রাজনীতি এক মস্ত বড় ক্যানভাস। বুধবার বাংলার বিধানসভায় রাজ্যপালের ভাষণ পর্ব শেষ হওয়ার খানিক পরে লোকসভায় রাষ্ট্রপতির ভাষণের উপর বিতর্কের জবাবি ভাষণ দেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। আদানি ইস্যুতে মৌনী থেকে বিরোধীদের মোকাবিলায় পালটা তির ছোড়েন কংগ্রেস জমানার দুর্নীতিকে। কংগ্রেসের নেতৃত্বাধীন ইউপিএ জমানাকে বলেন, দুর্নীতিময় দশক (২০০৪-২০১৪)। কংগ্রেস প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সরব হলেও দ্বিতীয় ইউপিএ সরকারের অন্যতম শরিক তৃণমূল ছিল নীরব।

আদানি প্রশ্নে সংসদে বিরোধীদের যৌথ প্রয়াসে দ্বিতীয় দিনেই চিড় ধরেছিল রাজ্যসভায় কংগ্রেসের নেতা মল্লিকার্জুন খাড়গের ডাকা বৈঠক তৃণমূল বয়কট করায়। সংসদ বয়কটের সিদ্ধান্ত থেকেও সরে যায় জোড়াফুল শিবির।

আসলে মোদির জমানায় যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোটি ধূলিসাৎ হওয়ার জোগাড় হলেও কেন্দ্র এবং এ রাজ্যের শাসকদলের হঠাৎ গজিয়ে ওঠা পিরিতের সম্পর্কটিকে বাদ রেখে চলমান রাজনীতির ক্যানভাসটি বোঝা কঠিন। গুঁতোগুঁতি স্বভাবের জগদীপ ধনকরের পর আনন্দ বোসের মতো সদা বিগলিত, মুখ্যমন্ত্রীতে মুগ্ধ মানুষকে রাজ্যপাল করে পাঠানোর সিদ্ধান্তটি রাজনীতির সেই ক্যানভাসের বাইরে নয়।

সংবিধান চালুর অল্প কয়েক বছর পর থেকেই রাজ্যপালরা কেন্দ্রীয় সরকারের পোষা তোতা, বেতনভুক ভৃত্য। সংবিধানের ৩৫৬ নম্বর অনুচ্ছেদ হাতিয়ার করে দিল্লির বশংবদ রাজ্যপালরা একটা সময় এবেলা-ওবেলা নির্বাচিত রাজ্য সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করেছেন। রাজ্যপালদের সম্পর্কে 'দিল্লির চাকরবাকর' শব্দবন্ধ তাই নতুন নয়।

মোদির বিজেপির জমানায় ফারাকটি হল, রাজ্যপালরা আজ কেবল আজ্ঞাবহ ভৃত্য নন, অবিজেপি দল শাসিত রাজ্যে তাঁরা সেনার কমান্ডারের ভূমিকায় অবতীর্ণ। ধনকর এবং অধুনা কেরল, তামিলনাড়ু, তেলেঙ্গানা, ঝাড়খণ্ডের রাজ্যপালদের কার্যধারায় স্পষ্ট তাঁরা দিল্লির আজ্ঞাবাহক লড়াকু যোদ্ধা।

তবে একথাও মাথায় রাখতে হবে, যুদ্ধের মধ্যেও কিছু সেনাকর্তার কাজ হল প্রতিপক্ষ শিবিরের সঙ্গে লিয়াজঁ রক্ষা করে চলা। বাংলায় আনন্দ বোসকে প্রধানমন্ত্রী পাঠিয়েছেন সেই সেনা অফিসারের মতো কর্তব্য সাধনের দায়িত্ব দিয়ে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আপাতত খুশি রেখে চলাই তাঁর অ্যাসাইনমেন্ট। সব জেনেও শুভেন্দু অধিকারীদের তাই আনন্দকে নিয়ে নিরানন্দ প্রকাশের নাটক করে যেতে হচ্ছে।

কারণ, রাজনীতির চলতি ক্যানভাসটিরই অংশ কংগ্রেসের নবজাগরণ। মল্লিকার্জুন খাড়গেকে সভাপতির পদে বসিয়ে সোনিয়া গান্ধি কংগ্রেসের বিরুদ্ধে মোদির পরিবারবাদের অস্ত্রটিকে অনেকটাই ভোঁতা করে দিয়েছেন। মোদির কংগ্রেসমুক্ত ভারত গড়ার স্বপ্ন চুরমার হয়ে গিয়েছে রাহুল গান্ধির নেতৃত্বে ভারত জোড়ো যাত্রার সাফল্যে। বুধবার সংসদে প্রধানমন্ত্রী কংগ্রেসকে উপহাস করে বলেছেন, দলটির বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া নিয়ে নিশ্চয়ই একদিন কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা হবে। কিন্তু নরেন্দ্র মোদি আসল সত্যটি জানেন, কংগ্রেসই তাঁর প্রধান প্রতিপক্ষ। ২০১৯-এর লোকসভা ভোটে ২২৯ আসনে কংগ্রেস ছিল দ্বিতীয় স্থানে। প্রধানমন্ত্রী তাই কংগ্রেসের নেতৃত্বে বিরোধী জোটের যাবতীয় প্রচেষ্টা আটকে দেওয়াকেই পাখির চোখ করেছেন।

এই লক্ষ্যপূরণে তৃণমূল, আপ, বিআরএস (আগের টিআরএস), বিএসপি, এসপি-র মতো দলগুলি তাঁর প্রধান সহায়। বিজেপির বিরোধিতায় যারা কংগ্রেসের পাশে নেই।

মমতার এই অবস্থান আবার চলতি পরিস্থিতির দায়। তৃণমূল নেত্রীর রাজনীতির চার দশকে এমন কঠিন সময় আসেনি। তাঁর দল ও সরকারের সীমাহীন দুর্নীতি মোদির প্রধান অস্ত্র। দ্বিতীয় অস্ত্র রাজ্য সরকারের অর্থসংকট, যা তীব্রতর করে তোলা হয়েছে দিল্লির টাকা দেওয়া বন্ধ করে দিয়ে।

তৃণমূল নেত্রীর এই খুঁড়োর কল অবস্থার মধ্যে আনন্দ বোসকে বাংলায় পাঠিয়ে নরেন্দ্র মোদি 'রাবড়ি রাজনীতি' শুরু করেছেন। অর্থাৎ পাত্রের নীচে দপদপে আগুন, উপরে পাখার বাতাস। রাজ্যপালের ভাষণে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাই কেন্দ্রের সমালোচনা কার্যত এড়িয়ে গিয়েছেন কিছু নিরামিষ শব্দ ব্যবহার করে। আশা ব্যক্ত করা হয়েছে, দিল্লি অচিরেই বকেয়া অর্থ ফিরিয়ে দেবে। বোঝাপড়া স্পষ্ট, আনন্দ বোস ততদিনই আনন্দদায়ক থাকবেন যতদিন মোদির স্বার্থে মমতা কংগ্রেসের থেকে দূরত্ব রেখে চলবেন। আপাতত ২০২৪ পর্যন্ত।

(লেখক সাংবাদিক)

মিড-ডে মিলেও উত্তর-দক্ষিণের ফারাক অতি প্রকট

আফতার হোসেন

সালটা ১৯৯৫। স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে তৎকালীন কেন্দ্রীয় সরকার পড়ুয়াদের দুপুরের খাবারের গুরুত্বের কথা মাথায় রেখে শুরু করেন মিড-ডে মিল প্রকল্প। ঐতিহাসিক এই প্রকল্পে আর একটি ফলক যোগ হল কয়েকদিন আগে। নাম পিএম পোষণ। নাম বদল আর সামান্য কিছু পরিমার্জনের মিড-ডে মিলের এই 'ইয়ে নয়া ইন্ডিয়া হ্যায়' মার্কা লুকে এ বঙ্গের স্কুলগুলোতে বর্তমান থরহরি কম্পমান অবস্থা।

বৃহস্পতিবারের কাগজে পড়লাম, কেন্দ্রীয় টিম বুড়িছোঁয়া করে পরিদর্শন শেষের পরেই সিএজির কাছে অভিযোগ করেছে শিক্ষামন্ত্রক।

শিক্ষকতার সূত্রে উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গে শিক্ষকতা করেছি। করছিও। অভিজ্ঞতা বলছে, উত্তরবঙ্গের জেলাগুলোর সঙ্গে দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলোর 'মিড-ডে মিল'-এর সঠিক প্রয়োগ নিয়ে এক বিশাল পার্থক্য দৃশ্যমান। দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সব জেলায় বিশেষ কিছু খাদ্যাভ্যাস ছাড়া প্রায় একই প্রকারের খাবারের প্রচলন। বৈচিত্র্যে ভরা উত্তরের অবস্থা কিন্তু তা নয়।

শুধুমাত্র শিলিগুড়ি শহরের পাহাড় লাগোয়া অঞ্চল আর সমতলের শেষ প্রান্তের মধ্যেই খাদ্যাভ্যাসের বিপুল ফারাক। মালদা শহর আর আলিপুরদুয়ারের খাদ্যাভ্যাসের পার্থক্য থাকলেও দুর্ভাগ্যের বিষয় সরকারি নিয়ম অনুসারে সবারই খাবার মেনু কিংবা বরাদ্দ একই। ফলে নিয়ম আর খাবারের মান বেঁধে রুচিশীল মিড-ডে মিল তৈরি করা উত্তরের স্কুলগুলোর ক্ষেত্রে একটা চ্যালেঞ্জ। সঙ্গে আছে দ্রব্যের মূল্যের হেরফের।

সবজি বা তরিতরকারি উৎপাদনে দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলো যেভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ, চা বাগান ঘেরা বেশিরভাগ উত্তরের জনপদে তা অমিল। ফলে দক্ষিণের জেলাগুলো যে দামে, যে গুণমানের তরিতরকারি বা পুষ্টিসামগ্রী পায় উত্তরের ক্ষেত্রে তা একেবারেই অসম্ভব। আবার উত্তরের জেলাগুলো এদিক থেকে মরশুমি ফলের ক্ষেত্রে এগিয়ে। এছাড়াও আছে রন্ধনশৈলীর বিভিন্নতা। ফলে পুষ্টিগুণের পার্থক্য থেকেই যায়।

হাইস্কুল আর প্রাইমারি স্কুলের বাচ্চাদের খাবার ও তরকারির পরিমাণ এবং মেনুতে ফারাক নেই। তবুও প্রাইমারিতে পাঁচ টাকা পঁয়তাল্লিশ পয়সা, হাইস্কুলে সাড়ে সাত টাকার বরাদ্দের বৈষম্যটা বড্ড প্রকট। মূল্যবৃদ্ধি বা সবজির সহজলভ্যতার সমস্যায় উত্তরের স্কুলগুলো বড্ড ভুক্তভোগী। অ্যাডিশনাল নিউট্রিশন অভিযানের নামে সামগ্রিকভাবে রান্নাঘর ও আনুষঙ্গিক যে সব 'হাইজিন' পালনের গাদা গাদা সরকারি অর্ডার বের হচ্ছে সেই প্রকার পরিবেশ, কিচেন মেইনটেনান্স, কিচেন রিপেয়ারিং বা হাইজিন সংক্রান্ত কোনও তহবিলই নেই বেশিরভাগ উত্তরের প্রান্তিক স্কুলে।

প্রশ্ন থাকে, বৈচিত্র্যে পূর্ণ এ বঙ্গের খাদ্যাভ্যাস অনুসরণ করে কেন মেনু ঠিক হয় না। প্রশ্ন থাকে কেন সরকারি স্কুলগুলোতে 'শিক্ষা' গৌণ হয়ে 'পুষ্টি' মুখ্য হবে। 'খালি পেট' যেমন 'ভর্তি মস্তিষ্ক' তৈরি করতে পারে না, তেমনই শিক্ষাবিহীন 'খালি মস্তিষ্ক' কি ভবিষ্যতের 'ভরা পেট' তৈরি করতে পারবে? সঙ্গে জানার ইচ্ছে রইল 'শিক্ষা লয়ে' এত ঘটা করে 'পুষ্টিবিদ' আনাগোনার পাশাপাশি 'শিক্ষাবিদ'দেরও আনাগোনার ব্যবস্থা করবে হবে।

বিবর্তনের সিঁড়ি বেয়ে যে শিক্ষকরা আজ প্রায় পুষ্টিবিদ আর শিক্ষালয়গুলো প্রায় পোষণালয়। আশা, সেই বিবর্তনের উলটো পথে হেঁটেই একদিন সব পোষণালয় বিদ্যালয় হবে আর সব পোষণবিদরা শিক্ষক।

(লেখক মেদিনীপুরের শিক্ষক। আগে ছিলেন ফাঁসিদেওয়ায়।)

বিন্দু বিসর্গ

অমৃতধারা

ধ্যান হল নিজের মধ্যে ঈশ্বরকে দেখা, প্রেম হল অন্যের মধ্যে ঈশ্বরকে দেখা, জ্ঞান হল ঈশ্বরকে সর্বত্র দেখা। জ্ঞান বোঝা হয়ে ওঠে যদি তার থেকে এই ধারণা জন্মায় যে তুমি বিচক্ষণ। যে কোনো প্রাপ্তির জন্য অহংকার বস্তুত নিজেকেই হেয় প্রতিপন্ন করা। নিষ্কাম ভাব, বৈরাগ্য এবং ধ্যান হল গভীরতম বিশ্রামের পথ। জীবন সম্পর্কে শুদ্ধজ্ঞান জীবনে আত্মবিশ্বাস এনে দেয়, আর মৃত্যু সম্পর্কিত ধারণা আমাদের নির্ভয় আর আত্মস্থ হতে শিক্ষা দেয়। পাও বা না পাও — শুধু হাসো। তুমি তারই সন্ধান করতে পার যা তুমি জান। তোমার ভুল আড়াল করার চেষ্টা কোরো না। তাদের চিনে নাও, মেনে নাও আর সেই ভুলগুলো থেকে সরে এস।

–শ্রীশ্রী রবিশংকর

শব্দরঙ্গ ■ ৩৪৪৮

★	১		২	★	৩	৪	★
★		★	৫		★		★
★		★		★	৬		৭
★	৮			★	★	★	
৯	★	★	★	১০		১১	★
১২	১৩		★		★		★
★		★	১৪		★		★
★	১৫		★	১৬			★

পাশাপাশি : ১। পান করা ৩। পুরুষ প্রাণী ৫। তেলের বাতি ৬। দর্পণ বা আয়না ৮। জলখাবার ১০। মিষ্টির কারবারি ১২। অপরাধ ১৪। একটি মিশ্র ধাতু ১৫। নিয়ন্ত্রণ ১৬। আদিবাসীদের বাজনা।

উপর-নীচ : ১। সামান্য ব্যক্তি ২। মধুর ধ্বনি ৪। আদালতে পেশ করা ৭। পাথর ৯। বাঁশের কাঠির পর্দা ১০। বাদশার খাদ্য পরিবেশনকারী ১১। চাতক পাখি ১৩। বালির ভাই।

সমাধান ■ ৩৪৪৭

পাশাপাশি : ১। মওকা ৩। বররুচি ৪। গহনা ৫। বইমেলা ৭। কাক ১০। দস্তা ১২। আকছার ১৪। কুটিলা ১৫। বাটপাড় ১৬। পলিতা।

উপর-নীচ : ১। মরীচিকা ২। কাগজ ৩। বনাবস্তি ৬। মেয়াদ ৮। কন্দুক ৯। সারকুড় ১১। স্তাবকতা ১৩। গোলাপ।

আলোচিত

কেন্দ্রে কোন সরকার ৯০ বার নির্বাচিত রাজ্য সরকারকে ভেঙে দিয়েছে? একজন প্রধানমন্ত্রী সংবিধানের ৩৫৬ ধারা ব্যবহার করেছেন ৫০ বার। হাফ সেঞ্চুরি করেছেন। তাঁর নাম ইন্দিরা গান্ধি।

–নরেন্দ্র মোদি

আজ

১৯৯৬ সালে আজকের দিনে আইবিএম সুপার কম্পিউটার ডিপ ব্লু প্রাক্তন বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন গ্যারি কাসপারভকে দাবায় প্রথমবার হারায়।

২০০৯ সালে আজকের দিনে রাশিয়ার যোগাযোগ উপগ্রহ ইরিডিয়াম ৩৩ এবং পরিত্যক্ত উপগ্রহ কসমস ২২৫১ পরস্পরের সঙ্গে সংঘর্ষে ধ্বংস হয়ে যায়।

আনন্দ

ইন্দো-আমেরিকান স্কুল ছাত্রী নাতাশা পেরিয়ানগম পর পর দুবার 'বিশ্বের উজ্জ্বলতম' পড়ুয়াদের তালিকায় স্থান পেল। আমেরিকার জন হপকিন্স সংস্থা ৭৬টি দেশের ১৫ হাজার পড়ুয়ার মধ্যে পরীক্ষা চালায়। তারপরেই এই সিদ্ধান্ত।

জনমত

হলদিবাড়ি-কলকাতা ইন্টারসিটি প্রতিদিন চাই

কলকাতা যাওয়ার জন্য দিনেরবেলা হলদিবাড়ি-কলকাতা ইন্টারসিটি সকলের পক্ষেই খুব সুবিধার। যাঁরা দিনেরবেলা কলকাতা যেতে চান এবং রাতের ট্রেনের টিকিট পান না তাঁরা সহজেই অল্প খরচে এই ট্রেনে কলকাতা যেতে পারেন। রাতেরবেলার ট্রেনগুলোতে বেশিরভাগ সময়ই টিকিট পাওয়া যায় না। অনেকদিন আগে থেকে রাতেরবেলার ট্রেনগুলোর টিকিট কাটতে হয়।

এছাড়া যাঁরা আগে বিনা রিজার্ভেশনে কলকাতা যেতেন তাঁদের পক্ষে দার্জিলিং মেলে নিউ জলপাইগুড়ি থেকে কলকাতা যাওয়া খুব সুবিধার ছিল। কিন্তু বর্তমানে ট্রেনটি হলদিবাড়ি থেকে আসায় আগে থেকেই ভর্তি হয়ে আসে। ফলে সাধারণ টিকিটধারী যাত্রীরা নিউ জলপাইগুড়ি থেকে আগের মতো ট্রেনে ওঠার ততটা সুযোগ পায় না। এখন যদি হলদিবাড়ি-কলকাতা সুপারফাস্ট ট্রেনটিকে সপ্তাহে তিনদিনের পরিবর্তে প্রতিদিনই চালানো হয়, তাহলে অনেকেই যে কোনও দিন সকালবেলা সাধারণ টিকিট কেটে অথবা সংরক্ষণ করে অল্প ভাড়ায় কলকাতা যেতে পারবেন।

রেল কর্তৃপক্ষ ইচ্ছা করলেই এই ট্রেনটিকে প্রতিদিন করতে পারে। এতে পর্যটকদেরও খুব সুবিধা হবে, রেলেরও আয় বাড়বে। এই ট্রেনটিকে সপ্তাহে প্রতিদিন করার জন্য পূর্ব এবং উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল কর্তৃপক্ষ উভয়ের কাছে আবেদন করছি।

আশিস ঘোষ
পূর্ব বিবেকানন্দপল্লি, শিলিগুড়ি।

গুটখা খেয়ে থুতু ফেললেই শাস্তি হোক

মঙ্গলবার ইসলামপুর হাসপাতালে মহকুমা প্রশাসনের তরফে অভিযান চালিয়ে সাতজন গুটখা ব্যবহারকারীকে অর্থ জরিমানা করে শাস্তি দেওয়া হল। নিঃসন্দেহে এটি প্রশাসনের উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। এ ব্যাপারে রাজ্য সরকারের তরফে একাধিকবার সচেতন করা হলেও তা ফলপ্রসূ হয়নি। ব্যাংক, সরকারি প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল - সব জায়গাতেই গুটখা খেয়ে থুতু ফেলার কুঅভ্যাস অনেকেই ত্যাগ করতে পারেন না। ফলে সুদৃশ্য ভবনগুলির দেওয়াল গুটখার নোংরায় অপরিচ্ছন্নতার সাক্ষ্য বহন করে। অনেক বোঝানোর পরও কেউ বুঝতে চান না। আশা করি সাতজনের অর্থদণ্ডের পর হয়তো নেশাগ্রস্ত মানুষজনের কিছুটা হলেও চেতনার উদয় হবে।

সঞ্জীব বাগচী
ইসলামপুর।

ওয়েসিস স্কলারশিপ ভীষণ প্রয়োজন

কিছু বছর আগে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরের তপশিলি জাতি, উপজাতি ও অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণিভুক্ত ছাত্রছাত্রীরা তাঁদের পড়াশোনার জন্য স্বামী বিবেকানন্দ স্কলারশিপের পাশাপাশি ওয়েসিস স্কলারশিপের জন্যও আবেদন করতে পারতেন। কিন্তু বিগত বছর থেকে দেখা যাচ্ছে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের তরফে জানানো হয়েছে, ছাত্রছাত্রীরা যে কোনও একটিমাত্র স্কলারশিপের জন্য আবেদন করতে পারবেন। এমনকি কিছু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বলছে, যদি কোনও ছাত্রছাত্রী দুটিতেই আবেদন করেন তাহলে তাঁদের স্কলারশিপের আবেদন বাতিল হয়ে যাবে।

চিন্তার বিষয়, বর্তমানে একজন ছাত্রের পড়াশোনার যা খরচ তাতে শুধুমাত্র স্বামী বিবেকানন্দ স্কলারশিপের টাকা দিয়ে পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। বিশেষত যাঁরা কলকাতা বা বাড়ি থেকে দূরের কোনও কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেন তাঁদের ক্ষেত্রে পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়াটা আরও কঠিন। তাই এক্ষেত্রে স্বামী বিবেকানন্দ স্কলারশিপের পাশাপাশি ওয়েসিস (OASIS) স্কলারশিপও তাঁদের ভীষণ প্রয়োজন, যা পেলে ছাত্রছাত্রীরা আরও উপকৃত হতেন। তাই অবিলম্বে স্বামী বিবেকানন্দ এবং ওয়েসিস (অনলাইন অ্যাপ্লিকেশন ফর স্কলারশিপ ইন স্টাডিজ) দুটো স্কলারশিপের জন্যই ছাত্রছাত্রীদের ছাড়পত্র দেওয়া হোক। একজন ছাত্র হিসেবে এবিষয়ে রাজ্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

ভূপেশ রায়, ছাত্র
টেকাটুলি, ময়নাগুড়ি।

পত্রলেখকদের প্রতি

যাঁরা জনমত বিভাগে মতামত জানিয়ে চিঠি পাঠাতে চান তাঁরা নিম্নলিখিত ই-মেল বা হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর ব্যবহার করতে পারেন। নিজের এলাকা, রাজ্য, দেশ ও বিদেশের নানা বিষয়ে আপনার নিজের মতামত পাঠান। নিজের এলাকার সমস্যাদি নিয়ে বিশদে লিখতে পারেন। সঙ্গে ছবি পাঠালে ভালো হয়। এছাড়াও সরাসরি ডাকযোগেও চিঠি পাঠানো যাবে।

–ঃ ঠিকানা ঃ–
সম্পাদক, জনমত বিভাগ
উত্তরবঙ্গ সংবাদ, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি,
শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১

ই-মেল
janamat.ubs@gmail.com
হোয়াটসঅ্যাপ
9735739677

অনিয়মের অভিযোগ

পানীয় জল প্রকল্পের কাজ বন্ধ করলেন বাসিন্দারা

ফাঁসিদেওয়া, ৯ ফেব্রুয়ারি : সবকিছু নিয়ম মেনে হচ্ছে না। সেই অভিযোগে গ্রাম পঞ্চায়েতের পানীয় জলপ্রকল্পের কাজ বন্ধ করলেন ব্যবসায়ীরা। তাঁদের অভিযোগ, নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে ফাঁসিদেওয়া বাজারে পানীয় জলের ট্যাংকের পিলার তৈরি করা হচ্ছে। যে কোনও সময় সেটি ভেঙে পড়ার আশঙ্কা।

ফাঁসিদেওয়া বাঁশগাঁও কিশমত গ্রাম পঞ্চায়েত প্রায় সাড়ে ৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ফাঁসিদেওয়া বাজারে পরিস্রুত পানীয় জলের প্রকল্প শুরু করে চলতি বছরে। একাধিক অভিযোগ উঠতেই ঠিকাদারকে কাজ বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছিল গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ। বৃহস্পতিবার ঠিকাদারের কর্মীরা কাজ করতে গেলে বাধা দেন বাজারের ব্যবসায়ীরা।

স্থানীয় ব্যবসায়ী স্বপন সাহা, বাবলু মণ্ডলদের অভিযোগ, ঢালাইয়ের সময় নিয়ম মেনে লোহার রড ব্যবহার হয়নি। এখনই তাতে ফাটল ধরেছে। ট্যাংকের ভার সইতে না পেরে ভেঙে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। রোজ প্রচুর মানুষ বাজারে আসেন। তাঁরা দুর্ঘটনায় পড়তে পারেন। সেকথা ভেবেই কাজ বন্ধ করা হয়েছে।

কিশমত গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান অনিমা রায়ের বক্তব্য, 'বিষয়টি নিয়ে আমাদের কাছেও ব্যবসায়ীরা অভিযোগ করেছেন। কাজ বন্ধ রাখতে ঠিকাদার সংস্থাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। এর থেকে বেশি কিছু জানা নেই। ঘটনাস্থল পরিদর্শনের পর বিষয়টি স্পষ্ট হবে।' জলপ্রকল্পের কাজে কোনও খামতি থাকবে না। সঠিকভাবেই বাস্তবায়িত হবে বলে গ্রাম প্রধান দাবি করেছেন।

সাজা ঘোষণা

জলপাইগুড়ি, ৯ ফেব্রুয়ারি : বাড়িতে বন্যপ্রাণী এবং বন্যপ্রাণীর দেহাংশ রাখার অপরাধে দুজনকে তিন বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের নির্দেশ দিল জলপাইগুড়ি মুখ্য বিচারবিভাগীয় আদালত। অভিযুক্তরা হল কৃষ্ণ ছেত্রী এবং অঞ্জন মিশ্র। বৃহস্পতিবার বিচারক শৈবাল দত্ত এই সাজা ঘোষণা করেছেন।

ঘটনার সূত্রপাত গত বছর ৮ নভেম্বর। ডাবগ্রামের রেঞ্জ অফিসার গোপন সূত্র মারফত খবর পেয়ে কৃষ্ণ ছেত্রীর বাড়িতে হানা দেন। সেখান থেকে একটি ময়ূর, দুটি কচ্ছপের খোল, একটি বন্দুক এবং কিছু তিরধনুক উদ্ধারের পাশাপাশি কৃষ্ণকে গ্রেপ্তার করা হয়। এরপর তাকে জেরা করে অঞ্জনের নাম জানতে পারে বন দপ্তর। এরপর খোলাচাঁদ ফাপড়ি এলাকায় অঞ্জনের বাড়ি থেকে একটি টিয়া পাখি, একটি কচ্ছপের খোল, দুটি বন্দুক, ২৯টি কার্তুজ উদ্ধারের পাশাপাশি তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। এই মামলায় দুজনই প্রথমে জেলা জজ কোর্টে জামিনের আবেদন জানায়। সেই সময় তাদের জামিনের আবেদন খারিজ হয়ে যায়। এরপর জলপাইগুড়ি হাইকোর্টের সার্কিট বেঞ্চে তারা ফের জামিনের আবেদন করে। সার্কিট বেঞ্চ আবেদন খারিজ করার পাশাপাশি নির্দেশ দেয়, অভিযুক্ত দুজনকে জেল হেপাজতে রেখে বিচার প্রক্রিয়া চলবে। শুধু তাই নয়, সেইসঙ্গে মুখ্য বিচারবিভাগীয় আদালতকে নির্দেশ দেয়, ফেব্রুয়ারি মাসের ১০ তারিখের মধ্যে বিচার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে রায় ঘোষণা করতে হবে।

সহকারী সরকারি আইনজীবী মৃন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'এই মামলায় চারজনের সাক্ষ্য গ্রহণ হয়। বিচারক দুই অভিযুক্তকে তিন বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের সাজা দিয়েছেন। সেই সঙ্গে ১০ হাজার টাকা জরিমানার নির্দেশ দিয়েছেন।'

কংগ্রেসের কর্মসূচি

চোপড়া, ৯ ফেব্রুয়ারি : পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে চোপড়া ব্লকে পঞ্চায়েতভিত্তিক বিভিন্ন কর্মসূচি শুরু করেছে ব্লক কংগ্রেস। দলের ব্লক সভাপতি মহম্মদ মসিরউদ্দিনের কথায়, 'গ্রাম পঞ্চায়েতভিত্তিক সাংগঠনিক বিভিন্ন কর্মসূচি নিয়ে বৈঠক শুরু হয়েছে। বৃহস্পতিবার মাঝিয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় দলীয় কর্মীদের নিয়ে একটি বৈঠক হয়।'

সহরাই পরবে মাদলের তালে নাচছে খুদেরা। বৃহস্পতিবার ইসলামপুরের পানিখোয়াগছ গ্রামে সুদীপ্ত ভৌমিকের তোলা ছবি।

মণিরামে ক্ষোভের মুখে সভাধিপতি

নকশালবাড়ি, ৯ ফেব্রুয়ারি : বঞ্চনার অভিযোগ জমতে জমতে তিল থেকে তাল। সভাধিপতিকে কাছে পেয়েই ক্ষোভ উগরে দিলেন এলাকাবাসী। বৃহস্পতিবার বাড়ি বাড়ি পরিদর্শনে মণিরাম গ্রাম পঞ্চায়েতের রকমজোত এলাকায় যান শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ। রাস্তা হয়নি, পানীয় জলসংকট, অবৈধ খনন, ডাম্পারের দৌরাত্ম্য সহ নানা অভিযোগ বাসিন্দারা শোনালেন অরুণকে। তাঁদের এখন সবচেয়ে বড় সমস্যা হাঁড়িয়া মোড় থেকে মেচি নদী পর্যন্ত সাড়ে চার কিলোমিটার রাস্তার বেহাল দশা। সাতটি গ্রামের প্রায় ১৫ হাজার বাসিন্দার লাইফলাইন বলে পরিচিত এই রাস্তা। পাতারাম, রকমজোত, কুত্তাজোত, হাতিরামজোত, কেটুগাবুরজোত, লালপুল, হাঁড়িয়া মোড় এলাকার বাসিন্দারা এই রাস্তার উপর নির্ভর করেন। বেহাল দশার জন্য ফসল বাজারে বিক্রি করতে যাওয়া এখন মহাসমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে কৃষকদের কাছে। শেষ কবে রাস্তা সংস্কার হয়েছিল স্থানীয়দের কেউ মনে করতে পারছেন না। ২০১১ সালে তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতায় আসার পর থেকে এই রাস্তা সংস্কারের জন্য একাধিকবার শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ, বিধায়ক, সাংসদের কাছে দ্বারস্থ হয়েছিলেন স্থানীয়রা। কিন্তু কেউই রাস্তার সংস্কারে উদ্যোগ নেয়নি বলে অভিযোগ।

স্থানীয় বাসিন্দা সঞ্জয় ওড়াওঁ, সিলিয়াস খালকো, অনীতা খালকোরা বললেন, পঞ্চায়েত ভোটের প্রচারে এসে এই রাস্তা সংস্কারের আশ্বাস দিয়েছিলেন সভাধিপতি। মাপজোখও করে নিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু রাস্তা আর পাকা হল না। এদিন আবার সভাধিপতি নীলবাতি গাড়িতে এসেছেন রাস্তা দেখতে। এভাবেই দীর্ঘ ১২ বছর ধরে আমরা দেখছি এলাকায় সাংসদ, বিধায়ক, মন্ত্রী নীলবাতি গাড়ি নিয়ে আসেন, কিন্তু রাস্তার কাজ আর হয় না।

এলাকার অনুন্নয়নের বিষয়টি স্বীকার করে নিয়েছেন অরুণ। তাঁর মন্তব্য, 'সাড়ে চার কিলোমিটার রাস্তাটি আমরা আরআইডিএফ প্রকল্পে দিয়েছি। শীঘ্রই এলাকার প্রধান রাস্তাটি পাকা করা হবে।' ক্যাম্প করে পিছিয়ে পড়া গ্রামের মানুষকে সরকারি প্রকল্পের আওতায় নিয়ে আসা হবে বলে অরুণ আশ্বাস দেন।

তাঁর কথায়, 'এই এলাকায় উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রের প্রয়োজন রয়েছে। অনেক মানুষই জনকল্যাণমূলক সরকারি প্রকল্পগুলি সম্পর্কে বেশি কিছু জানেন না।'

এলাকাবাসীর অভিযোগ শুনছেন সভাধিপতি অরুণ ঘোষ।

রানিগঞ্জ পানিশালিতে ফের টেন্ডার বিতর্ক

খড়িবাড়ি, ৯ ফেব্রুয়ারি : খড়িবাড়ির রানিগঞ্জ পানিশালি গ্রাম পঞ্চায়েতকে কেন্দ্র করে বিতর্ক যেন কিছুতেই পিছু ছাড়ছে না। ফের টেন্ডার প্রক্রিয়ায় অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে ওই গ্রাম পঞ্চায়েতে। তৃণমূল কংগ্রেসের প্রধানের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেছেন তৃণমূলেরই উপপ্রধান ও সদস্যদের একাংশ। বিতর্ক শুরু হতেই বৃহস্পতিবার রানিগঞ্জ পানিশালি গ্রাম পঞ্চায়েতের সমস্ত সদস্যদের নিয়ে সাধারণ সভা ডাকা হয়। এদিন নিজেদের ভুলের ব্যাখ্যা দেন সচিব ও প্রধান।

চলতি বছরের ৩১ জানুয়ারি পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের ৩৮ লক্ষ ৭০ হাজার টাকায় নিকাশিনালা ও রাস্তা তৈরির জন্য ই-টেন্ডার করা হয় (মেমো নম্বর-447/RPGP/2022-23)। বাজারুজোত ও ভুলকজোতের দুটি নিকাশিনালা এবং গণ্ডগোলজোত, দিলসারামজোত ও বারাসতভিটার তিনটি রাস্তা তৈরির ই-টেন্ডার করা হয়। নিয়ম অনুযায়ী, টেন্ডার প্রক্রিয়ার শুরু হওয়ার আগে কোথায় কী কাজ হবে এবং কোন আর্থিক অনুদানের টাকায় সেই কাজ করা হবে, তা গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যদের নিয়ে ডাকা সাধারণ সভায় পাশ করাতে হয়।

সাধারণ সভায় অনুমোদনের পর পূর্ত উপসমিতির সভার সেই কাজের পরিকল্পনা ও এস্টিমেট ঠিক করা হবে। এরপর অর্থ উপসমিতির সভায় সেই কাজের অনুমোদন দেওয়া হয়। সবশেষে প্রধানের অনুমতি সাপেক্ষে গ্রাম পঞ্চায়েতের সচিব ই-টেন্ডার প্রক্রিয়া শুরু করেন।

উপপ্রধান তাপস মণ্ডলের অভিযোগ, ই-টেন্ডার করার আগে কোনও আইন মানা হয়নি। সাধারণ সভা কিংবা অর্থ উপসমিতির কোনও অনুমোদনই নেওয়া হয়নি। সরাসরি ই-টেন্ডার করা হয়েছে। টেন্ডার সংক্রান্ত আলোচনার জন্য ৩ ফেব্রুয়ারি অর্থ উপসমিতি সভা ডাকা হয়। সেই সভায় টেন্ডার প্রক্রিয়ার অনিয়মের বিরুদ্ধে সোচ্চার হন উপপ্রধান। তিনি অনুমোদন সংক্রান্ত নথিতে সই পর্যন্ত করেননি।'

অভিযোগে সোচ্চার

- উপপ্রধান তাপস মণ্ডলের অভিযোগ, ই-টেন্ডার করার আগে কোনও আইন মানা হয়নি
- সাধারণ সভা কিংবা অর্থ উপসমিতির কোনও অনুমোদনই নেওয়া হয়নি
- অনুমোদন সংক্রান্ত নথিতে সই পর্যন্ত করেননি উপপ্রধান

তৃণমূলের আরেক পঞ্চায়েত সদস্য মৃণালরঞ্জন রায়ের কথায়, 'ওই ই-টেন্ডার নিয়ম মেনে করা হয়নি। বিষয়টি নিয়ে অনেকেই প্রতিবাদ করেছেন। তবে পরে জানতে পেরেছি, জেলা প্রশাসনের নির্দেশে তড়িঘড়ি ওই কাজগুলির টেন্ডার করা হয়েছে। প্রধান ও সচিবকে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।'

গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান সান্ত্বনা সিংহের বক্তব্য, 'এটা অনিচ্ছাকৃত ভুল। হঠাৎ জেলা প্রশাসন থেকে নির্দেশ আসে পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের টাকার কাজের টেন্ডার ৩১ জানুয়ারির মধ্যে করতেই হবে। তাই তড়িঘড়ি ই-টেন্ডার করা হয়। জেলা প্রশাসনের চাপ এবং এলাকার কাজের স্বার্থে এটা করা হয়েছিল। ৩ ফেব্রুয়ারি অর্থ উপসমিতির সভায় কাজগুলি অনুমোদন করিয়ে নেওয়া হয়েছে।' কোনও দুর্নীতি কিংবা অনিয়ম হয়নি বলে দাবি তাঁর।

তবে তৃণমূল পরিচালিত গ্রাম পঞ্চায়েতে তৃণমূলেরই প্রধান, উপপ্রধান ও দলীয় সদস্যদের একাংশের অন্তঃকলহ দলকে বিড়ম্বনায় ফেলেছে। তৃণমূলের খড়িবাড়ি ব্লক সভাপতি মুকুল সরকারের বক্তব্য, 'রানিগঞ্জ পানিশালি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান উন্নয়নমূলক কাজ কিংবা পঞ্চায়েতের বিষয় নিয়ে দলের সঙ্গে কোনও আলোচনাই করেন না। দল প্রশাসনিক বিষয়ে কোনও পদক্ষেপ করে না।' তাঁর বক্তব্য, 'যদি নিজেদের মধ্যে গণ্ডগোল করে কেউ দলকে কালিমালিপ্ত করতে চেষ্টা করে তবে দল ব্যবস্থা করবে।'

ছিনতাই হওয়া ৫০ হাজার টাকা উদ্ধার

শিলিগুড়ি, ৯ ফেব্রুয়ারি : শিলিগুড়িতে বৃদ্ধের টাকা ছিনতাইয়ের ঘটনায় আগেই অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছিল শিলিগুড়ি থানার পুলিশ। এবার তাঁকে হেপাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে ছিনতাই হওয়া টাকাও উদ্ধার করেছেন পুলিশকর্মীরা। ছিনতাই হওয়া ৫০ হাজার টাকার পুরোটাই উদ্ধার হয়েছে। সমস্ত টাকা কোর্টের মাধ্যমে ওই বৃদ্ধকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে বলে শহরের পুলিশকর্তারা জানিয়েছেন।

গত সোমবার এনজেপি থানার ভক্তিনগর এলাকার একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক থেকে পেনশনের ৫০ হাজার টাকা তুলে বাড়িতে ফিরছিলেন বছর ৭২-এর স্বপনকুমার লাহিড়ি। কিন্তু দাদাভাই মোড়ের কাছে টোটো থেকে নামতেই ছিনতাইকারী দল এসে তাঁর হাত থেকে ব্যাগ ছিনিয়ে নিয়ে যায়।

ওই রাতেই স্বপনবাবু থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে অভিযুক্তকে আগেই গ্রেপ্তার করেছিল শিলিগুড়ি থানার পুলিশ। এবার তাকে হেপাজতে নিয়ে খোয়া যাওয়া টাকাও উদ্ধার করা হয়েছে।

পথ দুর্ঘটনায় মৃত ২

বাগডোগরা, ৯ ফেব্রুয়ারি : বৃহস্পতিবার ভোরে বাগডোগরার অদূরে কেষ্টপুরে এশিয়ান হাইওয়ে-২ মহাসড়কে পথ দুর্ঘটনায় দুজনের মৃত্যু হয়। দুর্ঘটনায় গাড়ির চালক সহ ৮ জন আহত হয়েছেন। মৃতদের নাম বিজয় শর্মা (৪৫), মাধব শর্মা(৩৭)। তাঁদের বাড়ি অসমের তিনসুকিয়ার আমগুড়িতে। তাঁরা সম্পর্কে দুই ভাই। ওই দুই ব্যক্তি নেপালে চোখের চিকিৎসার জন্য যাচ্ছিলেন। অসম থেকে রাতের ট্রেনে এনজেপিতে পৌঁছে এদিন ভোর সাড়ে চারটা নাগাদ একটি গাড়ি করে তাঁরা নেপালের দিকে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ ওই এলাকায় এসে গাড়িটি দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। গাড়িটি দুমড়েমুচড়ে যায়। ভোরবেলা জনমানবহীন ওই এলাকায় চালক সহ ৮ জন যাত্রী গাড়ির মধ্যে আটকে পড়েন। পরে স্থানীয় দুজন বাসিন্দা তাঁদের উদ্ধার করেন। খবর পেয়ে থানার টহলদারি ভ্যানের পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। গাড়ির দরজা ভেঙে তাঁদের বের করা হয়। এরপর তাঁদের হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়।

বিজয় ও মাধবের ছোট ভাই দিবাকর শর্মা বলেন, 'মাধবের চোখের চিকিৎসার জন্য তাঁরা নেপালের বির্তা মোড়ে যাচ্ছিলেন। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে আমি বিমানে বাগডোগরায় আসি।' পুলিশ জানিয়েছে, দুর্ঘটনার কারণ জানা যায়নি। প্রাথমিক অনুমান, কোনও গাড়ির সঙ্গে সংঘর্ষ হয়েছে অথবা রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা কোনও বড় গাড়ির পিছনে ধাক্কা মেরেছে। কিন্তু কোন গাড়ি তা জানা যায়নি।

চা বাগানে শুভ সংকেত

নাগরাকাটা, ৯ ফেব্রুয়ারি : বহু প্রতীক্ষিত মাঘের বৃষ্টি হল ডুয়ার্সে। এতে চা বাগানগুলি উপকৃত হবে বলেই মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। গত বুধবার রাতে আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়ি জেলার বিভিন্ন চা বাগান এলাকায় বৃষ্টি হয়েছে। কোথাও কোথাও বৃষ্টির পরিমাণ প্রায় এক ইঞ্চি ছিল বলে সংশ্লিষ্ট মহল জানাচ্ছে। চা গবেষণা সংস্থা (টিআরএ)-র উত্তরবঙ্গ আঞ্চলিক গবেষণা ও উন্নয়নকেন্দ্রের কনসালট্যান্ট ডঃ বাদল লস্কর জানান, এতে মাটির আর্দ্রতা বাড়বে। নতুন কুঁড়ি আসার প্রক্রিয়ায় গতি আসবে।

উদ্ধার হওয়া টিয়া। বৃহস্পতিবার। ছবি : সূত্রধর

টিয়াপাখি সহ ধৃত

শিলিগুড়ি, ৯ ফেব্রুয়ারি : গোপন সূত্রে খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে ২৭টি টিয়াপাখি সহ একজনকে গ্রেপ্তার করলেন ডাবগ্রাম রেঞ্জের বনকর্মীরা। বৃহস্পতিবার দুপুরে ভুজিয়াপানি এলাকায় অভিযান চালিয়ে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃতের নাম গোপাল কুণ্ডু। অভিযুক্ত ভুজিয়াপানিরই বাসিন্দা। ধৃতকে শুক্রবার জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে তোলা হবে।

ডাবগ্রামের রেঞ্জ অফিসার শ্যামাপ্রসাদ চাকলাদার বলেন, 'অভিযুক্তের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরেই অভিযোগ আসছিল। সেই খবরের ভিত্তিতেই অভিযান চালানো হয়েছে।'

বেশ কিছুদিন ধরেই বৈকুণ্ঠপুরের জঙ্গল থেকে টিয়াপাখি ধরে বাজারে বিক্রির অভিযোগ উঠছিল ওই যুবকের বিরুদ্ধে। তার খোঁজে বন দপ্তর তল্লাশি চালাচ্ছিল। বৃহস্পতিবার বন দপ্তরের কাছে খবর আসে, অভিযুক্ত ব্যক্তি বাড়ির আশপাশে টিয়াপাখি সমেত ঘোরাফেরা করছে। খবর পেয়েই ওই বাড়িতে হানা দেন ডাবগ্রাম রেঞ্জের বনকর্মীরা। অভিযুক্তকে হাতেনাতে ধরা হয়। ২৭টি টিয়াপাখি উদ্ধার করা হয়।

পৃথক ইউনিয়ন

প্রশ্নে তৃণমূলের ২ শ্রমিক নেতা

জলপাইগুড়ি, ৯ ফেব্রুয়ারি : তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য নেতৃত্ব স্পষ্ট নির্দেশ দিয়ে জানিয়েছিল, চা বাগানগুলিতে দলের একটিই শ্রমিক ইউনিয়ন থাকবে। তৃণমূল প্রভাবিত একাধিক চা শ্রমিক ইউনিয়নগুলিকে এক ছাতার তলায় এনে তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়ন গঠন করা হয়। কিন্তু তার পরেও প্রশাসনের ডাকা ত্রিপাক্ষিক বৈঠকগুলিতে এখনও পৃথকভাবে উপস্থিত থাকছেন তরাই-ডুয়ার্স প্ল্যান্টেশন ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের স্বপন সরকার ও চা বাগান তৃণমূল মজদুর ইউনিয়নের মিঠু মোহন্ত। দুজনেই তৃণমূলের নেতা। এর মধ্যে মিঠু আইএনটিটিইউসি'র প্রাক্তন জেলা সভাপতিও ছিলেন। বিষয়টিকে ভালো চোখে দেখছেন না চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়নের নেতারা। বিষয়টি নিয়ে রাজনৈতিক মহলেও জল্পনা ছড়িয়েছে।

তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কমিটির সহ সভাপতি হারাধন দাসের বক্তব্য, 'বিষয়টি দলের শ্রমিক ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় নেতারা দেখছেন।'

র‍্যাশনে চালের বদলে উপভোক্তাকে টাকা

রণজিৎ বিশ্বাস

রাজগঞ্জ, ৯ ফেব্রুয়ারি : রাজগঞ্জের এক র‍্যাশন ডিলারের বিরুদ্ধে দুয়ারে র‍্যাশন প্রকল্পে চালের পরিবর্তে টাকা দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগ, বৃহস্পতিবার বিন্নাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের ভাণ্ডারীগছের র‍্যাশন ডিলারের তরফে দুয়ারে র‍্যাশনে আতপ চালের পরিবর্তে উপভোক্তাদের হাতে কেজি প্রতি ১৫ টাকা করে ধরিয়ে দেওয়া হয়। স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য ববিতা মণ্ডল দাস বিষয়টি ব্লক প্রশাসনকে জানিয়েছেন। অভিযুক্ত র‍্যাশন ডিলার ঘটনাটি অস্বীকার করেছেন। রাজগঞ্জের ফুড ইনস্পেকটর মহম্মদ বাইতুল ইসলাম বলেন, 'র‍্যাশনে চালের পরিবর্তে টাকা দেওয়া যায় না। বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দেখব।'

সাধারণ মানুষের সুবিধার জন্য রাজ্য সরকার দুয়ারে র‍্যাশন প্রকল্প চালু করেছে। ধারাবাহিক ওই প্রকল্প চালু হওয়ায় রাজ্য সরকার বাহবা পেয়েছে। এদিন সেল্টারবাড়ি গ্রামে ভাণ্ডারীগছের

> "র‍্যাশনে চালের পরিবর্তে টাকা দেওয়া যায় না। বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দেখব।'
>
> **-মহম্মদ বাইতুল ইসলাম**
> *ফুড ইনস্পেকটর*

করিম ফার্ম ডিলারের তরফে দুয়ারে র‍্যাশন দেওয়া হয়। তবে উপভোক্তাদের বরাদ্দ আতপ চাল দেওয়া হয়নি। চালের পরিবর্তে টাকা দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। পরিতোষ রায় নামে এক উপভোক্তা বলেন, 'ডিলার এদিন দুয়ারে র‍্যাশনে আতপ চাল নিয়ে আসেননি। আমার ১২ কেজি আতপ চাল পাওয়ার কথা। চাল কয়েকদিন পরে আসবে বলে আমাকে জানানো হয়। তাই এদিন টাকা নিতে বলা হয়। নিরুপায় হয়ে টাকা নিয়েছি। প্রায় সবাইকে এভাবে টাকা দিয়েছে। তবে এটা ঠিক নয়। ১৫ টাকা কেজিতে বাজারে চাল পাওয়া যায় না।'

স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য ববিতা মণ্ডল দাসের বক্তব্য, 'এদিন অভিযোগ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই স্বামীকে ঘটনাস্থলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তাঁর স্বামী ঘটনাটি স্বচক্ষে দেখার পর প্রতিবাদ করেন। কয়েকজন গ্রাহকও প্রতিবাদ জানান। ঘটনাটি ফোনে রাজগঞ্জের বিডিওকে জানানো হয়।' পঞ্চায়েত সদস্যর স্বামী অর্জুন মণ্ডলের অভিযোগ, 'অন্য উপভোক্তাদের মতো আমার বাবাকেও চালের পরিবর্তে টাকা দেওয়া হয়। একজন ডিলার পণ্যের বদলে এভাবে টাকা দিতে পারেন না। অনেক গরিব পরিবার আছে যারা র‍্যাশনের চালের ভাত খায়। তারা খুব সমস্যায় পড়বে। বাজারে ১৫ টাকায় কোনও চাল পাওয়া যায় না। তাই প্রশাসনের বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখা উচিত।'

এধরনের ঘটনার বিষয়ে ওয়াকিবহাল নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক ব্যক্তি বলেন, 'অনেক ডিলার ডিস্ট্রিবিউটারের কাছ থেকে চাল নেওয়ার সময় বেশি দামে তা অন্য কারও কাছে বিক্রি করে দিচ্ছেন। পরে র‍্যাশনে চাল না আসার অজুহাত দিয়ে উপভোক্তাদের হাতে ১৫ টাকা করে ধরিয়ে দেন।'

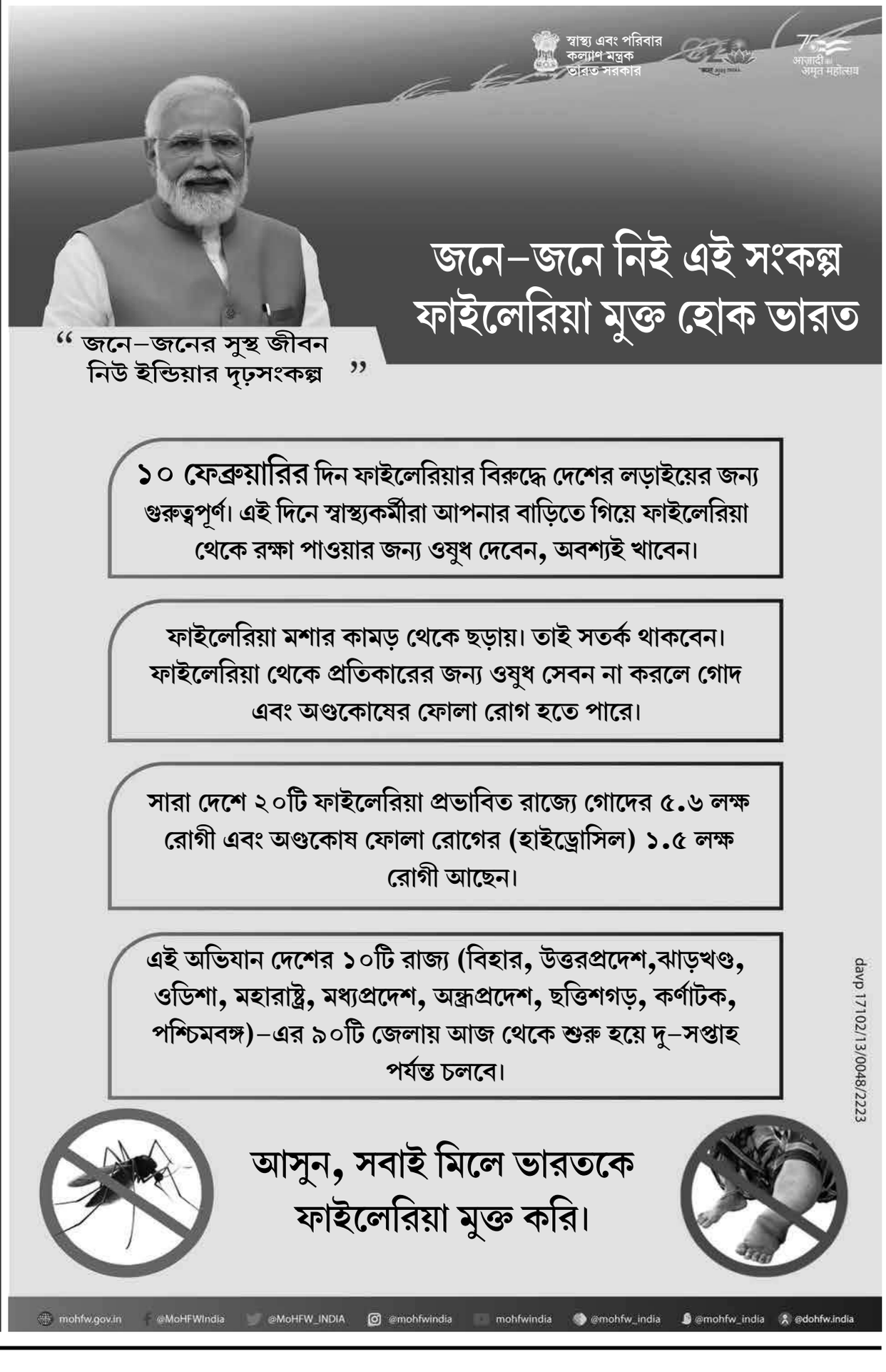

সিকিমে বিধানসভার বিশেষ অধিবেশন

সুপ্রিম সিদ্ধান্তে কৃতিত্বের যুদ্ধ

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ৯ ফেব্রুয়ারি : পর্যবেক্ষণ সংশোধনের কৃতিত্ব কার, সিকিমে শুরু হল নতুন রাজনৈতিক লড়াই। বছর ঘুরলে বিধানসভা নির্বাচন থাকায় সলতে পাকাতে কৃতিত্ব নিয়ে প্রত্যেকটি দলই ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ময়দানে নেমে পড়েছে। যার আঁচ পড়েছে বিধানসভার বিশেষ অধিবেশনেও।

সুপ্রিম কোর্টের পর্যবেক্ষণকে কেন্দ্র করেই বৃহস্পতিবার বিশেষ অধিবেশন বসেছিল। বুধবারই পর্যবেক্ষণ সংশোধনের সিদ্ধান্ত নেয় দেশের শীর্ষ আদালত। তার জন্য এদিনের অধিবেশনে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের উদ্যোগের প্রশংসা করা হয়। এর মধ্যে এদিন নতুন করে ইনার লাইন পারমিট কার্যকর করার আশ্বাস দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী প্রেম সিং তামাং। তাঁর এই পদক্ষেপের মধ্যেও বিধানসভা নির্বাচনের কৌশল দেখছে রাজনৈতিক মহল।

সিকিমের নেপালিরা বিদেশি বংশোদ্ভূত'-২১ জানুয়ারির এই পর্যবেক্ষণ সরকারি রিভিউ পিটিশনের পরিপ্রেক্ষিতে বুধবার সংশোধনের সিদ্ধান্ত নেয় সুপ্রিম কোর্ট। ফলে বৃহস্পতিবারের বিশেষ অধিবেশন কেন, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছিল। কিন্তু কয়েকটি আইন সংশোধনের ব্যাপারে এদিনের অধিবেশনে আলোচনা হলেও 'সংশোধন' কৃতিত্ব নিয়েই বেশি সময় ব্যয় করেন বিধায়করা। সুপ্রিম কোর্টের পর্যবেক্ষণকে কেন্দ্র করে রাজ্যে প্রথম আন্দোলনে নেমেছিল সিকিম ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (এসডিএফ)।

টানা দু'দিনের বনধ ডাকে এসডিএফ। অধিবেশনে যা উল্লেখ করে দলের শীর্ষ নেতা তথা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী পবনকুমার চামলিং বলেন, 'এসডিএফ আন্দোলনে নামাতেই শাসকদল সুপ্রিম কোর্টে রিভিউ পিটিশন দাখিলের ব্যাপারে তৎপর হয়। সাধারণ মানুষ তা বুঝতে পারছেন।'

কৌশলী মুখ্যমন্ত্রী	দেশের শীর্ষ আদালত
■ সুপ্রিম কোর্টের পর্যবেক্ষণকে কেন্দ্র করে বৃহস্পতিবার বিশেষ অধিবেশন বসে	■ এদিন ইনার লাইন পারমিট কার্যকর করার আশ্বাস দিয়েছেন প্রেম সিং তামাং
■ বুধবারই পর্যবেক্ষণ সংশোধনের সিদ্ধান্ত নেয়	■ তাঁর এই পদক্ষেপের মধ্যে বিধানসভা নির্বাচনের কৌশল দেখছে রাজনৈতিক মহল

বুধবার ১২ ঘণ্টার বনধ ডেকেছিল সিকিম নাগরিক সমাজ ও জয়েন্ট অ্যাকশন কমিটি।

এই বনধকে সমর্থন করে রাজ্যের শাসকদল সিকিম ক্রান্তিকারী মোর্চা (এসকেএম)। তাঁরাও যে আন্দোলনে শামিল হয়েছিলেন, তা এদিন তুলে ধরেন এসকেএম বিধায়করা। সুপ্রিম কোর্টে রিভিউ পিটিশন দাখিলের ক্ষেত্রে সরকারের উদ্যোগের কথা তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী প্রেম সিং তামাং। সেইসঙ্গে তিনি ইনার লাইন পারমিট কার্যকর করার জন্য কমিটি গঠনের প্রসঙ্গ তুলে ধরেন। কেন্দ্র অনুমতি দিলে তবেই কোনও রাজ্য ইনার লাইন পারমিট কার্যকর করতে পারে।

জয়েন্ট অ্যাকশন কমিটি ও সিকিম নাগরিক মঞ্চের প্রতিনিধিদের নিয়ে দিল্লি উড়ে গিয়েছিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলারাম থাপা। এদিনের অধিবেশনে বিজেপি বিধায়করা তা তুলে ধরেন।

বিজেপি রাজ্য সভাপতির বক্তব্য, তিনিই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা'র কাছে সিকিম পরিস্থিতির কথা তুলে ধরেন। আইনি দিক দিয়ে সুরক্ষার জন্য কথা বলেন কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী কিরেন রিজিজুর সঙ্গে। এরপরেই কেন্দ্র সুপ্রিম কোর্টে রিভিউ পিটিশন দাখিলের সিদ্ধান্ত নেয়। ভোট যত এগিয়ে আসবে, ততই রাজনৈতিক দলগুলি 'সংশোধন'-কে সামনে নিয়ে আসবে বলে মনে করা হচ্ছে।

মেঘালয়ের ভোটে আশাবাদী ঘাসফুল শিবির

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ৯ ফেব্রুয়ারি : ত্রিপুরার তুলনায় মেঘালয়ের বিধানসভা ভোটে বেশি ভালো ফল আশা করছে তৃণমূল। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছ থেকে সেরকম আভাস পেয়েই দ্বিতীয়বার মেঘালয়ে প্রচারে যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

এরাজ্যে পঞ্চায়েত ভোট ছাড়াও ত্রিপুরা ও মেঘালয়ের বিধানসভা ভোটে দলের মূল দায়িত্বে রয়েছেন অভিষেক। দলনেত্রীকে সঙ্গে নিয়ে ওই দুই রাজ্যে গিয়ে এক দফা দলের প্রচারও সেরে এসেছেন তিনি। সেই অভিজ্ঞতা থেকে অভিষেকের ধারণা, ত্রিপুরার চেয়ে তুলনামূলকভাবে এবার মেঘালয়ে দলের ফল ভালো হবে। আর এই আশায় দলনেত্রীকে সঙ্গে নিয়ে আবার ওই রাজ্যে প্রচারে যেতে চান তিনি বলে ঘনিষ্ঠমহলকে জানিয়েছেন। বৃহস্পতিবার নবান্নে মুখ্যমন্ত্রীর সচিবালয়ের খবর ২১ ফেব্রুয়ারি উত্তরবঙ্গ হয়ে পরদিন ২২ ফেব্রুয়ারি মুখ্যমন্ত্রীর শিলং যাওয়ার কথা। ওইদিন মেঘালয়ের বিধানসভা ভোটে দলের হয়ে প্রচার করবেন তিনি। সঙ্গে থাকবেন অভিষেক। এমনিতেই ত্রিপুরার তুলনায় মেঘালয়ের ভোটে এবার বেশি আসনে প্রার্থী দিয়েছে তৃণমূল। ৬০ আসন বিশিষ্ট ত্রিপুরা ও মেঘালয়ে প্রার্থী দিয়েছে তৃণমূল। ত্রিপুরায় ২৮টি ও মেঘালয়ে ৫৫টি আসনে লড়ছে তৃণমূল। তুলনায় মেঘালয়ে দলের পরিস্থিতি ভালো হওয়ায় সেখানে বেশি প্রার্থী দেওয়া হয়েছে।

রাজ্যপালের ভাষণের ওপর আলোচনার পর ১৫ ফেব্রুয়ারি রাজ্য বাজেট পেশ করার কথা অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের। তারপর চলবে বাজেট নিয়ে আলোচনা। এই ব্যস্ততার মাঝেও একদিনের মেঘালয় সফরের সুযোগ নিতে চান মুখ্যমন্ত্রী।

২৩ ফেব্রুয়ারি রাজ্যে মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হচ্ছে। তার আগে আপাতত বন্ধ থাকবে বাজেট অধিবেশন। ২১ বা ২২ ফেব্রুয়ারি অধিবেশন বন্ধ থাকতে পারে। ২১ ফেব্রুয়ারি ভাষা দিবস। ওইদিন কয়েকটি অনুষ্ঠানে প্রতিবার যোগ দিয়ে থাকেন মুখ্যমন্ত্রী। এবারও তাঁর সেই কর্মসূচি বহাল থাকবে বলে তাঁর সচিবালয়ের খবর।

সুমনকে সহযোগিতার আশ্বাস সৌরভের

জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার, ৯ ফেব্রুয়ারি : বিজেপির ঘর থেকে সুমন কাঞ্জিলালকে ভাঙিয়ে আনাকে এখন ট্রাম্পকার্ড করতে চাইছে তৃণমূল। দলের সর্বোচ্চ মহল থেকে কড়া বার্তা আসায় জেলার কোনও নেতাই আর সুমন-বিরোধিতার পথে হাঁটার সাহস করছেন না। বৃহস্পতিবার কলকাতা থেকে মুখ্যমন্ত্রীর ভার্চুয়াল উদ্বোধন করা আলিপুরদুয়ারের একগুচ্ছ প্রকল্পে জেলায় আনুষ্ঠানিক সূচনায় হাজির ছিলেন সুমন। শুধু তাই নয়, কোচবিহারের মাথাভাঙ্গায় ১১ ফেব্রুয়ারি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভার জন্য এদিন তদারকি করতে তৃণমূলের কোচবিহার জেলা সভাপতি অভিজিৎ দেভৌমিকের পাশে দেখা যায় সুমনকে।

খোদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সুমনকে কলকাতায় তাঁর অফিসে ডেকে হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। দু'দিনের মাথায় আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালের রোগীকল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান পদে বসানো হয়েছে সুমনকে। ওই পদে আগে ছিলেন এসজেডিএ'র চেয়ারম্যান সৌরভ চক্রবর্তী। সুমন দলে আসার পরই সৌরভের দিদি শর্মিষ্ঠা সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেন- আমাদের মাটি কামড়ে লড়াইগুলোর কোনও দাম রইল না। এমনকি সৌরভ নিজেও অর্থবহভাবে পোস্ট করেন- শুধু আসা-যাওয়া, শুধু স্রোতে ভাসা।

আলিপুরদুয়ারে একসময় একসঙ্গে ছাত্র পরিষদ করে আসা সৌরভ ও সুমনের সম্পর্ক কোনওদিনই মাখো মাখো ছিল না, সেকথা সকলেই জানেন। ফলে সৌরভের পোস্ট নিয়ে ঝড় উঠতে শুরু করে। বিতর্কের আঁচ বাড়তেই তড়িঘড়ি সৌরভ নিজেই ড্যামেজ কন্ট্রোলে নামেন। বৃহস্পতিবার সুমন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'ও আমার বন্ধু। আমাদের দলে আসাকে স্বাগত জানাই। আমরা একসঙ্গে আরও বেশি কাজ মানুষের জন্য করতে পারব।'

পুলিশকর্মীকে খুন

কিশনগঞ্জ, ৯ ফেব্রুয়ারি : বিহারের কাটিহারের কোরা থানা এলাকার ৮১ নম্বর জাতীয় সড়কে ভাতবাড়া গ্রামের কাছে এক মহিলা পুলিশকর্মী প্রভা কুমারী (২২)-কে অজ্ঞাতপরিচয় দুষ্কৃতীরা গুলি করে বুধবার রাতে খুন করে। দুষ্কৃতীরা যুবতীর কানের নীচে গুলি করেছে। বুধবার রাতেই কোরা পুলিশ মৃতদেহ ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্যে কাটিহার সদর হাসপাতালে পাঠায়। ঘটনায় এলাকার পুলিশ মহলে ব্যাপকভাবে চাঞ্চল্যের তৈরি হয়েছে। মৃতা কাটিহার পুলিশ লাইনে কনস্টেবল পদে কর্মরত ছিলেন। যদিও খুনের মোটিভ সম্পর্কে পুলিশ কিছুই জানায়নি। তবে প্রেমজনিত কারণে এই হত্যা বলে জানা গিয়েছে। বৃহস্পতিবার কাটিহারের পুলিশ সুপার জিতেন্দ্র কুমার জানান, এদিন চিরুনি তল্লাশি করে নিহতের প্রেমিককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

পঙ্কজের সাসপেনশন ঝুলেই

শিলিগুড়ি, ৯ ফেব্রুয়ারি : শিলিগুড়ির সেই বিতর্কিত শিক্ষক পঙ্কজ বর্মনের 'সাসপেনশন' নিয়ে স্কুলের তরফে বোর্ডের কাছে চিঠি পাঠানো হয়েছে ইতিমধ্যেই। কিন্তু সেই চিঠির উত্তর তো বৃহস্পতিবার রাত পর্যন্ত আসেনি। তাই ১৪ দিন গারদের ওপারে কাটিয়ে আসার পরেও পঙ্কজ আদৌ সাসপেন্ড কি না, তা কিন্তু এখনও স্পষ্ট নয়।

যদিও মনে করা হচ্ছে, বোর্ড থেকে সাসপেনশনের বিষয়ে সবুজ সংকেতই মিলবে। তেমনটা ধরে নিয়েই পরবর্তী পদক্ষেপ করার দিকে এগোচ্ছে শিলিগুড়ির ওই স্কুল কর্তৃপক্ষ। আর যতদিন না সেই উত্তর আসে, ততদিন পঙ্কজকে উপস্থিতির রেজিস্টারে স্বাক্ষর করতে দেওয়া হবে না বলেও সিদ্ধান্ত নিয়েছে বরদাকান্ত বিদ্যাপীঠ কর্তৃপক্ষ।

এবিষয়ে বিদ্যালয়ের পরিচালন সমিতির সভাপতি ধীমান বসুর বক্তব্য, 'স্কুলের তরফে একপ্রকার পঙ্কজকে সাসপেন্ড করেই রাখা হয়েছে। স্কুলে তিনি কোনও কাজ করতে পারবেন না।' ধীমানবাবুর বক্তব্য, সরকারি চিঠি আসা শুধু সময়ের অপেক্ষা। কারণ, এই ধরনের ঘটনায় স্কুলের তরফে যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, সেটাতেই বোর্ড সম্মতি জানায়। তিনি বলেন, 'আশা করছি, শুক্রবার বোর্ডের তরফে উত্তর মিলবে।'

অপরদিকে, পঙ্কজ ইস্যুতে দেরি করে হলেও ধারাবাহিক কর্মসূচি পালন করছে রাজনৈতিক দলগুলি। অভিযুক্ত শিক্ষককে বরখাস্ত করার দাবিতে এদিন দার্জিলিং জেলা এসএফআইয়ের তরফে স্কুলের প্রধান শিক্ষককে একটি স্মারকলিপি দেওয়া হয়। যদিও এদিন পঙ্কজ বিদ্যালয়ে যাননি। বুধবারই বিদ্যালয়ের পরিচালন সমিতির তরফে ওই শিক্ষককে সাসপেন্ড করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল।

নতুন সম্পর্কে বিল গেটস

নিউ ইয়র্ক, ৯ ফেব্রুয়ারি : নতুন সম্পর্কে জড়ালেন মাইক্রোসফট কর্ণধার বিল গেটস। জল্পনা তেমনই। দীর্ঘ ৩০ বছরের দাম্পত্যজীবনে ইতি টেনেছেন গত বছর। তাঁর নয়া প্রেমিকার নাম পলা হার্ড। তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থা অরাকলের সিইও মার্ক হার্ডের স্ত্রী পলা হার্ড। ক্যানসারে ২০১৯ সালে মৃত্যু হয় মার্কের। প্রথমে তথ্যপ্রযুক্তি কর্মী হিসাবে কেরিয়ার শুরু করলেও বর্তমানে নানারকম সমাজকল্যাণমূলক কাজ এবং ইভেন্ট প্ল্যানার হিসেবে কাজ করেন তিনি। ক্যাথরিন ও কেলি নামে দুই কন্যা রয়েছে পলা ও মার্কের।

তবে নতুন সম্পর্ক নিয়ে কিছুই জানাননি বিল গেটস। সরাসরিভাবে মুখ খোলেননি মাইক্রোসফটের প্রতিষ্ঠাতা। কয়েকদিন আগে অস্ট্রেলিয়া ওপেনের ফাইনাল দেখতে মেলবোর্নে হাজির হয়েছিলেন। সেই ছবি সম্প্রতি ভাইরাল হয়েছে। হাতে হাত রেখে নতুন প্রেমিকার সঙ্গে গেটসের একাধিক ছবিও ছড়িয়ে পড়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়।

প্রধান বিচারপতি পদে সুপারিশ

শিলিগুড়ি, ৯ ফেব্রুয়ারি : কলকাতা হাইকোর্টের নতুন প্রধান বিচারপতি পদে বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানমের নাম সুপারিশ করল সুপ্রিম কোর্টের কলেজিয়াম। আগামী মাসে বর্তমান প্রধান বিচারপতি প্রকাশ শ্রীবাস্তব অবসর নেবেন। কেন্দ্র কলেজিয়ামের সুপারিশ মানলে প্রধান বিচারপতি শিবজ্ঞানম হতে পারেন।

বৃহস্পতিবার শীর্ষ আদালতের কলেজিয়াম বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানিয়েছে, আগামী ৩০ মার্চ বিচারপতি হিসাবে মেয়াদ শেষ হচ্ছে প্রধান বিচারপতি শ্রীবাস্তবের। ওই শূন্যপদে দায়িত্ব নেবেন শিবজ্ঞানম।

বিচারপতি শিবজ্ঞানমের জন্ম তামিলনাড়ুতে। ১৯৮৬ সালে আইনজীবী হিসাবে তাঁর নাম নথিভুক্ত হয়। দীর্ঘ ২৩ বছর আইনজীবী পেশায় থাকার পর ২০০৯ সালে মাদ্রাজ হইকোর্টের অতিরিক্ত বিচারপতি হিসাবে শপথ নেন বিচারপতি শিবজ্ঞানম। ২০১১ সালে স্থায়ী বিচারপতি হিসাবে তিনি উত্তীর্ণ হন। ১২ বছর বিচারপতি হিসাবে কাজ করার পর তাঁকে কলকাতা হাইকোর্টে স্থানান্তরিত করে সুপ্রিম কোর্ট। ২০২১ সালের ২৫ অক্টোবর হাইকোর্টের দ্বিতীয় বর্ষীয়ান বিচারপতি হিসাবে শপথ নেন বিচারপতি শিবজ্ঞানম।

চুরির কিনারা

কিশনগঞ্জ, ৯ ফেব্রুয়ারি ঃ চুরি যাওয়ার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে পাঁচটি গবাদিপশু উদ্ধার করল কিশনগঞ্জ পুলিশের টাস্ক ফোর্স। কোচাধামন থানা এলাকার বুড়িমারি গ্রামের কাছে বুধবার রাতে চুরি গিয়েছিল গবাদিপশুগুলি। পুলিশ বৃহস্পতিবার পিকআপ ভ্যান, ৩৫০০ টাকা, মোটরবাইক, ছয়টি মোবাইল সহ পাঁচজন দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করেছে বলে পুলিশ সুপার ডাঃ এমানুল হক মেগনু জানিয়েছেন।

আবহাওয়া
শুক্রবারের পূর্বাভাস

	সর্বোচ্চ (ডি.সে.)	সর্বনিম্ন (ডি.সে.)
কলকাতা	৩০.০	১৯.০
শিলিগুড়ি	২৫.০	১৩.০
জলপাইগুড়ি	২৬.০	১৩.০
কোচবিহার	২৬.০	১৪.০
আলিপুরদুয়ার	২৬.০	১৪.০
মালদা	২৮.০	১২.০
রায়গঞ্জ	২৭.০	১৩.০
গ্যাংটক	১৬.০	৬.০

শিক্ষিকার বাবার লালসার শিকার ছাত্রী

অভিযুক্তের বাড়ি ভাঙচুর, মারধর

বালুরঘাট, ৯ ফেব্রুয়ারি : সামাজিক অবক্ষয়ের জ্বলন্ত ছবির সাক্ষী থাকল বালুরঘাট শহর। গৃহশিক্ষিকার বাবার যৌন লালসার শিকার হল চতুর্থ শ্রেণির ছাত্রী। এই খবর সামনে আসতেই রণক্ষেত্রের আকার নেয় ওই এলাকা। বুধবার গভীর রাতে উত্তেজিত জনতা অভিযুক্তের বাড়িতে চড়াও হয়। অভিযুক্তকে মারধরের সঙ্গে চলে বাড়ি ভাঙচুর। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যান স্থানীয় কাউন্সিলার। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় পুলিশ। উত্তেজিত জনতার হাত থেকে উদ্ধার করে অভিযুক্তকে বালুরঘাট সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করেন পুলিশকর্মীরা। এনিয়ে বৃহস্পতিবার বালুরঘাট থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন নির্যাতিতার অভিভাবকরা।

স্থানীয় সূত্রে খবর, ওই কিশোরী তারই প্রতিবেশী এক যুবতীর কাছে প্রতিদিন সন্ধেয় টিউশন পড়তে যায়। বুধবারও সে সেখানে পড়তে গিয়েছিল। দিদিমণি তাকে একাই পড়ান। গতকাল তাকে একা রেখে বাড়ির কাছেই একটি দোকানে গিয়েছিলেন দিদিমণি। সেই সময় বাড়িতে ছিলেন দিদিমণির বাবা। অভিযোগ, ওই ছাত্রীকে একা পেয়ে তিনি তার উপর যৌন নির্যাতন চালান। বাড়ি ফিরে কিশোরী সব

কথা তার মাকে খুলে বলে। এরপরেই ঘটনার কথা চাউর হয়ে যায় গোটা এলাকায়। এরপরেই রণক্ষেত্র হয়ে ওঠে এলাকা।

এদিন সকালে বালুরঘাট থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করে ওই কিশোরীর বাবা-মা দোষীর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করেছেন। নির্যাতিতার মা জানিয়েছেন, দীর্ঘ আড়াই বছর ধরে ওই দিদিমণির কাছে পড়ত তাঁর মেয়ে। গতকাল সন্ধেয় তাঁর মেয়েকে যৌন হেনস্তা ও ধর্ষণ করার চেষ্টা করেছেন দিদিমণির বাবা। মেয়ে বাড়িতে এসে শারীরিক অসুস্থতা অনুভব করে। কারণ জানতে চাইলে সে পুরো ঘটনা জানায়। তাঁরা দোষীর কঠোর শাস্তি দাবি করছেন।

স্থানীয় এক বাসিন্দা বলেন, কেউ অন্যায় করলে তার শাস্তি কাম্য। কিন্তু সেটা আইনগতভাবে হওয়া উচিত। কিন্তু কাউন্সিলারের সামনেই কিছু লোকজন যেভাবে অভিযুক্তের বাড়িঘর ভাঙচুর করে তছনছ করেছে, যেভাবে অভিযুক্তকে মারধর করা হয়েছে, তা কাম্য নয়।

অভিযুক্তর মেয়ে বলেন, তাঁর বাবা যদি অন্যায় করেন তার জন্য পুলিশ ও আইন রয়েছে।

কোটি টাকা উদ্ধারে

প্রথম পাতার পর

কলকাতা পুলিশ বৃহস্পতিবার গড়িয়াহাট মোড়ে একটি গাড়ি থেকে নগদ ১ কোটি টাকারও বেশি উদ্ধার করেছে। এই ঘটনায় পুলিশ গাড়ির চালক দুলাল মণ্ডল ও আরোহী মুকেশ সারস্বতকে আটক করেছে। মুকেশের বাড়ি রাজস্থানে।

ইডির হাতে আটক বিক্রম সাকারিয়া তৃণমূলের হিন্দি সেলের নেতা বলে জানা গিয়েছে। মূলত 'ফুড চেন' -এর ব্যবসা তাঁর। কয়লা পাচার মামলায় মূল অভিযুক্ত অনুপ মাঝি ওরফে লালার ডায়ারির সূত্র ধরে বালিগঞ্জের ওই সংস্থার নাম ইডি জানতে পারে। বালিগঞ্জের গজরাজ গোষ্ঠীর দপ্তরে সালাসার নামে একটি গেস্টহাউস ৯ কোটি টাকায় কেনাবেচা হওয়ার খবর জানতে পেরে হানা দেন তদন্তকারীরা।

তাঁদের দাবি, ওই সম্পত্তির বাজার মূল্য ১২ কোটি টাকা হলেও বিক্রির চুক্তিপত্রে কমিয়ে মাত্র ৯ কোটি টাকা দেখানো হয়েছে। এভাবে কালো টাকাকে সাদা করা হচ্ছিল। ওই ৯ কোটি টাকার মধ্যে ১ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা নগদে দেওয়া হয়েছিল। সেই টাকাই উদ্ধার করা হয়েছে।

এই ঘটনার কিছুক্ষণের মধ্যে শুভেন্দু টুইটে জানান, 'ভবানীপুরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপনির্বাচন সামলেছেন যে জিটি ভাই, তাঁর নাম এখন ইডির প্রেস বিবৃতিতে। মুখ্যমন্ত্রী এবং তাঁর রাজনীতিক ভাই কার্তিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গেও দেখা গিয়েছে ওই ব্যক্তিকে। মুখ্যমন্ত্রী এবার স্পষ্ট করবেন, পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের মতো তাঁর বিরুদ্ধেও তিনি কী পদক্ষেপ করবেন?'

মুখ্যমন্ত্রী ও তাঁর ভাইয়ের সঙ্গে জিটি ভাইয়ের ছবিও প্রকাশ করেছেন বিরোধী দলনেতা। বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারও টুইটে বলেন, 'যে বাড়িতে তল্লাশি হয়েছিল, সেই বাড়ির মালিক নাকি মনোজিৎ সিং গ্রেওয়াল। দুর্নীতিকে আশ্রয় না দিলে মাননীয়া দিদি কি হিন্দি শেখার জন্য তাঁকে নিযুক্ত করেছিলেন?' পরে সুকান্ত বলেন, 'মাত্র দেড় কোটি টাকা উদ্ধারে আমি হতাশ। অঙ্কটা ১৫০ কোটি হলে আনন্দিত হতাম।'

গড়িয়াহাটে গাড়িতে নগদ টাকা পাচারের খবর পেয়ে কলকাতা পুলিশের এসটিএফ এবং গুন্ডাদমন শাখার অফিসাররা তল্লাশি শুরু করেন। টাকা উদ্ধারের পর রাতপর্যন্ত আটক দু'জনকে জিজ্ঞাসাবাদ করছেন এসটিএফ এবং গুন্ডাদমন শাখার অফিসাররা। কী কারণে এত টাকা গাড়িতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তার খোঁজ চালাচ্ছে পুলিশ। এই ঘটনায় বড় কোনও চক্র যুক্ত আছে কি না, তারও তদন্ত শুরু হয়েছে।

বালিগঞ্জের ঘটনায় শুভেন্দু, সুকান্তের অভিযোগ সম্পর্কে মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম পালটা বলেন, 'বিজেপি নিজেদের দোষ ঢাকতে কেন্দ্রীয় সংস্থাকে কাজে লাগাচ্ছে।' তৃণমূল নেতা জয়প্রকাশ মজুমদারের কটাক্ষ, 'সারা ভারতে এখন সবচেয়ে বড় প্রশ্ন ১০ লক্ষ কোটি টাকার হেরাফেরিতে যুক্ত আদানির সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর মোদির কী সম্পর্ক?'

ফিরহাদের যুক্তি, 'সংসদে রাহুল গান্ধিও বিমানে মোদি-আদানির গলা জড়িয়ে থাকা ছবি দেখিয়ে উত্তর চেয়েছেন। দেশের সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত নেতা হলেন মোদি। সে বিষয় কিছু বলুন।' তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষের বক্তব্য, 'তদন্তকারী সংস্থা অনেক সময়ই নানা দাবি করে। কিন্তু পরে তা প্রমাণ করতে পারে না। ইডি-সিবিআই বিজেপির হাতে তামাক খেয়ে কাজ করছে। তাদের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে।'

রাজ্যসভার রাশ ধরলেন পিটি ঊষা

নয়াদিল্লি, ৯ ফেব্রুয়ারি : রাজ্যসভায় সভাপতিত্ব করলেন বিশিষ্ট ক্রীড়াবিদ পিটি ঊষা। বৃহস্পতিবার রাজ্যসভায় উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনকর অনুপস্থিত থাকায় ঊষাকে এই দায়িত্ব দেওয়া হয়। এদিন রাজ্যসভার কর্মকাণ্ডের একটি ছোট ভিডিও টুইটারে শেয়ার করেন সাংসদ। সেখানে তিনি বলেন, 'আশা করছি, এভাবেই আরও একটি মাইলফলক তৈরি করব।'

প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ফ্র্যাঙ্কলিন ডি রুজভেল্টকে উদ্ধৃত করে টুইটারে ঊষা লিখেছেন, 'ক্ষমতালাভের সঙ্গে দায়িত্ববোধ জড়িয়ে থাকে। রাজ্যসভার সভাপতির চেয়ারে বসে আজ সেই কথার মর্ম বুঝলাম। জনগণের ওপর আস্থা রেখে এই পথে আরও এগিয়ে যেতে চাই।' ভিডিও প্রকাশ্যে আসতেই কিংবদন্তি ক্রীড়াবিদকে শুভেচ্ছায় ভরিয়ে দেন তাঁর অনুরাগীরা।

রাজ্যসভার চেয়ারপার্সন পদে ঊষাকে দেখে উচ্ছ্বসিত সাংসদরাও। কেরলীয় সাংসদ পিভি আবদুল ওয়াহব বলেন, 'সর্বকালের অন্যতম সেরা এক কেরলীয়কে সংসদের উচ্চকক্ষের শীর্ষপদে দেখে ভালো লাগছে। আমরা গর্বিত। আশা করি, তিনি এখানে অলিম্পিকের মতো না দৌড়ে বিরোধীদের বলার সুযোগ করে দেবেন।' ২০২২ সালের জুলাই মাসে রাজ্যসভায় বিজেপি সাংসদ হিসাবে মনোনীত হন ঊষা। তারপর নভেম্বর মাসে সভাপতি পদে বসেন ইন্ডিয়ান অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের। গত ডিসেম্বরে রাজ্যসভার ভাইস চেয়ারপার্সনের প্যানেলে জায়গা দেওয়া হয় তাঁকে। রাজ্যসভার প্রথম মনোনীত সদস্য হিসাবে এই প্যানেলের অন্তর্ভুক্ত হন ঊষা।

মহিষ পাচারে ধৃত ৪

কিশনগঞ্জ, ৯ ফেব্রুয়ারি : কিশনগঞ্জ সেক্টরের এসএসবি-১২ নম্বর ব্যাটালিয়নের জওয়ানরা বৃহস্পতিবার ভোরে ২৭ নম্বর জাতীয় সড়কে ফড়িংগোলা আবগারি চেকপোস্টে নাকা চেকিংয়ের সময় একটি অসমের নম্বর প্লেট লাগানো ট্রাকের থেকে ৩০টি মহিষ বাংলাদেশ পাচারের আগে আটক করে। ঘটনায় গাড়ির চালক সহ আরও ৩ জনকে আটক করা হয়।

সঠিক কোনও নথিপত্র দেখাতে না পারায় ওই ৪ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। ওই ব্যাটালিয়নের কমান্ডান্ট মুন্না সিং জানান, গোপন সূত্রে খবর পেয়ে সদর থানার পুলিশের সাহায্যে এই সফল অভিযান হয়েছে। তিনি আরও জানান, অমানবিকভাবে ৩০টি পূর্ণবয়স্ক মহিষকে চাপাচাপি করে বিহার থেকে পাঞ্জিপাড়ার দিকে পাচার করা হচ্ছিল। ট্রাক সহ ৩০টি মহিষ ও চারজন পাচারকারীকে কিশনগঞ্জ সদর থানার পুলিশ হেপাজতে তুলে দেওয়া হয়।

ভূগর্ভে বিদ্যুতের তার, তৈরি প্রকল্প

প্রথম পাতার পর

তবে প্রথম পর্যায়ে কোন কোন এলাকায় কাজ হবে, তা স্পষ্ট করে জানা যায়নি। পুরনিগম চাইছে, শহরের নিকাশি ব্যবস্থাও ভূগর্ভস্থ করে তুলতে। কারণ শিলিগুড়ির নিকাশি ব্যবস্থার হালও খুব ভালো নয়। বর্ষাকালে বহু এলাকাতেই জল দাঁড়িয়ে যায়। ভূগর্ভস্থ নিকাশি তৈরি হলে সেই সমস্যা অনেকটাই মিটবে। মাটির নীচে বিদ্যুতের তার বসানোর কাজ শেষ হলেই নিকাশির কাজ শুরু করতে চান গৌতম।

তিনি বলছেন, 'ভূগর্ভস্থ নিকাশি ব্যবস্থাও করে ফেলতে চাইছি। সেটা হলে রাস্তাগুলিকে আরও চওড়া করা যেমন সম্ভব হবে, তেমনই রক্ষণাবেক্ষণের খরচও কমবে। নিকাশিনালা পরিষ্কারে যত কর্মী নিয়োগ করা হয়, তাঁদের আমরা অন্য কাজে লাগাতে পারব। মশা, মাছির সংখ্যাও অনেক কমে যাবে। শহরও পরিষ্কার- পরিচ্ছন্ন থাকবে।'

গৌতম মেয়র হওয়ার পর থেকেই এই প্রকল্প নিয়ে তোড়জোড় শুরু করেছিলেন। কয়েক দফায় তিনি কলকাতা ও শিলিগুড়িতে বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানির কর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন। এরপর একটি সমীক্ষা চালানো হয় গোটা শহরে। গৌতমের যুক্তি, এত দূর পর্যন্ত তার টেনে নেওয়া, ঝড়-বৃষ্টিতে তার ছিঁড়ে যাওয়ার মতো ঘটনা ঘটে। কিন্তু মাটির তলা দিয়ে তার গেলে এই সমস্যাগুলি থাকবে না।

যদিও এদিন এই প্রকল্প বাবদ কত খরচ হবে তা নিয়ে মুখ খুলতে চাননি তিনি।

উদ্ধার শিশু, উচ্ছ্বসিত শা

নয়াদিল্লি ও আঙ্কারা, ৯ ফেব্রুয়ারি ঃ ভূমিকম্প পীড়িত তুরস্কে উদ্ধার অভিযানে বড়সড়ো সাফল্য পেল 'অপারেশন দোস্ত'। গাজিয়ানতে শহরের বেরেনের ধ্বংসস্তূপ থেকে এক ৬ বছরের শিশুকে উদ্ধার করল ভারতের জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী বা এনডিআরএফ। তাদের এই সাফল্যে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। টুইটারে ভারতীয় দলের উদ্ধার অভিযানের একটি ভিডিও শেয়ার করে শা লিখেছেন, 'আমাদের এনডিআরএফের জন্য গর্বিত। তুর্কিতে উদ্ধার অভিযানে গিয়ে টিম ইন্ডিয়া-১১ একটি ৬ বছরের শিশুর জীবন বাঁচিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির তত্ত্বাবধানে আমরা এনডিআরএফকে বিশ্বের সেরা বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী হিসেবে গড়ে তুলতে সংকল্পবদ্ধ।' পরে 'হ্যাশট্যাগ অপারেশন দোস্ত'ও লিখেছেন অমিত শা। ভিডিওতে দেখা গিয়েছে একটি কম্বলে জড়িয়ে স্ট্রেচারে করে এক শিশুকে খুব সাবধানে ধ্বংসস্তূপের বাইরে বের করে আনছে উদ্ধারকারী দল। সেই দলে ইন্ডিয়া লেখা হলুদ হেলমেট পরা লোকজনের সংখ্যাই ছিল বেশি। বুধবার তুরস্কতে ৫১ জনের একটি এনডিআরএফের বাহিনী পাঠায় ভারত। গাজিয়ানতে প্রদেশের নূরদাগি এবং উরফাতে তাদের মোতায়েন করা হয়েছে।

হোমে মৃত্যুতে সিবিআই

প্রথম পাতার পর

সরকারি আইনজীবী অদিতিশংকর চক্রবর্তীর বক্তব্য, 'যে রিপোর্টগুলি আদালতের কাছে পেশ করা হয়েছে, তাতে অসংগতি ছিল। এই মামলার সামগ্রিক বিষয় এখন সিবিআই দেখবে।'

সূত্রের খবর, এদিন আদালতের রায়ের কপি ইতিমধ্যে শিলিগুড়িতে সিবিআই কার্যালয়ে পৌঁছে গিয়েছে। সেইমতো তৎপরতাও শুরু করেছে সিবিআই।

যথারীতি কিশোরের মা এদিনও পুলিশের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগে সরব হয়েছেন। বলছেন, 'আমার কাছ থেকে তদন্তকারী অফিসার দফায় দফায় টাকা নিয়েছে। হোমেও ছেলের ওপর অত্যাচার হত। ওর পেটের মধ্যে কামড়ের দাগ আমি নিজে দেখেছি। হোম কর্তৃপক্ষকে বারবার বলেও কোনও লাভ হয়নি।'

তাঁর আইনজীবী সুমন সেহানবিশ (মণ্ডল)-এর বক্তব্য, 'সর্ষের মধ্যেই ভূত রয়েছে। পুলিশের কাজে চূড়ান্ত গাফিলতি সামনে এসেছে। হোম কর্তৃপক্ষ আবাসিকদের প্রতি যে কোনও নজরই রাখে না, সেটাও কার্যত প্রমাণিত।'

২৮১৯ জনের চাকরি গেল

প্রথম পাতার পর

তার ৫ মিনিটের মধ্যে তাঁদের নিয়োগপত্র প্রত্যাহার করতে মধ্যশিক্ষা পর্ষদকে নির্দেশ দেওয়া হয়।

শিক্ষকদের চাকরি বাতিলের ব্যাপারে এসএসসির চেয়ারম্যান বলেন, 'আমাদের বিধিতে ১৭ নম্বর ধারা প্রয়োগ করে সুপারিশপত্র বাতিল করা যায়। ৮ তারিখ এই মর্মে আমরা আদালতে হলফনামা জমা দিয়েছি। আগামী সপ্তাহে নোটিশ দিয়ে তার প্রক্রিয়া শুরু হবে।'

গ্রুপ-ডি কর্মীদের ব্যাপারে অবশ্য বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের স্প নির্দেশ, যাঁরা কারচুপি করেছে, তাঁদের চাকরির সুপারিশ বাতিল করতে হবে। চাকরি বাতিলের পাশাপাশি গ্রুপ-ডি'র নিয়োগে ওয়েটিং লিস্টের ৬৯৮৮ জনের মধ্যে থেকে ক্রমানুযায়ী শূন্যপদ পূরণও তিনি নির্দেশ দেন। তবে ওয়েটিং লিস্টের কারও ওএমআর শিটে পরবর্তী সময়ে বিকৃতি পাওয়া গেলে তাঁদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের মন্তব্য, 'দেখা যাক এসবের পিছনে কার অদৃশ্য হাত রয়েছে।' তবে এতে সমস্যায় পড়েছে স্কুলগুলি। একসঙ্গে ২৮১৯ জন গ্রুপ-ডি কর্মীর চাকরি চলে গেলে স্কুলগুলিতে সমস্যা তৈরি হতে পারে বলে মনে করছেন শিক্ষক সংগঠনগুলির নেতারা। অ্যাডভান্সড সোসাইটি ফর হেডমাস্টার্স অ্যান্ড হেডমিস্ট্রেসেস-এর রাজ্য সাধারণ সম্পাদক চন্দন মাইতি বলেন, 'আদালতের নির্দেশ নিয়ে আমাদের কিছু বলার নেই। বেআইনিভাবে নিয়োগ হলে আদালত সঠিক সিদ্ধান্তই নেবে। তবে কর্মী কমে গেলে সমস্যা তো স্কুলে হবেই।'

বিমল আর বিনয়ের

প্রথম পাতার পর

২০২০ সালে বিমল গুরুংও সাড়ে তিন বছরের আত্মগোপন পর্ব শেষ করে পাহাড়ে ফেরার জন্য তৃণমূলের হাত ধরেন। সেই সময় থেকেই বিমলের সঙ্গেও দার্জিলিং পুলিশের চারজনের এসকর্টের ব্যবস্থা ছিল। তবে, পুলিশকর্মীরা সাদা পোশাকেই বিমলের কনভয়ে একটি গাড়িতে সর্বক্ষণ থাকতেন। বিমলের পাতলেবাসের বাড়িতেও চারজন পুলিশ সর্বক্ষণের জন্য মোতায়েন ছিল।

২০২১ সালে ১৬ জুলাই বিনয় তামাং অনীত থাপার সঙ্গ ছেড়ে বেরিয়ে যান। কিছুদিনের মধ্যেই তিনি কলকাতায় গিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের ঝান্ডা হাতে তুলে নেন। গত জিটিএ ভোটে তৃণমূলের হয়ে তিনি জয়ী হয়েছিলেন। কিন্তু তার পর থেকেই তৃণমূল বিরোধী অবস্থানে দেখা যাচ্ছে পাহাড়ের এই নেতাকে। বিমল গুরুংয়ের ডাকা গোর্খাল্যান্ড ইস্যুতে জাতীয় সেমিনারে যোগ দিতে দিল্লি যাওয়ার ঘটনাতেই প্রথম বিনয়ের অবস্থান স্পষ্ট হয়। এরপর একাধিক সভায় রাজ্য বিরোধী বক্তব্য রেখেছেন বিনয়। অবশেষে গত মাসে তিনি তৃণমূল ছাড়ার কথা ঘোষণা করেছেন।

পুলিশ সূত্রের খবর, বিনয়ের বাড়িতে তিনজন সশস্ত্র নিরাপত্তারক্ষী মোতায়েন ছিল। বিনয়ের সঙ্গেও চারজন নিরাপত্তারক্ষী ছিল। কার্সিয়াংয়ের এক সময়ের দাপুটে মোর্চা নেতা তথা জিটিএ'র প্রাক্তন চেয়ারম্যান প্রদীপ প্রধান ২০১৬ সালে তৃণমূলে যোগ দিয়েছিলেন। সেই সময় থেকেই প্রদীপের জন্য একজন সশস্ত্র নিরাপত্তারক্ষী বরাদ্দ হয়। তিনি ২৪ ঘণ্টার জন্য প্রদীপের সঙ্গেই থাকতেন। কয়েক বছর ধরে সেভাবে কোনও রাজনৈতিক কর্মসূচিতে অংশ না নেওয়ায় পাহাড়ের রাজনীতিতে প্রদীপ ক্রমশ অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ছিলেন। সম্প্রতি কালিম্পংয়ে বিমল গুরুংয়ের তৈরি ভারতীয় গোর্খাল্যান্ড সংঘর্ষ কমিটির সেমিনারে যোগ দিয়ে রাজ্য বিরোধী বক্তব্য দিয়েছিলেন প্রদীপ। পাশাপাশি গোর্খাল্যান্ড আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সবরকমভাবে সহযোগিতার কথাও বলেছিলেন। এর পরেই প্রদীপের নিরাপত্তায় কোপ বলে মনে করা হচ্ছে।

দার্জিলিং জেলা পুলিশ সূত্রে খবর, রাজ্যের নির্দেশে বৃহস্পতিবার বিমল-বিনয়-প্রদীপের সঙ্গে থাকা মোট ১৬ জন পুলিশকর্মীকেই ফিরিয়ে নেওয়া হয়েছে। মোর্চার সাধারণ সম্পাদক রোশন গিরি, তৃণমূল ত্যাগী নেতা বিনয় তামাং এই বিষয়ে কোনও মন্তব্য করতে রাজ হননি। তবে, প্রদীপ বলেছেন, 'এদিন সকালে আমার নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা পুলিশকর্মী বললেন যে, তাঁকে পুলিশলাইনে চলে যেতে বলেছে। আমার সঙ্গে আর থাকবে না। সরকারের সিদ্ধান্ত, এই নিয়ে আমি আর কিছু বলতে চাই না।'

জীবন্ত শহর আজ মৃত্যুপুরী। তিনদিনের পরেও চলেছে উদ্ধারকাজ। বৃহস্পতিবার তুরস্কের আন্তাকিয়ায়। –এএফপি

ভয়াল ভূমিকম্পে মৃত প্রায় ২০ হাজার

ত্রাণে গাফিলতি সরকারের

আঙ্কারা, ৯ ফেব্রুয়ারি : তুরস্ক ও সিরিয়ায় ভূমিকম্প পরবর্তী ভয়াবহতা দেখছে বিশ্ব। কয়েক হাজার বাড়িঘর মিশে গিয়েছে মাটিতে। নিহতের সংখ্যা প্রায় ২০ হাজার (১৯,৩৩২)। বৃহস্পতিবার পর্যন্ত সিরিয়ায় মৃত্যু হয়েছে ৩,১৬২ জনের। তুরস্কে সংখ্যাটি ১৯,৩৩২। মৃতের সংখ্যা শেষপর্যন্ত কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে তা কারও জানা নেই। দু-দেশের ভয়াবহ ভূমিকম্পের বিধ্বংসী রূপ ধরা পড়েছে উপগ্রহচিত্রেও। ম্যাক্সার টেকনোলজিস সংস্থার উপগ্রহ থেকে তোলা ছবিতে ধরা পড়েছে তুরস্কের দক্ষিণাঞ্চলের শহর আন্তাকিয়া এবং কারামানমারাস সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত। পশ্চিমে আদানা থেকে পূর্বে দিয়ারবাকির, উত্তরে মালাটিয়া থেকে দক্ষিণে হাটয়, গাজিয়ানতেপ শহর নিশ্চিহ্ন হয়েছে। উপগ্রহচিত্রে স্টেডিয়ামে নির্মিত অস্থায়ী ত্রাণশিবিরও দেখা যাচ্ছে।

বিভিন্ন দেশ থেকে তুরস্ক ও সিরিয়ায় ত্রাণ পাঠানো অব্যাহত রয়েছে। তুরস্কে ত্রাণ তৎপরতা কিছুটা বাড়লেও সিরিয়ায় তা চলছে ধীরগতিতে বলে অভিযোগ। সিরিয়াকে সাহায্য করতে সীমান্তের বিধিনিষেধ শিথিল করেছে তুরস্ক। যুদ্ধবিধ্বস্ত আলেপ্পোর অবস্থা শোচনীয়। স্থানীয় বাসিন্দাদের বক্তব্য, যুদ্ধে যা হয়নি, ভূমিকম্প একদিনে সেই ক্ষতি করে দিয়েছে। বৃহস্পতিবার ভারতের ষষ্ঠ দফার ত্রাণসাহায্য পৌঁছেছে তুরস্কে।

ভূমিকম্পের পর প্রবল শীতে উদ্ধারকাজ ব্যাহত হয়েছে দু'দেশেই। এর সঙ্গে যোগ হয়েছে ত্রাণে অব্যবস্থা। তাঁবু, খাবার ও পানীয়ের চূড়ান্ত অভাব। জখম মানুষদের মধ্যে অনেকেরই ভালোভাবে চিকিৎসা মিলছে না। অনেকে অসুস্থ হয়ে পড়ছেন দুর্যোগের ঘনঘটায়। এই পরিস্থিতি অস্থির ও অসহিষ্ণু করে তুলেছে দুর্গত মানুষকে। ভূমিকম্পের পর উদ্ধার ও ত্রাণের ত্রুটি নিয়ে আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমেও তীব্রভাবে সমালোচিত হতে হয়েছে তুরস্ক সরকারকে।

গণ অসন্তোষে প্রলেপ দিতে বুধবারই প্রকাশ্যে 'উদ্ধার ও ত্রাণে গাফিলতি'র কথা স্বীকার করে নেন প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইপ এর্দোগান। যদিও তাঁর মতে, ভূমিকম্প এত আকস্মিক ও ব্যাপক ছিল যে তাৎক্ষণিকভাবে তা সামাল দেওয়া প্রায় অসম্ভব ছিল। এর জন্য আগে থেকে তৈরি থাকাও সম্ভব নয় বলে তিনি জানান। এর পাশাপাশি উদ্ধার ও ত্রাণের ত্রুটির কারণ হিসাবে তিনি চিহ্নিত করেন ভেঙে পড়া রাস্তাঘাট ও পরিবহণ ব্যবস্থাকে। তবে তাঁর দাবি, এই মুহূর্তে পরিস্থিতি পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে প্রশাসনের। বৃহস্পতিবারও তিনি ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত গাজিয়ানতেপ, ওসমানিয়ে ও কিলিস এলাকা পরিদর্শন করেন বলে খবর।

এদিকে প্রেসিডেন্টের বক্তব্য নস্যাৎ করে দেশের বিরোধী দলের প্রধান কামাল কিলিচদারোগ্লু বলেন, 'এর জন্য যদি একজনকেও দায়ী করতে হয়, তবে তিনি প্রেসিডেন্ট এর্দোগান ছাড়া কেউ নন।' পালটা এর্দোগানও বলেন, 'দুর্যোগের পর ঐক্যের প্রয়োজন। এই পরিস্থিতিতে রাজনীতি কাম্য নয়।' এর্দোগান বলেন, দ্রুত পরিস্থিতির উন্নতি হবে।

এদিকে তুর্কি সরকারের পদক্ষেপের সমালোচনা করে সামাজিক মাধ্যমে 'উসকানিমূলক' পোস্ট দেওয়ার অভিযোগে ১৮ ব্যক্তিকে আটক করেছে তুরস্কের পুলিশ। ভূমিকম্প নিয়ে ভুয়ো খবর ও তথ্য রুখতে টুইটার ব্লক করা হয়েছিল। সেটা বৃহস্পতিবার থেকে ফের চালু হয়েছে।

ভূমিকম্প তুরস্ককে স্থানচ্যুতও করেছে বলে দাবি এক ইতালীয় ভূতত্ত্ববিদের। ইতালির ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ জিওফিজিক্স অ্যান্ড ভলকানোলজি (আইএনজিভি)- প্রধান অধ্যাপক কার্লো ডগলিওনি জানিয়েছেন, ৭.৮ মাত্রার ভূমিকম্পের জেরে অনুভূমিক স্লাইডিং ঘটে দুটি প্লেটের। এর ফলে খুব সম্ভবত সিরিয়া থেকে ৫-৬ মিটার (২০ ফুট) সরে গিয়েছে তুরস্ক। ভূমিকম্পের কারণে আন্তোলীয় ও আরবীয় প্লেটের মধ্যে ২২৫ কিলোমিটার দীর্ঘ চ্যুতিরেখা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলেও দাবি ৬৬ বছর বয়সি ভূতত্ত্ববিদের।

> ৭.৮ মাত্রার ভূমিকম্পের জেরে অনুভূমিক স্লাইডিং ঘটে দুটি প্লেটের। এর ফলে খুব সম্ভবত সিরিয়া থেকে ৫-৬ মিটার (২০ ফুট) সরে গিয়েছে তুরস্ক।
> –কার্লো জগলিওনি
> *ইতালীর ভূতত্ত্ববিদ গবেষক*

নেহরু পরিবারই নিশানা নমোর

বিরোধী পক্ষে ফাটল ধরানোর চেষ্টায় প্রধানমন্ত্রী

প্রসেনজিৎ দাশগুপ্ত

রাজ্যসভায় বক্তব্য রাখছেন নরেন্দ্র মোদি। নয়াদিল্লিতে বৃহস্পতিবার।

নয়াদিল্লি, ৯ ফেব্রুয়ারি : বুধবার হাতিয়ার ছিল ইডি আর ইউপিএ। বৃহস্পতিবার সেটা বদলে চলে এল জওহরলাল নেহরু এবং ইন্দিরা গান্ধি।

আদানি বিতর্কে কংগ্রেস সহ বিরোধীরা মোদি সরকারকে লাগাতার আক্রমণে ব্যস্ত। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে শিল্পপতি গৌতম আদানির সম্পর্ক নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে বিরোধীদের তরফে। কিন্তু বুধবারের পর বৃহস্পতিবারও ওই প্রশ্নগুলির জবাব দেওয়ার কোনও চেষ্টাই করলেন না প্রধানমন্ত্রী। উলটে কংগ্রেসের সঙ্গে বাকি বিরোধী দলগুলির দূরত্ব বাড়ানোর কৌশল তৈরি করতে ব্যস্ত থাকলেন তিনি। রাজ্যসভায় রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর ধন্যবাদসূচক বক্তৃতা দিতে এদিনও কংগ্রেসকে তির্যক আক্রমণ করেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'আমরা যদি কোথাও নেহরুর নামোল্লেখ করতে ভুলে যাই তাহলে কংগ্রেস হতাশায় ভেঙে পড়ে। নেহরু যদি এতই মহান মানুষ হয়ে থাকেন তাহলে কারও নামের পদবি নেহরু নয় কেন? নেহরু পদবি ব্যবহারে কীসের এত লজ্জা?' এই দেশ কোনও পরিবারের সম্পত্তি নয় বলে জানিয়ে দেন মোদি।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'শুধুমাত্র নেহরু এবং গান্ধির নামে কংগ্রেস এদেশে ৬০০টিরও বেশি যোজনা তৈরি করেছিল। আমি তো আশ্চর্য হয়ে যাই, যাঁরা নেহরু পরিবারের সদস্য তাঁরা ওঁর পদবিও ব্যবহার করেন না। এই দেশ কারও জমিদারি নয়। ভারত কোনও একটি পরিবারের গোলাম নয়।' নেহরুর পাশাপাশি ইন্দিরা গান্ধির নাম করেও কংগ্রেসকে তোপ দাগেন মোদি। সংবিধানের ৩৫৬ নম্বর অনুচ্ছেদ ব্যবহার করে দেশে সবথেকে বেশিবার নির্বাচিত রাজ্য সরকারগুলি ফেলা হয়েছিল বলে অভিযোগ করেন প্রধানমন্ত্রী। তাঁর কথায়, 'কংগ্রেস বলে আমরা নাকি রাজ্যগুলিকে সমস্যায় ফেলি। কিন্তু ওঁরা ৯০ বার নির্বাচিত রাজ্য সরকারগুলিকে ফেলে দিয়েছিলেন। একজন কংগ্রেসি প্রধানমন্ত্রী ৩৫৬ নম্বর অনুচ্ছেদকে ৫০ বার নির্বাচিত রাজ্য সরকারগুলিকে বরখাস্ত করার জন্য ব্যবহার করেছিলেন। তিনি হলেন ইন্দিরা গান্ধি।'

বিরোধীরা অবশ্য তখনও আদানি ইস্যুতে স্লোগান দিচ্ছিলেন। মোদি সেইসবে পাত্তা না দিয়ে কংগ্রেসের সঙ্গে অন্য বিরোধীদের দূরত্ব বাড়ানোর কৌশলে মন দেন। বলেন, 'কেরলে যাঁরা এঁদের সঙ্গে আছেন, তাঁরা শুনে নিন, দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহরুই বামপন্থী সরকারকে ফেলে দিয়েছিলেন। ডিএমকের বন্ধুরা শুনুন দক্ষিণে এমজিআর এবং করুণানিধির সরকার ফেলেছিল কংগ্রেস। প্রয়াত এমজিআরের আত্মা দেখছে সব কিছু। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চিকিৎসার জন্য গিয়েছিলেন এনটিআর। সেই সময় ওঁর সরকার ফেলে দেওয়া হয়েছিল।' বিরোধী বেঞ্চে বসে থাকা প্রবীণ এনসিপি সুপ্রিমো শরদ পাওয়ারের সঙ্গে কংগ্রেসের সম্পর্কের কথা তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন, '১৯৮০ সালে শরদ পাওয়ারের বয়স ৪০ বছর। ওঁর সরকার ফেলে দিয়েছিল কংগ্রেস। প্রত্যেক আঞ্চলিক নেতাকে সমস্যায় ফেলেছে কংগ্রেস। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা রাজভবনগুলিকে কংগ্রেসের সদর দপ্তর করা হয়েছিল।'

কংগ্রেস অবশ্য মোদির আক্রমণের তীব্র বিরোধিতা করে। কিন্তু তাতে তিনি যে বিন্দুমাত্র দমতে নারাজ সেকথা সাফ জানিয়ে দেন প্রধানমন্ত্রী। তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগগুলিকে পাত্তা না দিয়ে তিনি বলেন, 'আমাদের বিরুদ্ধে যতই পাঁক ছুড়বেন ততই পদ্ম ফুটবে। কিছু সদস্যের আচরণ এবং বক্তৃতার ধরন গোটা দেশের পক্ষে হতাশাজনক। আরও বেশি পরিমাণে পদ্ম ফোটানোর জন্য আমরা বিরোধীদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি।' কংগ্রেসের মনরেগা প্রকল্পকে মোদির খোঁচা, '২০১৪ সালে আমরা ক্ষমতায় এসে দেখলাম, ওঁরা শুধু গর্ত খুঁড়েছে এবং ৬টি দশক নষ্ট করেছে।' বিরোধীদের লাগাতার চিৎকার, চেঁচামেচির জবাবে মোদি হাত মুঠো করে বুক ঠুকে বলেন, 'একলা একজন ব্যক্তি কতজনের ওপরে প্রভাব ফেলছে দেখুন, গোটা দেশ দেখছে। দেশের জন্য কিছু করার জন্য বেরিয়েছি, এই সংকল্প পুরো করবই'।

> আমরা যদি কোথাও নেহরুর নামোল্লেখ করতে ভুলে যাই তাহলে কংগ্রেস হতাশায় ভেঙে পড়ে। নেহরু যদি এতই মহান মানুষ হয়ে থাকেন তাহলে কারও নামের পদবি নেহরু নয় কেন? নেহরুর পদবি ব্যবহারে কীসের এত লজ্জা?
> – নরেন্দ্র মোদি

সুপ্রিম কোর্টে বিচারপতি নিয়োগ

নয়াদিল্লি, ৯ ফেব্রুয়ারি : কলেজিয়াম প্রথা নিয়ে বিতর্ক সত্ত্বেও সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি নিয়োগে খরা অবশেষে কাটতে চলেছে। শীঘ্রই কলেজিয়ামের সুপারিশ মেনে আরও দুজন নতুন বিচারপতি নিয়োগ করতে চলেছে কেন্দ্র। সম্প্রতি কলেজিয়াম এলাহাবাদ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি রাজেশ বিন্দাল এবং গুয়াহাটি হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি অরবিন্দ কুমারকে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি হিসেবে পদোন্নতি দেওয়ার সুপারিশ করে কলেজিয়াম। কেন্দ্র ওই সুপারিশ মেনে নেওয়ায় ৩৪ জন বিচারপতিকে পাবে সুপ্রিম কোর্ট। রঞ্জন গগৈ প্রধান বিচারপতি থাকাকালীন এমনটা হয়েছিল। এদিকে তিনটি হাইকোর্টে প্রধান বিচারপতিও নিয়োগ করবে কেন্দ্র।

পথ দুর্ঘটনায় নিহত ৭ পড়ুয়া

রাইপুর, ৯ ফেব্রুয়ারি : স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পথে বৃহস্পতিবার বিকেলে ছত্তিশগড়ে এক ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনায় ৭ জন স্কুল শিক্ষার্থী নিহত হল। আহতের সংখ্যা ২। তাঁদের একজন অটোচালক, এক ছাত্র। আহতদের কোরারের এক হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। দুর্ঘটনাটি ঘটেছে ছত্তিশগড়ের কঙ্কর জেলার কোরের চিলহাটি চকে। পুলিশ জানিয়েছে, অটোতে আটজন পড়ুয়া ছিল। তারা বাড়ি ফেরার জন্য তাতে উঠেছিল। ট্রাকের সঙ্গে অটোর মুখোমুখি ধাক্কায় অটোটি দুমড়ে মুচড়ে যায়। ছত্তিশগড়ের মুখ্যমন্ত্রী ভূপেশ বাঘেল ঘটনায় গভীর দুঃখপ্রকাশ করেছেন। আহতদের যাবতীয় চিকিৎসার খরচ সরকার বহন করবে। এবিষয়ে সংশ্লিষ্ট জেলাপ্রশাসনকে নির্দেশ দেওয়ার কথাও তিনি জানিয়েছেন।

'বিবি ভাগ গয়া, পুরা তার কাট গয়া'

সৌমিত্রকে কুকথায় বিঁধলেন সৌগত

বিশেষ সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ৯ ফেব্রুয়ারি : মহুয়া মৈত্রর পর এবার বিতর্কে জড়ালেন সৌগত রায়। বৃহস্পতিবার বিষ্ণুপুরের বিজেপি সাংসদ সৌমিত্র খাঁকে বেনজির আক্রমণ করেন দমদমের তৃণমূল সাংসদ।

এদিন লোকসভায় কেন্দ্রীয় বাজেট নিয়ে বক্তব্য রাখছিলেন সৌগত। প্রবীণ এই সাংসদ তাঁর বক্তব্যে কেন্দ্রীয় সরকারের 'জনবিরোধী' ও 'দিশাহীন' বাজেটের সমালোচনা করার সময় নানা টীকাটিপ্পনী ছুড়ে দিতে থাকেন সৌমিত্র। এভাবে বেশ কিছুক্ষণ চলার পর বিরক্ত সৌগত বিষ্ণুপুরের সাংসদের উদ্দেশে বলেন, 'তোমার মাথার ঠিক নেই। বৌ পালিয়ে যাওয়ায় তুমি পাগল হয়ে গিয়েছ।' স্পিকার ওম বিড়লার উদ্দেশেও তিনি বলেন, 'ওঁর (সৌমিত্র) মাথার তার কেটে গিয়েছে।'

দুদিন আগে বিজেপি সাংসদ রমেশ বিধুরিকে অমর্যাদাকর মন্তব্য শুনিয়ে ইতিমধ্যে বিতর্কে জড়িয়েছিলেন তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র। সেই রেশ কাটতে না কাটতেই বৃহস্পতিবার সৌমিত্রর বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত আক্রমণ করে বিতর্ক উসকে দেন সৌগত রায়। সংসদে বাজেট বরাদ্দ বিষয়ক আলোচনায় অংশ নিতে গিয়ে তুমুল কথা কাটাকাটি হয় সৌমিত্রর সঙ্গে সৌগতর। তখনই সৌমিত্রর উদ্দেশে সাংসদের দাম্পত্য সম্পর্কের প্রসঙ্গ টেনে তৃণমূলের প্রবীণ সাংসদকে বলতে শোনা যায়, বিবি ভাগ গয়া, পুরা তার কাট গয়া ইত্যাদি।

বিষয়টি তখনকার মতো ধামাচাপা পড়ে গেলেও পরে এ নিয়ে সৌগত রায়কে সতর্ক করেন স্পিকার ওম বিড়লা। তিনি সৌগতকে বলেন, তাঁর মতো প্রবীণ এবং অভিজ্ঞ সাংসদের মুখে এই ধরনের ব্যক্তিগত আক্রমণ শোভা পায় না। তাঁর এ বিষয়ে আরও সচেতন এবং সংযত হওয়া উচিত ছিল বলেও সৌগতকে জানান স্পিকার।

স্পিকারের এই বার্তা পাওয়ার পর আর কোনও মন্তব্য করেননি সৌগত। তবে স্পিকারকে তিনি বলেন, বক্তব্য রাখার সময় বারবার বাধা দেওয়ার কারণেই তাঁর ধৈর্যচ্যুতি ঘটেছিল। তাই তিনি অমন মন্তব্য করেছিলেন।

এই বিষয়ে রাত পর্যন্ত কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি সৌমিত্র খাঁয়ের কাছ থেকে। কিন্তু এদিনের বিতর্কে মুখ খুলেছেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। তিনি বলেছেন, এই ধরনের মন্তব্য তৃণমূলের অপসংস্কৃতিকেই প্রকট করে দেয়। শালীনতা বজায় রাখার জন্য তৃণমূলের নেতামন্ত্রীদের কার ক'জন স্ত্রী, তা নিয়ে বিজেপি প্রশ্ন তোলে না বলেও দাবি করেছেন সুকান্ত।

> তোমার মাথার ঠিক নেই। বৌ পালিয়ে যাওয়ায় তুমি পাগল হয়ে গিয়েছ।
> – সৌগত রায়

স্ত্রীর দেহ কাঁধে নিয়ে ৮০ কিমি হাঁটলেন স্বামী

বিশাখাপত্তনম, ৯ ফেব্রুয়ারি : হাসপাতাল থেকে বাড়ি নিয়ে যাওয়ার পথে অটো রিকশাতে মৃত্যু হয় স্ত্রীর। দু হাজার টাকা ভাড়া নিয়ে ওই ব্যক্তি ও তাঁর স্ত্রীকে রাস্তাতেই নামিয়ে দেয় অটোচালক। অন্য কোনও গাড়ি ভাড়া করার মতো অর্থ না থাকায় স্ত্রীর দেহ কাঁধে নিয়েই হাঁটতে শুরু করেন সামুলু পাঙ্গি। পরে অবশ্য সামুলুকে অন্ধ্রপ্রদেশ পুলিশ সাহায্য করে।

ওড়িশার কোরাপুটের বাসিন্দা সামুলু চিকিৎসার জন্য স্ত্রীকে নিয়ে বিশাখাপত্তনমে আসেন। বাঁচার আশা নেই দেখে চিকিৎসকরা স্ত্রীকে বাড়ি নিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেন সামুলুকে। অটো রিকশা করে কোরাপুটে ফিরছিলেন তিনি। ভিজিয়ানগরমের কাছে অটোরিকশায় মৃত্যু হয় তাঁর স্ত্রীর।

অটোচালক তাঁদের নামিয়ে দেওয়ার পর বাধ্য হয়ে স্ত্রীর দেহ কাঁধে তুলে হাঁটতে শুরু করেন সামুলু। প্রায় ৮০ কিলোমিটার পথ হেঁটেও ফেলেন তিনি। সোশ্যাল মিডিয়ায় সেই দৃশ্য ভাইরালের পর অন্ধ্র পুলিশ দ্রুত টাকা জোগাড় করে সামুলুকে অ্যাম্বুল্যান্সের ব্যবস্থা করে তাকে বাড়ি পাঠায়।

মহারাষ্ট্রে পেট্রো প্রকল্পের জমি দুর্নীতি ফাঁস

গাড়িচাপা দিয়ে খুন সাংবাদিক

মুম্বই, ৯ ফেব্রুয়ারি : বছর দু'য়েক আগে গণধর্ষণের খবর করতে গিয়ে ইউএপিএ আইনে মথুরাতে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন কেরলের সাংবাদিক সিদ্দিক কাপ্পান। সেটা উত্তরপ্রদেশের ঘটনা। এবার মহারাষ্ট্রের রত্নগিরি রিফাইনারি পেট্রোকেমিক্যাল প্রকল্পের জন্য জমি অধিগ্রহণের দুর্নীতির খবর ফাঁস করার পরে অস্বাভাবিক মৃত্যু হল সাংবাদিক শশীকান্ত ওয়ারিশের। অভিযোগ, তাঁকে গাড়ি চাপা দিয়ে খুন করা হয়েছে। অভিযুক্ত জমিমাফিয়া পান্ধারিনাথ অম্বেরকরকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। মঙ্গলবারের ঘটনা।

পথ দুর্ঘটনায় সাংবাদিকের মৃত্যুর ঘটনায় তপ্ত রত্নগিরি। ঘটনার অনুপুঙ্খ তদন্তের জন্য স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশের সঙ্গে দেখা করেছেন সাংবাদিকরা। মুম্বই প্রেস ক্লাবের অভিযোগ, পেট্রোলিয়াম পরিশোধন প্রকল্পটির জন্য স্থানীয়রা জমি দিতে অনাগ্রহী ছিলেন। জোর করে তাঁদের কাছ থেকে জমি নেওয়ার জন্য লাগাতার হুমকি দিয়েছে অম্বেরকর। জমি দিতে রাজি না হওয়ায় হয়রানির শিকার হতে হয়েছে অনেককে।

অন্যায়ভাবে জমি দখলের বিরুদ্ধে ধারাবাহিকভাবে মারাঠা সংবাদমাধ্যমে লিখছিলেন শশীকান্ত। সোমবারও প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। সেটি প্রকাশের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে এসইউভি গাড়ির ধাক্কায় চলে যেতে হল ৪৮ বছরের সাংবাদিককে।

হিন্ডেনবার্গ রিপোর্টের বিরুদ্ধে জনস্বার্থ মামলা

বিদেশি ব্যাংক গোষ্ঠীকে ঋণশোধ আদানির

নয়াদিল্লি, ৯ ফেব্রুয়ারি : আদানির বিরুদ্ধে হিন্ডেনবার্গ রিসার্চ রিপোর্টে আদালতের তত্ত্বাবধানে তদন্তের দাবিতে দায়ের হওয়া দুটি জনস্বার্থ মামলার শুনানি করতে রাজি হল সুপ্রিম কোর্ট। শুক্রবার প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়ের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চে ওই মামলা দুটির শুনানি হবে। ওই দুটি মামলা করেছেন আইনজীবী এমএল শর্মা এবং আইনজীবী বিশাল তিওয়ারি। দুটি মামলাতেই আদানি গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে হিন্ডেনবার্গ রিসার্চ ষড়যন্ত্র করেছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, হিন্ডেনবার্গ রিপোর্টে দেশের ভাবমূর্তি কলুষিত করা হয়েছে। দেশের অর্থনীতিকে প্রভাবিত করেছে ওই রিপোর্ট। আইনজীবীদের বক্তব্য, মার্কিন মুলুকের হিন্ডেনবার্গ রিপোর্টের জেরে লগ্নিকারীদের পাহাড়প্রমাণ ক্ষতি হয়েছে। এমএল শর্মার বক্তব্য, হিন্ডেনবার্গ রিপোর্ট ঘিরে সংবাদমাধ্যমে যেভাবে হাইপ তোলা হয়েছে, তাতে শেয়ার বাজার আরও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। হিন্ডেনবার্গের প্রতিষ্ঠাতা নাথান অ্যান্ডারসন সেবির কাছে নিজের বক্তব্যের সমর্থনে তথ্যপ্রমাণ দিতেও ব্যর্থ হয়েছেন বলে জানিয়েছেন এমএল শর্মা। বড় কর্পোরেট সংস্থাগুলিকে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলির তরফে ৫০০ কোটি টাকার বেশি ঋণ মঞ্জুর করার ক্ষেত্রে একটি বিশেষ কমিটি গঠন করার দাবিও তোলা হয়েছে মামলা দুটিতে।

হিন্ডেনবার্গ রিসার্চে আদানিদের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ ওঠার পর থেকেই সরব কংগ্রেস এবং অন্যান্য বিরোধী দলগুলি। সংসদে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে আদানিদের ঘনিষ্ঠতা নিয়ে সুর চড়িয়েছেন রাহুল গান্ধি, মল্লিকার্জুন খাড়গেরা। প্রধানমন্ত্রী অবশ্য সেই অভিযোগগুলি নিয়ে কোনও মন্তব্য করেননি। আবেদনকারীরা বলেছেন, হিন্ডেনবার্গ রিপোর্টে শুধু দেশের শেয়ার বাজারে কম্পন ধরায়নি, আমাদের ব্যবসায়ীরা যে ব্যবসায়িক পদ্ধতি গ্রহণ করেন তার ওপরও প্রশ্নচিহ্ন বসানো হয়েছে। আদানিরা অবশ্য নিজেদের ড্যামেজ কন্ট্রোলে লাগাতার পদক্ষেপ করে যাচ্ছেন। বার্কলেস পিএলসি, স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড পিএলসি, ডয়চে ব্যাংক এজির মতো গোষ্ঠীর কাছ থেকে প্রায় ৩৭ হাজার কোটি টাকা ঋণ হিসেবে নিয়েছিলেন আদানিরা। সেই ঋণশোধ করার শেষ দিন ছিল ৭ মার্চ। কিন্তু নির্ধারিত সময়ের আগেই ৪ হাজার কোটি টাকার ঋণশোধ করার পরিকল্পনা করেছে আদানি গোষ্ঠী। সংশ্লিষ্ট ব্যাংকিং গোষ্ঠীগুলির সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। সময়ের আগে এভাবে ঋণশোধ করার সিদ্ধান্তের ফলে শেয়ার বাজারে আদানি গোষ্ঠীভুক্ত সংস্থাগুলির দর ফের বাড়তে শুরু করেছে। হিন্ডেনবার্গের রিপোর্টে অভিযোগ করা হয়েছিল, কারচুপি করে ধনী হয়েছেন আদানিরা।

রুশ সফরে পুতিনের সঙ্গে কথা দোভালের

মস্কো, ৯ ফেব্রুয়ারি : দু'দিনের রাশিয়া সফরে গিয়ে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে বৈঠক করলেন ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভাল। ভারত-রাশিয়া কৌশলগত অংশীদারিত্ব নিয়ে তাঁদের মধ্যে আলোচনা হয়। বিশ্বব্যাপী সন্ত্রাসবাদের রমরমা সহ একাধিক বিষয় পুতিন ও দোভালের আলোচনায় উঠেছে বলে সূত্রের খবর। রুশ প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দোভালের সাক্ষাতের বিষয়টি টুইট করে জানিয়েছে রাশিয়ার ভারতীয় দূতাবাস। বৈঠকে দ্বিপাক্ষিক ও আঞ্চলিক নানা বিষয়ে পুতিন ও দোভালের মধ্যে আলোচনা হয়েছে বলে ভারতীয় দূতাবাসের তরফে জানানো হয়। আরও বলা হয়, 'দ্বিপাক্ষিক কূটনৈতিক সম্পর্ক আরও জোরদার করার বিষয়ে দুই শীর্ষ আধিকারিক একমত হন।'

আফগানিস্তান নিয়ে পঞ্চম বহুপাক্ষিক নিরাপত্তা বৈঠকে অংশ নিতে মস্কো সফরে গিয়েছেন দোভাল। বুধবার ওই বৈঠকে ২০২১ সালে রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের গৃহীত সিদ্ধান্তের কথা তিনি তুলে ধরেন। নিরাপত্তা পরিষদের ওই বৈঠকে নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠনগুলিকে মদত দেওয়া বন্ধের ওপর জোর দেওয়া হয়েছিল।

কোনও দেশই যাতে সন্ত্রাসবাদকে ব্যবহার করার জন্য আফগানিস্তানের মাটি ব্যবহার না করে, সে ব্যাপারেও সতর্ক করে দিয়েছেন দোভাল। সেই সঙ্গে আফগান জনগণের পাশে থাকার বার্তা দিয়েছেন ভারতের নিরাপত্তা উপদেষ্টা। বৈঠকে হাজির ছিলেন রাশিয়া ও ভারত ছাড়া ইরান, কাজাখস্তান, কিরঘিজস্তান, চিন, তাজিকিস্তান, তুর্কমেনিস্তান ও উজবেকিস্তানের প্রতিনিধিরা। তবে পাকিস্তানের কোনও প্রতিনিধি ছিলেন না।

সন্তান এলো রূপান্তরকামী দম্পতির গৃহে

তিরুবনন্তপুরম, ৯ ফেব্রুয়ারি : শরীরে নারী কিন্তু মননে পুরুষ যেমন আছে, এর উলটোও রয়েছে। অনেকেই জন্মগতভাবে পাওয়া লিঙ্গকে মানসিকভাবে মেনে নিতে পারেন না। বিজ্ঞান লিঙ্গ বদলানোর সুযোগ করে দিয়েছে। কেরলের কোঝিকোড়ের দুই প্রেমিক প্রেমিকা জিয়া ও জাহাদ তাঁদের জন্মগত লিঙ্গের রূপান্তর ঘটিয়েছেন এবং সেই সঙ্গে সন্তানের মুখও দেখলেন।

অস্ত্রোপচার করে সন্তান প্রসব করলেন মহিলা থেকে পুরুষে রূপান্তরিত জাহাদ। বুধবার সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়েছে কেরলের সরকারি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। স্বাস্থ্যমন্ত্রী বীণা জর্জ অভিনন্দন জানিয়েছেন জিয়া ও জাহাদ জুটিকে। মন্ত্রী জানিয়েছেন, কেরল সরকার তাঁদের চিকিৎসাক্ষেত্রে সবরকমভাবে সাহায্য করবে। জিয়া ও জাহাদের সন্তানের লিঙ্গ অবশ্য জানা যায়নি।

জিয়া জন্মগতভাবে পুরুষ ছিলেন। কিন্তু মননে ছিলেন নারী। জাহাদ জন্মগতভাবে নারী। কিন্তু মননে ছিলেন পুরুষ। দুজনেরই কাঙ্ক্ষিত ছিল জন্মগত লিঙ্গ পরিবর্তন। দু'জনের মানসিক মিল থেকেই গড়ে ওঠে বন্ধুত্ব। পরস্পরের ঘনিষ্ঠ হন তাঁরা। বাড়ি থেকে বছর তিনেক লিভ-ইন করেন পেশায় অ্যাকাউন্ট্যান্ট জাহাদ ও নৃত্যশিল্পী জিয়া। একসময়ে তাঁরা ঠিক করেন জন্মগত লিঙ্গপরিচয় বদলে ফেলবেন হরমোন থেরাপি ও অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে। হবেন রূপান্তরিত দম্পতি।

শুরু হয় প্রক্রিয়া। কিন্তু এর মাঝে সন্তানের তাগিদ অনুভব করেন এই দম্পতি। পরস্পরের শারীরিক মিলন হয়। পুরুষ হওয়ার চিকিৎসাপ্রক্রিয়া শুরু হলেও জাহাদ তখনও নারী। তাঁর শরীরে জরায়ু রয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই তিনি গর্ভবতী হন। জাহাদের গর্ভধারণ জানার পর লিঙ্গপরিবর্তনের প্রক্রিয়া স্তিমিত করেন চিকিৎসকরা। ততদিনে বাহ্যিকভাবে নারীত্বের চিহ্ন প্রায় মিলিয়ে গিয়েছে জাহাদের শরীর থেকে। কিন্তু জরায়ু রয়েছে। আর তাতে বহাল তবিয়তে ছিল একটি প্রাণের ভ্রূণ। ৮ ফেব্রুয়ারি সে পৃথিবীর আলো দেখল।

জাহাদ এখন মাতৃত্বকালীন ছুটিতে রয়েছেন। অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে তাঁর স্তন আগেই বাদ দেওয়া হয়। মাতৃদুগ্ধ ব্যাংক থেকে দুধ সরবরাহ হবে সদ্যোজাতের জন্য।

তারাদের কথা

তিন পুরুষ ও নটী বিনোদিনী

নাট্যমঞ্চের জ্যোতিষ্ক বিনোদিনী। তাঁর জীবন ঘিরে ছবি। নামভূমিকায় রুক্মিণী মৈত্র। প্রকাশ্যে এল তাঁর জীবনে তিন পুরুষের কথা। মুম্বাই, কলকাতা মিলিয়ে তিন বিশিষ্ট অভিনেতা। ছবির ভাবনা, প্রস্তুতি সবেতেই ভিন্ন মাত্রা। শুটিং শুরু প্রেম দিবসে। লিখেছেন শবরী চক্রবর্তী

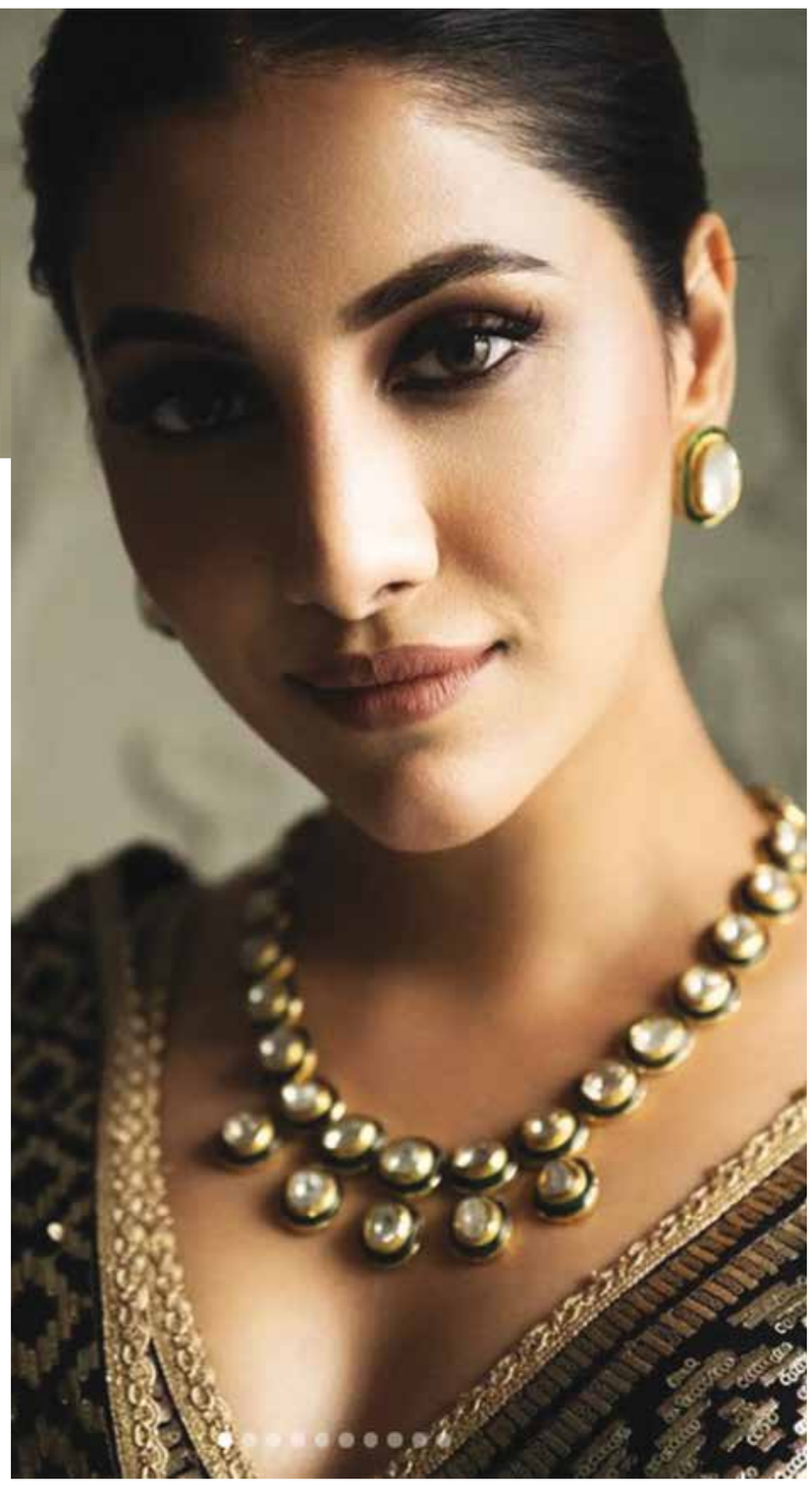

ইতিহাস নিয়ে কাজ করতে ভালোবাসেন সাংবাদিক-পরিচালক রামকমল মুখোপাধ্যায়। সে ইতিহাসের যদি বাংলার সঙ্গে নাড়ির যোগ থাকে, তাহলে তিনি মাতৃভূমির কাছে ফিরে ফিরে আসেন, এতে তাঁর পোশাদারিত্ব বা ব্যবসার মনোভাব নেই। ভালোবাসাই সম্বল। এই কারণে সৃজনশীল পরিচালক হিসেবে রামকমল আছেন দক্ষিণী প্রযোজনা 'আনন্দমঠ'-এর সঙ্গে। আবার নিজেই পরিচালনা করছেন ১৯ শতকের বাংলা নাট্যজগতের রানি, কিংবদন্তী বিনোদিনী দাসীর বায়োপিক--'বিনোদিনী একটি নটীর উপাখ্যান'। বাংলার সুপারস্টার দেব-এর দেব এন্টারটেনমেন্ট ভেঞ্চার্স ছবির প্রযোজক। সঙ্গে মুম্বাইয়ের প্রমোদ ফিল্মসের প্রতীক চক্রবর্তী, এবং অ্যাসরটেড মোশন পিকচার্স।

রুক্মিণী মৈত্র বিনোদিনীর চরিত্রে অভিনয় করছেন। এ খবর পুরোনো। সব জল্পনার অবসান ঘটিয়ে নির্মাতারা জানিয়েছেন বিনোদিনীর জীবনের তিন প্রধান স্তম্ভ, প্রধান পুরুষ, যাঁরা তাঁকে বিনোদিনী হয়ে উঠতে সাহায্য করেছেন, তাঁদের চরিত্রের অভিনেতাদের নাম। প্রখ্যাত নট ও নাট্যকার গিরীশচন্দ্র ঘোষ হবেন বিশিষ্ট পরিচালক কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়। রাঙাবাবু হচ্ছেন মুম্বাইয়ের রাহুল বোস। অভিনেতা ও বাচিক শিল্পী মীর আফসর আলি ব্যবসায়ী গুর্মুখ রায়ের চরিত্রে। কলকাতার ওম সাহানি বিনোদিনীর প্রেমিক কুমার বাহাদুরের ভূমিকায়।

এমন একটি ছবিতে এই ধরনের চরিত্রে অভিনয় করার সুযোগ সহজলভ্য নয়। তাই সকলেই খুশি এবং একই সঙ্গে রোমাঞ্চিত ইতিহাসকে ছুঁয়ে দেখার সুযোগ পেয়ে। কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায় সম্প্রতি 'কাবেরী অন্তর্ধান' করে দর্শক-সমালোচকদের বাহবা পেয়েছেন,

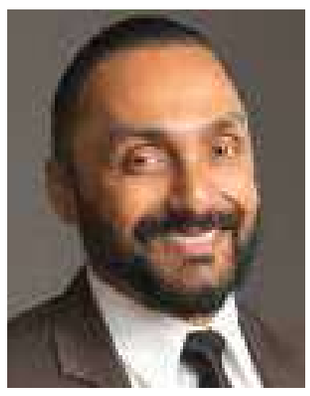

অভিনয়ও করে চলেছেন নানা চরিত্রে। তবু পর্দায় বাংলার নাট্যজগতের অবিসংবাদী চরিত্র গিরীশ ঘোষ হয়ে ওঠা তাঁর কাছে বিস্ময়ের, আবার অভিনেতা হিসেবে বড়প্রাপ্তি এবং মহীয়ান হয়ে ওঠার সুযোগও বটে। কৌশিক বলেছেন, 'রামকমলের কাছে যখন চিত্রনাট্য শুনি, গিরীশ ঘোষের চরিত্র ও যেভাবে আমাকে শুনিয়েছিল, অবাক হয়েছিলাম। ওর বর্ণনা একেবারে আলাদা। ছবিটাকে ও অন্যভাবে বানাতে চাইছে, যাতে দেখতে খুব সুন্দর লাগে। আর এই প্রথম বিনোদিনীর চোখ দিয়ে গিরীশ ঘোষকে দেখা হবে। এতদিন বিনোদিনীর ওপর যত ছবি হয়েছে, সেখানে এইভাবে গিরীশ ঘোষকে তুলে ধরা হয়নি। এটাও ছবির বিশেষত্ব।'

একইভাবে আপ্লুত রাহুল বোস। তিনি বলেছেন, 'রাঙাবাবু বিনোদিনীর প্রেমিক। খুবই সূক্ষ্ম তাঁর প্রেমের প্রকাশ। আমরা এরকম নীরব প্রেমিক খুব কম দেখি, বিশেষ করে এই সময়ে, যখন সবাই হিংসাকেই প্রাধান্য দিচ্ছে। রাঙাবাবু বিনোদিনীর পাশে সবসময় দাঁড়িয়েছেন, কখনও পরোক্ষে, কখনও প্রত্যক্ষভাবে। বিনোদিনীকে যিনি সত্যই ভালোবেসেছেন। দেব খুব ভদ্র, ভালোমানুষ, খুব ভালো লাগছে ওর সঙ্গে কাজ করতে পেরে। রামকমল খুব সংবেদনশীল পরিচালক। আমার বিশ্বাস, বিনোদিনীকে যেভাবে ও পর্দায় নিয়ে আসছে, তা দর্শকের ভালো লাগবে।'

> 'গত এক বছর ধরে বিনোদিনী হয়ে ওঠার চেষ্টা করছি। অন্য বাংলা ছবি, হিন্দি ছবিও ছেড়ে দিচ্ছি। সুদীপ্তা চক্রবর্তীর কাছে ওয়ার্কশপ করছি, বিরজু মহারাজজির শিষ্য শৌভিকের কাছে কত্থক শিখছি।' রুক্মিণী

নিজের চরিত্র প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে মীর যেন একটু বিব্রত, 'রামকমলের কাছে চরিত্রটা সম্বন্ধে জেনে খুব লজ্জায় পড়ে গিয়েছি, বিনোদিনী সম্বন্ধে জানতাম, কিন্তু এভাবে চিনতাম না। তাঁর জীবনের এই যন্ত্রণা, এই পরিণতি সম্বন্ধে কোনও ধারণা ছিল না। তিনি বাংলা নাট্যজগতকে অনেক দিয়েছেন এবং এখন তাঁর কথা পর্দায় তুলে আনছি আমরা।'

তরুণ অভিনেতা ওম সাহানি বেশ কিছু বাংলা ছবিতে নায়ক হয়েছেন। এমন ম্যাগনাম ওপাসে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয়ের সুযোগে তিনিও প্রবল উত্তেজিত। বলেছেন, 'একটা নাটক দেখার সময় দেবদার ফোন পাই। দেবদা আমার আইডল। আমার চরিত্রটা খুবই চ্যালেঞ্জিং এবং মনে হয়, আজকের দর্শকের কাছে এই ছবি খুব বড় সারপ্রাইজ হবে।'

অন্যদিকে বিনোদিনী চরিত্রের জন্য নিজের ১০০ ভাগ উজাড় করে দিতে চূড়ান্ত প্রস্তুতির মধ্যে দিয়ে চলেছেন রুক্মিণী মৈত্র। তিনি বলেছেন, 'আমি গত এক বছর ধরে বিনোদিনী হয়ে ওঠার চেষ্টা করছি। অন্য বাংলা ছবিই শুধু নয়, হিন্দি ছবিও ছেড়ে দিচ্ছি, কারণ বিনোদিনী হয়ে ওঠায় কোনও বাধা যাতে না আসে। সুদীপ্তা চক্রবর্তীর কাছে ওয়ার্কশপ করছি, বিরজু মহারাজজির শিষ্য শৌভিকের কাছে কত্থক শিখছি। ছবির চিত্রনাট্যে রামকমল আবেগকে যেভাবে ভাসিয়েছেন, তাতে দর্শক খুব সহজে একাত্ম হতে পারবেন।'

প্রযোজক দেব-এর কথায়, 'এই ছবির মাধ্যমে ১৫০ বছরের বাংলা মঞ্চ ও বিনেদিনী দাসীকে আমরা শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। রামকমল মুখোপাধ্যায়ের কাছে এই প্রজেক্টের কথা শুনেই বুঝেছিলাম, এর জন্য সঠিক দৃষ্টিভঙ্গী চাই, যা রামকমলের আছে। অক্লান্ত পরিশ্রম করছেন উনি ছবির জন্য, ওঁর ডেডিকেশন প্রশ্নাতীত।' অন্য প্রযোজক প্রতীক চক্রবর্তীও বলেছেন, 'রুক্মিণী খুবই প্রতিভাসম্পন্ন অভিনেত্রী। রামকমল আর রুক্মিণী দুজনে পর্দায় ম্যাজিক আনবে বলেই আমার বিশ্বাস। তাছাড়া দেব নিজে সুপারস্টার, সফল প্রযোজক, ছবির সৃজনশীল ও বাণিজ্যিক—দুটো দিক সম্বন্ধেই সচেতন। ওর সঙ্গে হাত মিলিয়ে এই রকম ছবি করছি, আমি খুব খুশি।'

'বিনোদিনী এক নটীর উপাখ্যান'-এর লেখক প্রিয়াংকা পোদ্দার, চিত্রগ্রাহক সৌমিক হালদার, ড্রেস ডিজাইনার শুচিস্মিতা দাশগুপ্ত। মিউজিক সৌরেন্দ্র ও সৌম্যজিৎ, গান লিখেছেন রামকমল স্বয়ং।

আগামী ১৪ ফেব্রুয়ারি, ভ্যালেন্টাইনস ডে-র দিন থেকে ছবির শুটিং শুরু।

অভিষেককে নিয়ে নালিশ অনুরাগের

অভিষেক বচ্চন নাকি কোনো কিছুকেই সিরিয়াসলি নেন না। সবটাই হালকা চালে উড়িয়ে দেন। এমনই নালিশ বলিউডের স্বনামধন্য পরিচালকের। অভিষেক বচ্চনের সঙ্গে কাজ করার অভিজ্ঞতা সম্পর্কে জানাতে গিয়ে মন্তব্য করেছেন পরিচালক অনুরাগ কাশ্যপ। একটি সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, কেরিয়ারের শুরুর দিকে অভিষেক নাকি ভীষন মজা করতেন। কোনও কিছুকেই তিনি সিরিয়াসলি নিতেন না। অমিতাভের সঙ্গেও অনুরাগ কাজ করেছেন। বিগ বি কিন্তু তাঁর সমালোচনা ভীষণ ভালো ভাবে নেন। অথচ তাঁর ছেলে প্রথমদিকে কোনো কিছুই পাত্তা দিত না।

২০০৪ সালে 'যুবা' ছবিতে অভিষেকের সঙ্গে 'ডায়লগ রাইটার' হিসেবে কাজ করেছিলেন অনুরাগ। এরপর ২০১৮ সালে 'মনমার্জিয়া' ছবিতে তিনি ছিলেন পরিচালকের আসনে, অভিষেক অভিনয়ে। পরিচালক দুটি ছবির তুলনা টেনে বলেন, প্রথম দিকে অভিষেক পাত্তা না দিলেও অনেকগুলো বছর পর যখন তাঁরা আবার 'মনমার্জিয়া' ছবিতে কাজ করেন, তখন কিন্তু অভিষেক একদমই বদলে গেছেন।

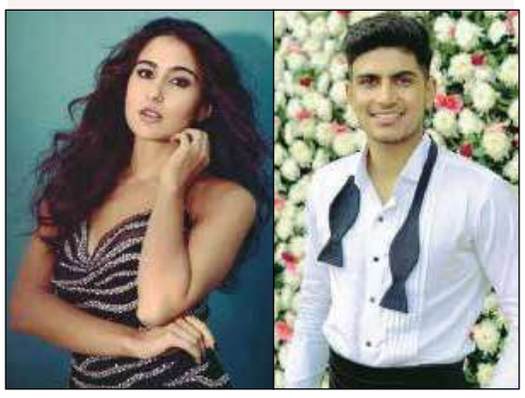

ফের জোড়া লাগছে পুরোনো প্রেম?

বেশ কয়েকদিন ধরে শুভমন গিল এবং সারা আলি খান চর্চায়। তাঁরা নাকি গোপনে ডেটিং করছেন। একাধিকবার তাঁদের উপস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে নেটপাড়ায়। শুভমন গিলও তাঁর উত্তরে এমন কিছু ইঙ্গিত রেখে দিয়েছেন, যাতে স্পষ্ট তিনি রীতিমতো সারা আলি খানের কথাই বোঝাচ্ছেন। যদিও এই জল্পনায় সিলমোহর পড়েনি এখনও। পাতৌদি পরিবারের মেয়ে ঠিক কোন পরিবারে যাবেন, তা নিয়ে এখনও ধোঁয়াশা। এরই মাঝে সারার জীবনে পুরোনো প্রেম চর্চায়। কার্তিক আরিয়ানের সঙ্গে সারা আলি খানের সম্পর্ক তৈরি হয় 'লাভ আজ কাল' ২ ছবির সেট থেকেই। সেখানেই প্রথম একে অপরের কাছাকাছি এসেছিলেন। প্রকাশ্যে তাঁদের ডেটিং-এর খবর উঠে এলেও কোথাও গিয়ে যেন এই সেলেব জুটি সেই সম্পর্ক পরবর্তীতে আর এগিয়ে নিয়ে যেতে চাননি। ছবি মুক্তি পাওয়ার আগেই তাঁরা বিচ্ছেদের পথে হেঁটেছিলেন।

সারা স্পষ্ট বলেছিলেন, তিনি কেরিয়ারে ফোকাস করতে চান। কার্তিকের ক্ষেত্রেও বিষয়টা ঠিক তেমনই ছিল। যদিও এই প্রসঙ্গে কেউ কাউকে এক বিন্দুও দোষ দিতে চাননি।

তাহলে, আবারও কি জোড়া লাগছে সেই পুরোনো প্রেম? উঠছে প্রশ্ন। সারা আলি খানের সঙ্গে বেশ কয়েকবার নাম জড়াতে দেখা যায় কার্তিকের। আর এবার প্রপোজ ডে-তে কার্তিকের কাছাকাছি সারা আলি খান। একসঙ্গে তাঁরা ফ্রেমবন্দি হতেই কমেন্ট বক্সে ঝড়। নেটিজেনরা নাম দিয়েছেন 'সারতিক'।

দিল্লিতে বউভাত সেরে মুম্বইয়ের পথে সিড-কিয়ারা

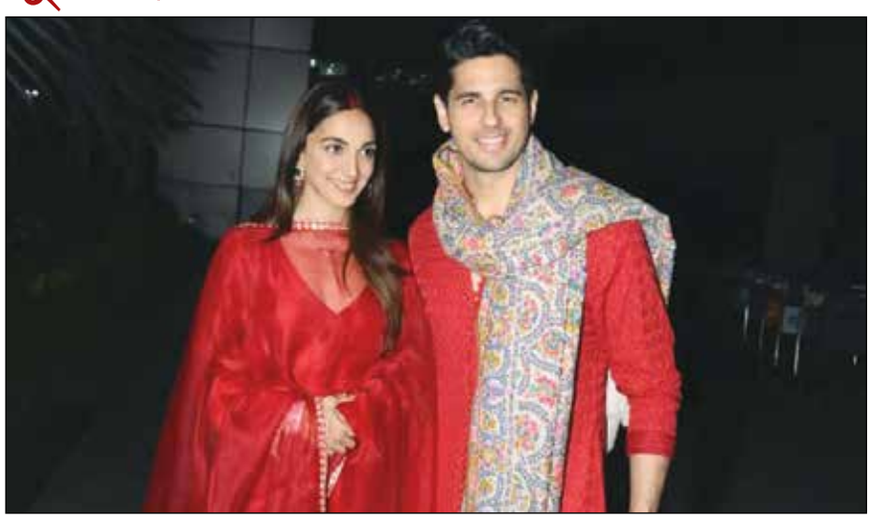

শুধু বিয়ের জন্যই নয়, বিয়ের পরেও মনীশ মালহোত্রার ডিজাইনার পোশাকে ঝলমলে সিড-কিয়ারা। জয়সলমীরের সূর্যগড় প্যালেস ছেড়ে যোধপুর এয়ারপোর্ট থেকে দিল্লির পথেও বর-কনের শরীরজুড়ে মনীশের কারুকৃতি। দিল্লি, সিদ্ধার্থ মালহোত্রার নিজের শহর। কিয়ারার শ্বশুরবাড়ি। এদিন দুজনেই সেজেছিলেন মানানসই টুইনিং ড্রেসে। লাল রঙের ফুলস্লিভ, ডিপ ভি নেকের সিল্কের সালোয়ার। কুর্তার সঙ্গে মানানসই অ্যাঙ্কল লেন্থ পালাজো। অতি মাত্রায় জাঁকজমকের পোশাক না তৈরি করেও ডিজাইনার মনীশ তাঁর হাতের জাদু দেখিয়েছেন কিয়ারার পোশাকে। অলংকারেও অনন্য হয়ে ওঠার স্পর্শ। কানের দুলে পান্না রঙের বড় স্টোনের সঙ্গে মুক্তোর ছোট্ট ঝুমকো। পাঞ্জাবি বউমা বলেই কিয়ারার হাতে ছিল গোলাপি রঙের চুড়া। কপালে সিঁদুরের ছোঁয়া আর মঙ্গলসূত্র।

অন্যদিকে, সিদ্ধার্থর পোশাকে ছিল মনীশের ফ্যাশন ওয়ার্ল্ডের লুক। রাজকুমার-রাজকুমার ফিলিংস। চিকনকারির কাজ করা লাল কুর্তার সঙ্গে রঙিন ফ্লোরাল এমব্রয়ডারি করা অফ হোয়াইট বেসের শাল নিয়েছিলেন সিড। সঙ্গে মানানসই সাদা পাজামা আর পায়ে খয়েরি রঙের মোজরি জুতো।

রূপকথার বিয়ে শেষে ব্যক্তিগত বিমানে সিড-কিয়ারা রওনা দেন দিল্লির উদ্দেশে। ৯ ফেব্রুয়ারি দিল্লিতে রিসেপশন শেষে আজ ১০ ফেব্রুয়ারি ফেরা মুম্বইয়ে। মুম্বইয়ে ১২ ফেব্রুয়ারির রিসেপশনে বলিউডের হুজ'হু-দের সঙ্গে সংবাদ মাধ্যমকেও।

তপন বকসি, মুম্বই

রাজকীয় বিয়েতে আচমকা ছন্দপতন

বিয়ে করেছেন সিদ্ধার্থ মালহোত্রা ও কিয়ারা আদবানি। রিসেপশন উদযাপনে উড়ে গিয়েছেন দিল্লিতে। এই অবধি সব ঠিকই ছিল। তবে জানেন কি, সিদ্ধার্থের বিয়ের অনুষ্ঠানের মধ্যেই গত ৬ তারিখ আচমকাই উৎকণ্ঠা দেখা গিয়েছিল সিদ্ধার্থ মালহোত্রার বাবা সুনীল মালহোত্রাকে ঘিরে। গত ৬ তারিখ রাজস্থানের জয়সলমীরের প্রাসাদোপম হোটেলে যখন চলছিল সিড-কিয়ারার সঙ্গীতের অনুষ্ঠান, তখন আচমকাই গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। সূত্র জানাচ্ছে, হঠাৎই বমি করতে শুরু করেন। হোটেল রুমেই আপদকালীন পরিস্থিতিতে শুরু হয় চিকিৎসা। যদিও অনুষ্ঠান থামেনি। জানা গিয়েছে, খুব কম আওয়াজে গান চালিয়ে হয় অনুষ্ঠান। যদিও ঘণ্টা কয়েকের মধ্যেই সুস্থ হয়ে ওঠেন সুনীল মালহোত্রা। ফের ধুমধাম করে শুরু হয় সঙ্গীতের অনুষ্ঠান, চলে রাত আড়াইটে পর্যন্ত।

শ্রীদেবীর বায়োগ্রাফি

প্রয়াত অভিনেত্রী শ্রীদেবীর বায়োগ্রাফি লেখা হচ্ছে। জানিয়েছেন বনি কাপুর। বায়োগ্রাফির নাম 'দ্য লাইফ অফ এ লেজেন্ড'। বনি বলেছেন, 'শ্রী আনন্দ পেতেন ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়ে। অন্যদিকে, তিনি অন্তর্মুখীও ছিলেন। বায়োগ্রাফি লিখছেন কলামিস্ট ধীরাজ কুমার, ওঁকে শ্রী নিজের পরিবার বলেই মনে করতেন।'

গুপ্তচরের বায়োপিক বানাচ্ছেন অনুরাগ

ভারতীয় গুপ্তচর, র'-এর এজেন্ট প্রয়াত রবীন্দ্র কৌশিকের বায়োপিক বানাচ্ছেন পরিচালক অনুরাগ বাসু। ছবির নাম হবে 'দ্য ব্ল্যাক টাইগার'। এই নাম তাঁকে দিয়েছিলেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধি। মাত্র ২০ বছর বয়সেই কৌশিক গুপ্তচরের কাজ করা শুরু করেন। ছবির নির্মাতারা জানিয়েছেন, রবীন্দ্র ১৯৭৪ থেকে ১৯৮৩ পর্যন্ত সময়মতো জরুরি তথ্য দিয়ে গিয়েছেন ভারতীয় নিরাপত্তা বাহিনীকে। তাঁর জন্যই দেশের সেনাবাহিনী পাকিস্তানের প্রতিটি ভারত-বিরোধী পরিকল্পনা আগে থেকে জেনে তাকে নস্যাৎ করতে পেরেছিল। ছবি প্রসঙ্গে অনুরাগ বলেছেন, 'রবীন্দ্র কৌশিকের জীবন মানে সাহস আর বীরত্বের কাহিনী। মাত্র ২০ বছর বয়সেই '৭০ ও '৮০-র দশকের নানা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা বিষয় সমূহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন। এই বিষয়গুলো জিও পলিটিক্সে ভারতের এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সংজ্ঞা নিরূপণ করেছিল। ইতিহাস তাঁকে ভুলে গিয়েছে। কিন্তু এই অজানা নায়ককে স্বীকৃতি দিতে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।' রবীন্দ্রর পরিবার এই বায়োপিকের জন্য সম্মতি দিয়েছে, এর সঙ্গে দিচ্ছে জরুরি তথ্য-ও। 'দ্য ব্ল্যাক টাইগার' -এর ভূমিকায় কে অভিনয় করবেন বা অন্য চরিত্রের অভিনেতাদের কথা এখনও নির্মাতারা জানাননি। ২০২১ সালে সলমন খান এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, তাঁর বোন আলভিরা খান ও ভগ্নিপতি অতুল অগ্নিহোত্রী রবীন্দ্র-র বায়োপিক করবেন। তারও আগে, ফেম ছবির পরিচালক রাজকুমার গুপ্তা জানিয়েছিলেন, তিনি রবীন্দ্র-র জীবনকে পর্দায় নিয়ে আসার জন্য তৈরি।

এখন রবীন্দ্রর জীবনী আনছেন অনুরাগ। গ্যাংস্টার, লাইফ ইন মেট্রো, বরফি!, লুডো-র মতো ছবি উপহার দেওয়ার পর একেবারে নতুন বিষয়ে তাঁর মুনশিয়ানা অবশ্যই দর্শকদের অভিভূত করবে।

বিতর্কের পর মুক্তি সোহম-সায়নীর ছবির

তৃণমূলের দুই পরিচিত মুখ সোহম চক্রবর্তী ও সায়নী ঘোষের নতুন ছবি নিয়ে হঠাৎই বিতর্ক হল। সব শেষে তা মিটেও গেল। শুক্রবারই ছবির মুক্তি। ছবিতে 'রাধে রাধে', 'কৃষ্ণ করলে লীলা'-তে কৃষ্ণ শব্দটি, রূপম ইসলামের গানে ওভারডোজ, হ্যালুসিনেশন জাতীয় শব্দ রাখা যাবে না—সেন্সর বোর্ডের এই নির্দেশমতো কাজ করে অভিনেতা ও তৃণমূল বিধায়ক সোহম চক্রবর্তী প্রযোজিত-অভিনীত এবং সায়ন্তন ঘোষাল পরিচালিত ছবি 'এলএসডি লাল সুটকেসটা দেখেছেন' সেন্সর বোর্ডের ছাড়পত্র পেল বটে, কিন্তু ততক্ষণে দেরি হয়ে গিয়েছে। স্টার বা নন্দনে ছবি মুক্তি পায়নি। ফলে ব্যবসায় ক্ষতি। এই নিয়ে ক্ষোভ উগরে সোহম বলেছেন, 'আমি তৃণমূলের বিধায়ক বলে কেন্দ্রীয় তথ্য সম্প্রচার মন্ত্রকের একজন মুম্বইয়ে আমার ছবি আটকে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। ছবি, শিল্পে কেন রাজনীতির রং লাগানো হবে? এটা বারবার হচ্ছে।'

বিদেশি ভাষায় দৃশ্যম

বিশিষ্ট প্রযোজনা সংস্থা প্যানোরামা স্টুডিওস বিখ্যাত মালয়ালি ছবি 'দৃশ্যম' ও 'দৃশ্যম ২'-এর রিমেক রাইট কিনেছে। 'দৃশ্যম' সিরিজের এই ছবি এবার ইংরেজি, জাপানি, কোরিয়ান, চিনা ভাষায় রিমেক হবে। হলিউডেও তারা কথাবার্তা চালাচ্ছে। মালয়ালি ও হিন্দিতে 'দৃশ্যম'-এর দুই সিরিজ জবরদস্ত হিট হয়েছে। মালয়ালিতে অভিনয়ে আছেন সুপারস্টার মোহনলাল। হিন্দি রিমেকে দেখা গিয়েছে অজয় দেবগনকে প্রধান চরিত্রে, সঙ্গে তাব্বু, শ্রিয়া শরণ। 'দৃশ্যম ২' -তে ছিলেন অক্ষয় খান্নাও। এখন মালয়ালিতেই 'দৃশ্যম ৩' -এর কথা চলছে, অভিনয় করবেন মোহনলাল ও জিতু জোশেফ। ছবির শুটিং এখনও শুরু হয়নি।

টিম তারাদের কথা মহুয়া বন্দ্যোপাধ্যায়, শবরী চক্রবর্তী, রমাপদ পাহাড়ি ফেসবুক পেজ www.facebook.com/taraderkatha

আমব্রেলা ডে

প্রতি বছর ১০ ফেব্রুয়ারি আমব্রেলা ডে উদযাপন করা হয়। রোদ-বৃষ্টির হাত থেকে মানুষকে রক্ষা করার পাশাপাশি ছাতা শিল্পকলার জগতেও কখনও ক্যানভাস হিসেবে, কখনও শিল্পের উপকরণ হিসেবে স্থান করে নিয়েছে।

চাঁদমণি প্রাইমারি স্কুলে নেই কোনও পরিকাঠামো

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ৯ ফেব্রুয়ারি : ক্লাসঘরের উত্তরদিকের জানলা দিয়ে রাজেশ কুমার, শ্রদ্ধা ঠাকুররা বাইরের দিকে তাকিয়েছিল। কিছুটা দূরে ঝাঁ চকচকে কাচের অট্টালিকা। তার ভেতরে কারা যেন কাজ করছিলেন। আরও কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে আকাশচুম্বী একের পর এক বহুতল। কিন্তু যে ক্লাসঘরে বসে পড়ুয়ারা এই দৃশ্য দেখছিল, সেই ঘরের টিনের চাল উড়ে গিয়েছে অনেক আগেই। ঝড়, জল, রোদের মধ্যেই তাদের ক্লাস করতে হচ্ছে। জোড়াতালি দিয়ে কোনওমতে একটি বাঁশের বেড়া সেখানে লাগানো হয়েছে। পাশেই মিড-ডে মিলের রান্নাঘরের টিনের চাল চুরি হয়ে গিয়েছে। কোনও শৌচাগারেই দরজা নেই। এরকমই চরম দুর্দশার মধ্যে চলছে মাটিগাড়া-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের চাঁদমণি টি এস্টেট প্রাইমারি স্কুল।

দুপুর ১১টা থেকে ওই ক্লাসঘরেই চাঁদমণি হিন্দি জুনিয়ার হাইস্কুল চলে। শিলিগুড়ি প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদ থেকে এনওসি নিয়েই স্কুলটি চলছে। মাটিগাড়ার নামজাদা শপিং মলের থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে থাকা বিদ্যালয়ের বেহাল অবস্থা দেখে হামেশাই পথচলতি মানুষ প্রশ্ন তোলেন। প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের চেয়ারম্যান দিলীপ রায়ের অবশ্য বক্তব্য, 'বিদ্যালয়টিতে কিছু মেরামতির কাজ করতে হবে। সেজন্য সমগ্র শিক্ষা অভিযান কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলব।'

বিদ্যালয়ে গিয়ে অবাক হতে হল। দুজন স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলা যেখানে মিড-ডে মিলের রান্না করছেন, সেই ঘরের টিনের চালের একাংশ উধাও। স্কুল প্রাঙ্গণে থাকা বিরাট অশ্বত্থ গাছের পাতা হামেশাই টিনের ফাঁকা জায়গা দিয়ে রান্নাঘরে পড়ছে। রান্নার কাজে যুক্ত এক মহিলা বলেন, 'কিছুদিন আগে নতুন টিনের চাল লাগানো হয়েছিল। সেগুলি চুরি হয়ে গিয়েছে।' বিদ্যালয়ের পেছন দিকে লাইন দিয়ে শৌচাগার তৈরি করা হয়েছে। কিন্তু দেখা গেল, কোনও শৌচাগারের দরজা নেই। সেগুলিও নাকি চুরি গিয়েছে। পুলিশকে জানিয়েও কাজ হয়নি।

হিন্দি জুনিয়ার হাইস্কুলের টিচার-ইনচার্জ আশা সোরেন বললেন, 'পড়ুয়ারা আশপাশের বাড়িতে গিয়ে শৌচকর্ম সারে। আমাদেরও তাই করতে হয়।' হিন্দি জুনিয়ারে পঞ্চম-অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত ৭০ জন পড়ুয়া রয়েছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রায় ৩০ জন পড়ুয়া রয়েছে। বিদ্যালয়ে পর্যাপ্ত ঘর না থাকায় পড়ুয়াদের একটি করে ক্লাস বারান্দায় চলে। আশাদেবীর কথায়, 'শুনেছি এই জায়গায় কোনও জমিজট রয়েছে। সেজন্য উন্নয়নের কাজ থমকে রয়েছে।' তবে জমি সংক্রান্ত কোনও সমস্যা সেখানে নেই বলে দিলীপ রায় জানান।

গাঁজা উদ্ধার

ইসলামপুর, ৯ ফেব্রুয়ারি : মহকুমা শাসকের নির্দেশে ইসলামপুর মহকুমা প্রশাসন এবং আবগারি দপ্তরের আধিকারিকরা বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় কলেজ মোড় এলাকার একাধিক দোকানে অভিযান চালান। অভিযান চালিয়ে একটি দোকান থেকে গাঁজা উদ্ধার করেন তাঁরা। আধিকারিকদের দেখে ওই দোকানের মালিক দোকান ছেড়ে পালিয়ে যায়। উদ্ধার হওয়া গাঁজা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। মহকুমার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট সাঙ্গে টাসি ডুকপা বলেন, 'গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে এদিন এই অভিযান চালানো হয়।' তিনি আরও জানান, ওই দোকান থেকে ছোট ছোট প্যাকেটে মোট ৩৮৪ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার হয়েছে।

বৃহস্পতিবার শক্তিগড় বালিকা বিদ্যালয়ের বাইরে এক রোমিওকে আটক করেছে উইনার্স বাহিনী। -সংবাদচিত্র

স্কুলের সামনে ভালোবাসা

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ৯ ফেব্রুয়ারি : একেই প্রেমের সপ্তাহ, তার ওপর বসন্ত দোরগোড়ায়। ভালোবাসার মরশুমে তাই 'উঠতি প্রেমিক'দের এখন আটকে রাখাই দায়। পরিস্থিতি এমনই যে, প্রেয়সীকে গোলাপ দিতে বা পছন্দের মানুষকে প্রেম নিবেদন করতে সটান গার্লস স্কুলের সামনে চলে যাচ্ছে প্রেমিককুল। স্কুলের বাইরের রাস্তা থেকে দোতলার ক্লাসঘরের দিকে ঠায় তাকিয়ে, জানলা থেকে কখন প্রেয়সী একবার হাত নাড়ে তার অপেক্ষায়।

এতদিন ভ্যালেন্টাইন্স উইকে গোলাপ হাতে পার্কে, ক্যাফে কিংবা কলেজের মাঠে বান্ধবীকে প্রেম নিবেদন করার ছবি ধরা পড়েছে। এবার নতুন সংযোজন, স্কুলের সামনে দাঁড়িয়ে প্রেমের বার্তা দেওয়া। তবে এত প্রেমের মাঝে 'বাধা' হয়ে দাঁড়িয়েছে পুলিশ। স্কুলের সামনে থেকে প্রেমিকদের তাড়াতে কখনও উইনার্স টিমকে আসতে হচ্ছে, কখনও যেতে হচ্ছে থানার ওসিকে। ভ্যালেন্টাইন্স উইকে যেন কাজ বেড়ে গিয়েছে পুলিশের।

শহরের গার্লস স্কুলগুলির সামনে ছেলেদের জটলা নতুন কিছু নয়। প্রায় প্রতিদিনই স্কুলগুলির সামনে থেকে লোকজনকে সরাতে হয় স্কুল কর্তৃপক্ষ। বিভিন্ন গার্লস স্কুলের সামনে টহল দেয় পুলিশও। কিন্তু ভ্যালেন্টাইন্স উইক শুরু হতেই এই জটলা যেন হঠাৎ বেড়েছে। তাই পুলিশের তরফেও স্কুলগুলিকে আরও বেশি করে সতর্ক হওয়ার আবেদন করা হয়েছে।

শক্তিগড় বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা সুষমা পাল বলেন, 'আমি আপনার কাছেই বিষয়টি জানতে পারলাম। খুবই চিন্তার বিষয়। স্কুলে গিয়েই বিষয়টি নিয়ে বৈঠক করে পরবর্তী পদক্ষেপ করা হবে।' নেতাজি গার্লস হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষিকা রুম্পা সাহার বক্তব্য, 'ছাত্রীদের সবসময় সতর্ক করি আমরা। এখন তো উইনার্স টিম এসে দাঁড়িয়ে থাকে। তবুও ছেলেদের উৎপাত কমে না।'

প্রেমের পর্যায়ক্রম

- ৭ ফেব্রুয়ারি থেকেই শহরের ফুলের দোকানগুলিতে গোলাপ কিনতে ভিড়
- সেজেগুজে হাতে গোলাপ নিয়ে স্কুলের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ছে অনেকে
- রাস্তা থেকে ফুল দেখিয়ে প্রেম নিবেদন করা হচ্ছে
- কেউ কেউ আবার ছুটি হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করছে
- স্কুল ছুটি হলেই ফুল নিয়ে সটান হাজির প্রেয়সীর সামনে
- রাস্তার মধ্যেই ফুল দিয়ে চলছে প্রেম নিবেদন

৭ ফেব্রুয়ারি থেকেই শহরের ফুলের দোকানগুলিতে গোলাপ কিনতে ভিড়। তারপর সেজেগুজে হাতে গোলাপ নিয়ে স্কুলের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ছে অনেকে। রাস্তা থেকেই ফুল দেখিয়ে প্রেম নিবেদন করা হচ্ছে। কেউ কেউ আবার ছুটি হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করছে। স্কুল ছুটি হলেই ফুল নিয়ে সটান হাজির প্রেয়সীর সামনে। রাস্তার মধ্যেই ফুল দিয়ে চলছে প্রেম নিবেদন।

৭ ফেব্রুয়ারি শক্তিগড় বালিকা বিদ্যালয়ের সামনে এরকমই কয়েকজন যুবক জানলার দিকে তাকিয়ে প্রেম নিবেদন করছিল। স্থানীয় কয়েকজন ওই যুবকদের আটকে উইনার্স টিমকে খবর দেয়। উইনার্স টিম এসে ওই যুবকদের সতর্ক করে সেখান থেকে সরিয়ে দেয়। কিন্তু এসবের মধ্যেই স্কুলের জানলার ওপার থেকে কয়েকজন কিশোরীকেও যুবকদের উদ্দেশ্য করে হাত নাড়তে দেখা যায়! সম্প্রতি শিলিগুড়ির নেতাজি গার্লস হাইস্কুলের সামনে থেকে এক যুবকের স্কুটার আটক করে নিয়ে যান উইনার্স টিমের সদস্যরা। তবে উইনার্স টিম চলে যেতেই ফের 'উৎপাত' বাড়ছে রোমিওদের।

বুধবারও শক্তিগড় বালিকা বিদ্যালয়ের সামনে ফুল হাতে প্রেয়সীকে প্রেম প্রস্তাব দিতে দাঁড়িয়ে ছিল কয়েকজন যুবক। স্থানীয়রা বিষয়টি লক্ষ করে নিউ জলপাইগুড়ি থানায় খবর দেন। খবর পেয়ে ওসি বাহিনী নিয়ে এলাকায় আসে। ঘটনাস্থল থেকে আটজনকে আটক করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়।

হেডমিসের কথা

> ছাত্রীদের সবসময় সতর্ক করি আমরা। এখন তো উইনার্স টিম এসে দাঁড়িয়ে থাকে। তবুও ছেলেদের উৎপাত কমে না।
>
> -রুম্পা সাহা
> *নেতাজি গার্লস হাইস্কুল*

কী কারণে তারা বালিকা বিদ্যালয়ের সামনে দাঁড়িয়েছিল, জানতে চাওয়া হলে সগৌরবে উত্তর, 'প্রেমিকাকে প্রেম নিবেদন করতেই স্কুলের বাইরে ফুল হাতে দাঁড়িয়েছিলাম।' এরপরেই প্রত্যেকের অভিভাবককে থানায় ডাকা হয়। ফের সন্তানদের স্কুলের বাইরে দেখা গেলে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে অভিভাবকদের সতর্ক করা হয়। এরপর ছেড়ে দেওয়া হয় ওই যুবকদের।

স্কুলবাস ঢুকে পড়ায় অবরুদ্ধ সুভাষপল্লি মেইন রোড। বৃহস্পতিবার সায়ন চট্টোপাধ্যায়ের তোলা ছবি।

পরিবহণ দপ্তরের যোগসাজশে সক্রিয় দালালচক্র

নম্বর ছাড়াই গাড়ি চলছে, চুপ পুলিশ

শিলিগুড়ি, ৯ ফেব্রুয়ারি : সিটি অটো বদলে ম্যাক্সিক্যাব নেওয়ার জন্য আবেদন করেছিলেন মানিক দেবনাথ নামে জনৈক ব্যক্তি। সেইমতো এক দালালের কাছে নিজের পুরোনো অটোর সমস্ত কাগজপত্র দিয়েছিলেন। আর সেই কাগজে গরমিল করে ওই সিটি অটোর পরিবর্তে ম্যাক্সিক্যাব নিয়ে অন্যের কাছে বিক্রি করে দিয়েছে দালাল। বিষয়টি জানতে পেরেই শিলিগুড়ির প্রধাননগর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন সিটি অটোর আসল মালিক মানিক দেবনাথ। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে আঞ্চলিক পরিবহণ অধিকর্তার দপ্তর থেকে পুরোনো সিটি অটোটিকে ব্ল্যাকলিস্ট করা হয়েছে। কিন্তু ওই অটোর পরিবর্তে যে ম্যাক্সিক্যাব বেরিয়েছে তা নম্বর প্লেট ছাড়াই প্রায় এক বছর ধরে শহরের রাস্তায় দাপিয়ে বেড়াচ্ছে।

এটা একটা উদাহরণমাত্র। এই ধরনের নম্বর প্লেটবিহীন কয়েক হাজার সিটি অটো শহরের রাস্তায় দাপিয়ে বেড়ালেও পুলিশ বা পরিবহণ দপ্তর থেকে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না। বিষয়টি নিয়ে সরব হয়েছে দার্জিলিং জেলা এনজেপি-ফুলবাড়ি ম্যাক্সিক্যাব ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন। সংগঠনের সম্পাদক উজ্জ্বলকান্তি ঘোষ বলেন, 'একটি বিষয় প্রকাশ্যে এসেছে। কিন্তু শহরজুড়ে এই ধরনের একাধিক ম্যাক্সিক্যাব চলছে যেগুলির কোনও নম্বর নেই। সরকারি হিসেব অনুযায়ী, ১২৫০টি সিটি অটো বদলে সমান সংখ্যায় ম্যাক্সিক্যাব নামানোর কথা ছিল। কিন্তু তার থেকে অনেক বেশি গাড়ি চলছে শহরে।'

শহরের অতিরিক্ত আঞ্চলিক পরিবহণ অধিকর্তা মিল্টন দাসের সঙ্গে একাধিকবার যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হলেও তিনি ফোন না ধরায় কোনও বক্তব্য মেলেনি।

প্রধাননগরের বাসিন্দা মানিক দেবনাথ একটি পুরোনো সিটি অটো কিনেছিলেন। অটোটি চারবার হাতবদল হয়ে তাঁর কাছে আসে। বেশ কিছুদিন শহরের রাস্তায় চলার পর পরিবহণ দপ্তর থেকে নোটিফিকেশন করে সমস্ত সিটি অটোর বদলে নতুন ম্যাক্সিক্যাব নেওয়ার নির্দেশিকা জারি করা হয়। সেইমতো সকলে একে একে অটো বদলের কাজ শুরু করেন। মানিকবাবুও নিজের অটো বদলে ম্যাক্সিক্যাব নেওয়ার জন্য দুই দালালকে সমস্ত কাগজপত্র দেন। অভিযোগ, মানিকবাবুর ওই অটোর আগের মালিকের সঙ্গে যোগাযোগ করে দালালরা। আগের মালিকের থেকে স্বাক্ষর নিয়ে নথি জাল করে ওই সিটি অটোর বদলে নতুন ম্যাক্সিক্যাব নিয়ে তারা অন্যত্র বিক্রি করে দেয়। মানিকবাবু বিষয়টি জানার পরেই দালালদের বিরুদ্ধে প্রধাননগর থানায় অভিযোগ করেছেন। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

প্রশ্ন উঠেছে, পরিবহণ দপ্তরের ভিতরে যোগসাজশ ছাড়া গাড়ির নথি জাল করা কীভাবে সম্ভব? তাই সর্ষের ভিতরেই ভূত আছে, এ ব্যাপারে নিশ্চিত যাত্রী পরিবহণের সঙ্গে যুক্ত মালিকরা সকলেই। কিন্তু পরবর্তীতে চরম হয়রানির আশঙ্কাতেই বেড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধার সাহস পাচ্ছেন না তাঁরা।

হিলকার্ট রোডে নম্বর ছাড়া গাড়ি সাক্ষী পুলিশ। ছবি : শান্তনু ভট্টাচার্য

প্রশ্ন যেখানে

- বহু সিটি অটো ও ম্যাক্সিক্যাব শহরের রাস্তায় নম্বর প্লেট ছাড়াই পুলিশের সামনে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে
- এইসব অবৈধ যান সম্পর্কে পুলিশ বা পরিবহণ দপ্তর থেকে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না
- ১২৫০টি সিটি অটোর বদলে সমান সংখ্যায় ম্যাক্সিক্যাব শহরে নামানোর কথা ছিল
- সরকারি হিসেব বলছে, নির্ধারিত সংখ্যার চেয়ে অনেক বেশি গাড়ি চলছে শহরে
- জাল নথি দিয়ে গাড়ি বিকিকিনির দালালচক্র সক্রিয় হওয়ায় জনমনে প্রশ্ন ঘুরছে

শোকজের মুখে দিলীপ

শিলিগুড়ি, ৯ ফেব্রুয়ারি : বারবার দলবিরোধী মন্তব্য করায় ফের শোকজের মুখে পড়লেন ৪৬ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার তৃণমূল কংগ্রেস নেতা দিলীপ বর্মন। দলের শীর্ষ নেতৃত্বের সবুজ সংকেত পেয়েই বৃহস্পতিবার তাঁকে ৭২ ঘণ্টা সময় দিয়ে শোকজ করেছেন তৃণমূলের দার্জিলিং জেলা সভানেত্রী পাপিয়া ঘোষ। এই বিষয়ে দিলীপের প্রতিক্রিয়ার জন্য টেলিফোন করা হলে তিনি বলেছেন, 'শোকজের বিষয়ে আমি কিছু বলতে পারব না।' দলের জেলা নেতৃত্বের অনেকেই মনে করছেন, দলকে শৃঙ্খলাবদ্ধ রাখতে এবার দিলীপের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন।

মঙ্গলবার তৃণমূল শিলিগুড়ির বেশ কয়েকটি ওয়ার্ডের ওয়ার্ড সভাপতি বদল করেছে। এর মধ্যে ৪৬ নম্বর ওয়ার্ডও রয়েছে। এই ওয়ার্ডে তৃণমূলের নতুন সভাপতি হয়েছেন মহম্মদ জহুর। আর এই ঘটনায় চটে গিয়ে দিলীপ বর্মন বলেছেন, 'ওয়ার্ড সভাপতির পদ দেওয়া নিয়ে টাকার লেনদেন হয়েছে।' তাঁর মন্তব্য, 'আগামী লোকসভা ভোটে আমি কোনও কাজ করব না। জেলা সভানেত্রীকেই সব দায়িত্ব নিতে হবে। তাতে আমার কাউন্সিলার পদ যায়, যাবে।' গত বছরের সেপ্টেম্বর মাসে প্রধাননগর থানা ঘেরাও করে পুলিশের বিরুদ্ধে সরব হয়েছিলেন। সেই সময়ই তিনি দলের জেলা সভানেত্রীর বিরুদ্ধেও সরব হয়েছিলেন। ওই ঘটনার পরেও পাপিয়া দিলীপকে শোকজ করেছিলেন। কিন্তু সেই শোকজের কোনও জবাব তিনি দেননি।

বৃহস্পতিবার দলের নতুন ওয়ার্ড সভাপতিদের সংবর্ধনা দিতে কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়াম হলঘরে একটি সভা ডাকা হয়। সেখানেই পাপিয়া দিলীপের বিরুদ্ধে সোচ্চার হন। কেউই দলের ঊর্ধ্বে নন এবং ধৈর্যের বাঁধ ভাঙছে বলেও তিনি হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। সূত্রের খবর, এই সভায় গৌতম দেব, রঞ্জন সরকার থেকে শুরু করে প্রত্যেকেই দলের শৃঙ্খলা মেনে চলার উপরে জোর দিয়েছেন।

আইল্যান্ডের পাঁচিল ভাঙা, সন্ধ্যায় বসছে নেশার আসর

শিলিগুড়ি, ৯ ফেব্রুয়ারি : দীর্ঘদিন ধরে ভেঙে রয়েছে আইল্যান্ডের সীমানা পাঁচিল। নেই সংস্কারের কোনও উদ্যোগ। এই পরিস্থিতিতে সন্ধ্যার পর থেকে এয়ারভিউ মোড় সংলগ্ন মহানন্দা সেতুর দুইপাশে থাকা আইল্যান্ডগুলিতে বসছে নেশার আসর। বিশেষ করে জংশন থেকে এয়ারভিউ মোড়ে আসার পথে সামনে পড়া প্রথম আইল্যান্ডটিতে এই সমস্যা সবচেয়ে বেশি।

শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের সিইও অভিজিৎ সিভালে অবশ্য বলছেন, 'গোটা বিষয়টি খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।'

প্রথম মহানন্দা সেতুর দুই পাশে থাকা আইল্যান্ড দুটি একসময়ে এক তেল সংস্থার সঙ্গে যৌথভাবে শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের তরফে করা হয়েছিল। বছরখানেক আগে আইল্যান্ড দুটির সংস্কার করা হয়েছিল। যদিও সংস্কারের পরপরই দেখা যায়, জংশন থেকে মহানন্দা সেতুতে আসার পথে প্রথম আইল্যান্ডটির একপাশে থাকা সীমানা পাঁচিল ভেঙে দেওয়া হয়েছে।

স্থানীয় এক দোকানের মালিক অর্জুন মাহাতোর কথায়, 'মাঝেমধ্যেই দেখা যায়, সন্ধ্যার পর কিছু ছেলে ওই ভাঙা সীমানা পাঁচিল দিয়ে আইল্যান্ডের ভেতর ঢুকে যাচ্ছে। দোকান বন্ধ করে রাতে ফেরার সময়ও দেখি ওই ছেলেগুলো আইল্যান্ডের ভেতর জটলা করছে।' এলাকারই কিছু যুবক, আইল্যান্ডের ওই জায়গাটি নেশা করার উপযুক্ত জায়গা হিসেবে ধরে নিয়েছে। এই কারণে রাতের অন্ধকারে ভাঙা হয়েছে আইল্যান্ডের সীমানা পাঁচিলের একটা অংশ। এমনকি আইল্যান্ড দুটি সংস্কারের আগেও একবার সীমানা পাঁচিল ভাঙা হয়েছিল। সেসময় সীমানা পাঁচিল হিসেবে লোহার রেলিং ছিল। এদিকে, সীমানা পাঁচিল সংস্কার না হওয়ার পাশাপাশি ভেতরে থাকা ফোয়ারাগুলিরও সংস্কার করা হচ্ছে না। এদিন আইল্যান্ড দুটি ঘুরে দেখা গিয়েছে, ফোয়ারা দুটিতে জল জমে রয়েছে। যার জেরে যে কোনও সময় রোগভোগ ছড়ানোর আশঙ্কাও দেখা গিয়েছে।

জেইই-তে সাফল্য

নিউজ ব্যুরো

৯ ফেব্রুয়ারি : জেইই মেইনসের জন্য নারায়ণা এডুকেশনাল ইনস্টিটিউট নিজের ছাত্রছাত্রীদের সাহায্য করেছে। জেইই পরীক্ষার্থীদের জন্য এই স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকারাও ভীষণ পরিশ্রম করেছেন। ২০২২-২০২৩ ব্যাচে ফুলবাড়িতে অবস্থিত নারায়ণা স্কুলে ১৪ জন জেইই মেইন-১ পাশ করতে পেরেছে। সর্বভারতীয় এই পরীক্ষা অন্যতম কঠিন। এই ১৪ জনের মধ্যে দুজন ৯৫ পার্সেন্টাইলের বেশি পেয়েছে। একজন ৯৪ পার্সেন্টাইলের বেশি এবং বাকি সকলেই ৯০ পার্সেন্টাইলের বেশি পেয়েছে।

এদিকে, গোটা রাজ্যে নারায়ণার পাঁচ পড়ুয়া ১০০ পার্সেন্টাইল পেয়ে নজর কেড়েছে। এছাড়াও ৫৫ জন পাশ করেছে। ছাত্রছাত্রীদের এই সাফল্যে খুশি নারায়ণার সকল শিক্ষক-শিক্ষিকা। রেগুলার প্র্যাকটিস টেস্ট, রিভিশন ক্লাস, মেজর-মাইনর পরীক্ষা এবং ডাউট সলভিং সেশনের আয়োজন করা হত স্কুলে।

১ নম্বর ওয়ার্ডে শৌচালয়ের নির্মাণ থমকে

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ৯ ফেব্রুয়ারি : ধীরগতিতে হচ্ছে শৌচালয়ের অর্ধসমাপ্ত কাজ। ছয় মাসেও হয়নি শৌচালয়ের বিদ্যুৎ সংযোগ। এই পরিস্থিতিতে দলের কাউন্সিলার, পুরনিগমের বিদ্যুৎ বিভাগের মেয়র পারিষদ কমল আগরওয়ালের বিরুদ্ধেই ঢিলেমির অভিযোগ তুললেন ১ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূলের কাউন্সিলার সঞ্জয় পাঠক। তিনি বলেন, 'আমি একাধিকবার বিদ্যুৎ দপ্তরে গিয়ে শৌচালয়টিতে বিদ্যুৎ সংযোগের কথা বলেছি। কিন্তু মেয়র পারিষদ বারেবারেই ভুলে যান। এভাবে কতদিন আর দোরে দোরে ঘুরব?' সঞ্জয়বাবু যে একাধিকবার তাঁর কাছে গিয়েছেন, সেটা স্বীকার করে নিচ্ছেন মেয়র পারিষদ কমল। তাঁর বক্তব্য, 'সঞ্জয়বাবু এসেছিলেন আমার কাছে, এটা ঠিক। তবে সুডার থেকে কমিউনিটি শৌচালয়গুলির সংস্কার সংক্রান্ত যে টাকা এসেছে, তার মধ্যে এই শৌচালয়ের উল্লেখ নেই। তবুও আলাদাভাবে এই শৌচালয়ের কাজটা যাতে করা যায়, তার চেষ্টা চালাচ্ছি।'

১ নম্বর ওয়ার্ডের মহানন্দা নদী সংলগ্ন এই কমিউনিটি শৌচালয়টি বহু বছরের পুরোনো। আট বছরেরও বেশি সময় ধরে শৌচালয়টি অর্ধসমাপ্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। ২০১৪ সালে ওয়ার্ড কাউন্সিলার সঞ্জয় পাঠক থাকাকালীনই প্রথমবারের জন্য কমিউনিটি শৌচালয়ের কাজ শুরু হয়েছিল। যদিও কিছু মাস পরে বোর্ড ভেঙে যাওয়ার সঙ্গে কাজও বন্ধ হয়ে যায়। পরবর্তীতে ওয়ার্ডের কাউন্সিলার পদেও পরিবর্তন আসে। নতুন কাউন্সিলার হন মালতী রায়। অভিযোগ, মালতী রায়ের সময় নতুন করে কমিউনিটি শৌচালয়টির বাকি থাকা কাজ শেষ করার ব্যাপারে কোনও উদ্যোগই নেওয়া হয়নি। ২০২২ সালের পুরভোটে নতুন করে ক্ষমতায় আসেন সঞ্জয় পাঠক। এরপর বাকি থাকা কাজ সংস্কারের ব্যাপারে উদ্যোগ নেওয়া হলেও কাজ না হওয়ায় বিপাকে পড়েছেন খোদ কাউন্সিলার।

ওয়ার্ডের এই শৌচালয় এখনও চালু হয়নি। -সংবাদচিত্র

স্থানীয় সূত্রে খবর, মালতী রায় কাউন্সিলার থাকাকালীন এলাকারই কিছু ব্যক্তি নিজস্ব উদ্যোগে কমিউনিটি হলটি ব্যবহারের উপযোগী করার চেষ্টা করেছিলেন। বর্তমানে অবশ্য সেটাও বন্ধ হয়ে যাওয়ায় রীতিমতো ক্ষুব্ধ হয়ে পড়েছেন এলাকার সাধারণ মানুষ। স্থানীয় বাসিন্দা অরুণ মাহাতো বলেন, 'সঞ্জয় পাঠক জেতার পরই শৌচালয়টি নতুন করে সংস্কার শুরু হয়। কিন্তু তারপর কাজ থমকে রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে নদীতে দূষণও বাড়তে শুরু করেছে।' যা মেনে নিচ্ছেন ওয়ার্ড কাউন্সিলার সঞ্জয় পাঠক। বলছেন, 'শৌচালয়ের পাকা কাজটা ছয় মাসে শেষ হয়ে গিয়েছিল কিন্তু জল ও বিদ্যুতের জন্য আমাকে ঘুরছে হচ্ছে। জলের ব্যবস্থা হলেও বিদ্যুতের কাজটা হচ্ছে না।'

সঞ্জয়ের কথায়, 'ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার যতটা পারা যায় আমাদের সহযোগী করছেন কিন্তু বিদ্যুৎ বিভাগ ঢিলেমি দিয়েই চলেছে।' রঞ্জন সরকার অবশ্য বলছেন, 'ইলেক্ট্রিকের কাজ হচ্ছে। দ্রুতই শৌচালয়টি যাতে মানুষের হাতে দিতে পারা যায়, সে চেষ্টা করা হচ্ছে।'

টুকরো খবর

পুরপ্রধান পদে ফের শীলা

পুরুলিয়া, ৯ ফেব্রুয়ারি : কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের নির্দেশে ঝালদায় আবার পুরপ্রধানের দায়িত্ব পেলেন শীলা চট্টোপাধ্যায়।

সম্প্রতি ঝালদা পুরসভার নির্দল কাউন্সিলার শীলা কংগ্রেসের ৭ জন কাউন্সিলারের সমর্থনে চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। তবে চেয়ারে বসার পরই মহকুমা শাসকের নির্দেশে পদচ্যুত হন তিনি। এরপর কলকাতা হাইকোর্টে তিনি আবেদন জানান। বৃহস্পতিবার বিচারপতি অরিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিচারপতি অপূর্ব সিনহা রায়ের ডিভিশন বেঞ্চ তাঁকে আবার নিয়োগ করার নির্দেশ দেয়। আদালতের রায়ে ঝালদার সব মানুষ খুশি এই দাবি করে শীলা চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী নিজে একজন মহিলা। তারপরও সরকার একজন মহিলা চেয়ারম্যানের পিছনে এভাবে কেন লেগে পড়েছে বুঝতে পারছি না। আমাকে শান্তিতে পুরসভা চালাতে দেওয়া হোক।'

মেডিকেলে প্রাইভেট কেবিন

কলকাতা, ৯ ফেব্রুয়ারি (সংবাদ) : এসএসকেএম হাসপাতালের পর এবার প্রাইভেট কেবিনের মাধ্যমে চিকিৎসা ব্যবস্থা শুরু করতে চলেছে কলকাতা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল। সম্ভবত এবছরই সেই পরিষেবা পাবেন সাধারণ রোগীরা। তবে এর জন্য এসএসকেএম হাসপাতালের মতোই রোগীর পরিবারের সদস্যদের কিছু অর্থ ব্যয় করতে হতে পারে। কলকাতার সরকারি হাসপাতালগুলির চেহারা আগের তুলনায় অনেকটাই বদলে গিয়েছে। এবার আরও একধাপ এগিয়ে সরকারি হাসপাতালে তৈরি হতে চলেছে ভিআইপি কেবিন। চলতি বছরেই কলকাতা মেডিকেল কলেজে এই ভিআইপি কেবিনে চিকিৎসা পরিষেবা শুরু হয়ে যাবে বলে প্রাথমিকভাবে খবর মিলেছে।

ফের বাতিল ট্রেন

কলকাতা, ৯ ফেব্রুয়ারি : বর্ধমান স্টেশনে পুরোনো ফুট ওভারব্রিজ ভাঙার কাজ চলায় হাওড়া-বর্ধমান মেইন ও কর্ড লাইনে ট্রেন চলাচলে বিঘ্ন ঘটেছে। কর্ড লাইনে মশাগ্রাম থেকে হাওড়া ও মেইন লাইনে শক্তিগড় থেকে হাওড়া পর্যন্ত কিছু স্পেশাল ট্রেন চালানো হলেও দুর্ভোগ কমেনি। এই দুর্ভোগ ২১ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চলবে বলে রেল সূত্রে খবর। ২১ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত একগুচ্ছ লোকাল বাতিল করা হচ্ছে। ১০ থেকে ১৩ ফেব্রুয়ারি ও ২১ ফেব্রুয়ারি হাওড়া-বর্ধমান কর্ড লাইনে ৬টি ডাউন লোকাল বন্ধ থাকবে। মেইন লাইনে বন্ধ থাকবে ৫টি ডাউন লোকাল। একইসঙ্গে কর্ড লাইনে ৬টি আপ ও ডাউন লাইনে ৫টি আপ ট্রেন বাতিল থাকবে। তবে যাত্রীদের কথা মাথায় রেখে মেইন লাইনে হাওড়া ও শক্তিগড়ের মধ্যে ৪ জোড়া স্পেশাল লোকাল এবং হাওড়া ও মশাগ্রামের মধ্যে ৪ জোড়া স্পেশাল লোকাল চালাবে পূর্ব রেল। বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের সফরসূচিতে কোনও বদল হচ্ছে না বলে রেল সূত্রে খবর।

বই প্রকাশিত

কলকাতা, ৯ ফেব্রুয়ারি : বৃহস্পতিবার কলকাতা প্রেস ক্লাবে প্রকাশিত হল সাংবাদিক কুমারেশ ঘোষের লেখা 'জঙ্গলমহল ও উপরমহল' বইটি। জঙ্গলমহলের মানুষের জীবনযাত্রা, মাওবাদীদের জীবনকথা ও তাঁদের ঘিরে রাজনীতির মারপ্যাঁচের কাহিনী সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে এই বইটিতে। সাংবাদিকতার পাশাপাশি কুমারেশবাবুর অপর পরিচয় হল, তিনি মেদিনীপুর কলেজের অর্থনীতি বিভাগের প্রধান ছিলেন। জঙ্গলমহল এবং সেখানকার মানুষ সম্পর্কে তাঁর টান চিরকালীন। এর আগেও জঙ্গলমহল নিয়ে দুটি বই লিখেছেন তিনি। এটি সেই সিরিজের তৃতীয় বই। দে পাবলিকেশন থেকে প্রকাশিত বইটির উদ্বোধন করেন ডঃ পার্থ চট্টোপাধ্যায়। ছিলেন কলকাতা প্রেসক্লাবের সভাপতি স্নেহাশিস শূর ও সম্পাদক কিংশুক প্রামাণিক।

হাওড়া শিল্পাঞ্চলকে শেষ করে দেওয়ার জন্য বামেদের দুষলেন মমতা

এমএসএমই হাবের ঘোষণা

কলকাতা, ৯ ফেব্রুয়ারি : তৃতীয়বার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাখির চোখ, শিল্পায়ন। কর্মসংস্থান ও শিল্পায়নই যে প্রধান লক্ষ্য, তা বৃহস্পতিবার হাওড়ার পাঁচলায় সরকারি অনুষ্ঠান থেকে আরও একবার তিনি স্পষ্ট করে দিলেন। একইসঙ্গে হাওড়া শিল্পাঞ্চলকে শেষ করে দেওয়ার জন্য মুখ্যমন্ত্রী কাঠগড়ায় তুললেন বামেদের।

মমতা বলেন, 'হাওড়ায় শিল্পের পরিবেশ নষ্ট করার জন্য দায়ী বামেরা।' হাওড়া জেলার ইতিহাসের কথা তুলে ধরে মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ, প্রাচ্যের ম্যাঞ্চেস্টার ছিল হাওড়া। কিন্তু বাম শাসনকালে সেই পরিবেশ সম্পূর্ণ নষ্ট করে দেওয়া হয়েছিল। এরপরে মমতার দাবি, 'হাওড়ায় শিল্পের জোয়ার এসেছে। শুধু এই জেলাতেই পাঁচ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ হয়েছে। ৬৭ হাজার মানুষের কর্মসংস্থান ইতিমধ্যে হয়ে গিয়েছে। আরও ২০ হাজার মানুষের কর্মসংস্থান হবে।'

শিল্পবান্ধব পরিবেশের কথা তুলে ধরে মমতা বলেন, 'রাজ্যের সর্বত্র শিল্পের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। হাওড়ায় ৬২ একর জমির ওপর ফুড পার্ক তৈরি করা হচ্ছে। ১১৯টি প্লট বণ্টন করা হবে। তাতে আরও কর্মসংস্থান বাড়বে। দেড় লক্ষ বেকার ছেলেমেয়ে কাজ পাবেন।' হাওড়ার বিভিন্ন জায়গায় কী কী শিল্প গড়ে উঠবে বা তৈরি হচ্ছে, তার বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'হাওড়া জেলাকে এমএসএমই (ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প) হাব হিসেবে গড়ে তোলার পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে। বানতলায় ৪০০ ট্যানারি আছে। তার মধ্যে গত এক বছরে ২০০টি তৈরি হয়েছে। চর্মশিল্পে ৫০টি ইউনিট রয়েছে। আরও ৫০টি গড়ে উঠছে। এখানে ৩০ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ হয়েছে। আরও ১০ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ হবে। শুধুমাত্র বানতলাতেই ৩ লক্ষ মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে।

হাওড়ার পাঁচলায় প্রশাসনিক অনুষ্ঠানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার। ছবি : কৌশিক দত্ত

পরিকাঠামো তৈরির জন্য রাজ্য সরকার ৬০০ কোটি টাকা ব্যয় করেছে।'

অন্য জেলায় শিল্পায়নের কথাও উঠে আসে তাঁর বক্তব্যে। মমতা জানান, বীরভূমের দেউচা পাচামিতে ৩৫ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ হচ্ছে। ১০ হাজার কোটি টাকা পুনর্বাসন প্যাকেজ দেওয়া হয়েছে। যাঁরা জমি দিয়েছেন, তাঁদের চাকরি নিশ্চিত করা হয়েছে। পুরুলিয়ায় ৭২ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রীর দাবিকে খারিজ করে সিপিএম নেতৃত্ব রাজ্যের শিল্প পরিবেশ বিনষ্ট করার জন্য মমতাকেই দায়ী করেন।

দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সুজন চক্রবর্তী বলেন, 'সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রামে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে যে আন্দোলন হয়েছিল, তাতে রাজ্যের শিল্প-পরিবেশ সম্পূর্ণ নষ্ট হয়েছে। এই রাজ্য সম্পর্কে বিনিয়োগকারীদের বিরূপ ধারণা তৈরির জন্য দায়ী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সিঙ্গুরে কারখানা হলে আজ গোটা হুগলি জেলার চিত্র বদলে যেত। সিঙ্গুর থেকে টাটাদের তাড়ানোর দায় কী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অস্বীকার করতে পারেন?'

বিজেপি মুখপাত্র শমীক ভট্টাচার্য একযোগে বাম এবং তৃণমূলকে দুষে বলেন, 'বামেদের জঙ্গি আন্দোলনের জন্য রাজ্যে শিল্পের পরিবেশ যে নষ্ট হয়েছিল, তাকে আরও ত্বরান্বিত করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।'

তৃণমূলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ বিরোধীদের দাবি নস্যাৎ করে দিয়ে বলেন, 'রাজ্যে শিল্পের পরিবেশ বামেদের হাতে শেষ হয়েছিল। তা ফিরিয়ে আনতে কিছুটা সময় লাগলেও হাওড়া, হুগলি সহ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে একাধিক সংস্থা বিনিয়োগ করেছে। আরও বিনিয়োগ আসছে। তাজপুর গভীর সমুদ্র বন্দর হচ্ছে। বিরোধীরা নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকতে কুৎসা করে যাচ্ছে।'

৯০০টির বেশি প্রকল্পের শিলান্যাস মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ৯ ফেব্রুয়ারি : সামনেই পঞ্চায়েত নির্বাচন। তারপরই আগামী বছর লোকসভা ভোট। সেদিকে নজর রেখেই উন্নয়ন প্রকল্পের দিকে নজর দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। একইসঙ্গে স্বাস্থ্য পরিষেবাতেও নজর পড়েছে তাঁর।

বৃহস্পতিবার হাওড়ার পাঁচলার সরকারি অনুষ্ঠান থেকে রাজ্যের ৯০০টির বেশি সরকারি প্রকল্পের শিলান্যাস করলেন মুখ্যমন্ত্রী। এই সঙ্গে ৬ লক্ষ মানুষকে বিভিন্ন পরিষেবা প্রদান করেন মুখ্যমন্ত্রী। একসঙ্গে এতগুলি প্রকল্পের শিলান্যাস ও পরিষেবা প্রদান কার্যত নজিরবিহীন। অনুষ্ঠান থেকে মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেন, রাজ্যে ২৭টি স্থায়ী হেলিপ্যাড তৈরি করা হবে। তাঁর দাবি, দেশে যখন ৪০ শতাংশ কর্মসংস্থান কমে গিয়েছে, তখন বাংলায় ৪০ শতাংশ কর্মসংস্থান বেড়েছে।

স্বাস্থ্যক্ষেত্রে পরিষেবার উন্নতিকল্পে একাধিক প্রকল্পের ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। ফুরফুরা শরিফ হাসপাতালের উন্নয়নের ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী। উল্লেখ্য, এই ফুরফুরা শরিফের পীরজাদা ভাঙড়ের বিধায়ক নৌশাদ সিদ্দিকিকে বৃহস্পতিবার ফের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছে বারুইপুর আদালত। ফুরফুরা শরিফ হাসপাতালে ১০০টি শয্যা করার কথা ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী। কামারহাটির সাগর দত্ত মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ক্যানসার ইউনিট এবং হুগলির ইমামবাড়া জেলা হাসপাতাল ও ডায়মন্ড হারবার মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে দুটি ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিটের শিলান্যাসও করেছেন। প্রাণী চিকিৎসার জন্য ২১৮টি অ্যাম্বুল্যান্সও দেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রকে আক্রমণ শানিয়ে বলেন, 'গরিব লোকের টাকা মারবেন না। ১০ লক্ষ জব কার্ড হোল্ডারকে রাজ্য টাকা দিয়েছে। কাজ করিয়েও কেন্দ্র টাকা দেয়নি। ১১ লক্ষ লোকের বাড়ির টাকা আটকে রেখেছে তারা।'

র‍্যাশন ব্যবস্থায় কেন্দ্রের ভরতুকি তুলে নেওয়া প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'কেন্দ্র র‍্যাশনের ভরতুকি তুলে নিয়েছে। আমরা বিনা পয়সায় র‍্যাশন দিচ্ছি। ওরা শুধু ছবি লাগায়।' বিজেপিকে আক্রমণ করে বলেন, 'ওরা নির্বাচনের সময় বড় বড় কথা বলে। উজালা গ্যাস দেবে। তারপর সব ধাঁ। এলআইসিতে অনেকের টাকা আটকে রয়েছে। হাউজিং লোন আছে, ব্যাংকের জমা আছে, সেই টাকাগুলি কোথায় যাচ্ছে? আদার ব্যাপারীদের ঘরে চলে যাচ্ছে?' এরপরই মমতার আক্রমণ, 'আমরা কোনও ঝগড়াঝাটি করে, বাংলা ভাগ করতে দেব না। যাঁদের কাজ নেই, তাঁরা ঘুম থেকে উঠে টেলিভিশনের সামনে বসে পড়েন। ওই একটা টিকটিকি পড়ে গেল। সারাদিন তাই নিয়েই চলছে। কারণ, কেন্দ্র বলে দিয়েছে, তাদের খবর চালাতে হবে। তা না হলে চ্যানেল কেটে নেওয়া হবে। দিল্লি থেকে অনেক নতুন চ্যানেল এসেছে। তারা আমাদের বিরুদ্ধে লাগাতার বলে যায়। আমার কিচ্ছু যায় আসে না। তোমরা আমাকে গালাগালি দিলে আমার গালে ফোসকা পড়বে না।'

মমতা উবাচ

দেশে যখন ৪০ শতাংশ কর্মসংস্থান কমে গিয়েছে, তখন বাংলায় ৪০ শতাংশ কর্মসংস্থান বেড়েছে

১১ লক্ষ লোকের বাড়ির টাকা আটকে রেখেছে কেন্দ্রীয় সরকার

রাজ্য থেকে কর তুলে নিয়ে যাচ্ছে কেন্দ্র। অথচ রাজ্যকে জিএসটির ভাগের টাকা দিচ্ছে না। ওরা মাছের তেলে মাছ ভাজছে

আমরা আপাতত রাস্তা তৈরির জন্য ২ হাজার কোটি টাকার একটা পরিকল্পনা তৈরি করেছি

মাধ্যমিকে ৪ লক্ষ পরীক্ষার্থী কম

কলকাতা, ৯ ফেব্রুয়ারি : ২৩ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হচ্ছে এবছরের মাধ্যমিক পরীক্ষা। ইতিমধ্যেই যাবতীয় প্রস্তুতি সেরে ফেলেছে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। গতবারের তুলনায় এবছর প্রায় ৪ লক্ষ পরীক্ষার্থী কম পরীক্ষা দিচ্ছে। এবার মাধ্যমিকে মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ৬ লক্ষ ৯৮ হাজার ৯২৮। এদের মধ্যে ছাত্র ২ লক্ষ ৯০ হাজার ১৭২ জন। তুলনায় ছাত্রী সংখ্যা অনেক বেশি, তিন লক্ষ ৫৬ হাজার ২১।

গতবছর মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ১০ লক্ষ ৯৮ হাজার ৭৭৫। এবারে পরীক্ষার্থী কম হওয়ার কারণ হিসাবেই করোনা পরিস্থিতিকেই দায়ী করা হচ্ছে। এবার পরীক্ষা দেওয়া জন্য রেজিস্ট্রেশন হয়েছিল প্রায় ৯ লক্ষ।

২৩ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু পরীক্ষা

মাধ্যমিক পরীক্ষা ঠিকমতো হওয়ার জন্য কোনও খামতি রাখছে না পর্ষদ। রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় ২ হাজার ৮৬৭টি পরীক্ষা কেন্দ্র থাকছে এবছর। নজরদারিতে থাকছেন ৪০ হাজার পরীক্ষক। মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সভাপতি রামানুজ গঙ্গোপাধ্যায় বৃহস্পতিবার জানান, পরীক্ষার দিনগুলিতে প্রতিটি কেন্দ্রেই থাকবে পুলিশ। পরীক্ষার দিন সকাল ৮টা থেকে পরীক্ষা কেন্দ্রগুলি থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হবে। যে তথ্য পরীক্ষা কেন্দ্রের রিয়েল টাইম আপডেট পৌঁছে যাবে পর্ষদের কাছে। এই কাজটি করবেন অ্যাডিশনাল ভেনু সুপারভাইজার। তিনি বলেন, 'প্রায় সব জায়গাতেই প্রশ্ন পৌঁছে গিয়েছে।' পরীক্ষার সময় কেন্দ্রগুলিতে অভিভাবকরা ঢুকতে পারবেন না বলেও জানান তিনি।

ফ্ল্যাটে জোড়া মৃতদেহ

কলকাতা, ৯ ফেব্রুয়ারি (সংবাদ) : বৃহস্পতিবার সকালে কলকাতা দক্ষিণ শহরতলির হরিদেবপুরের একটি বন্ধ ফ্ল্যাটের ভিতর থেকে জোড়া মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনা কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। পুলিশ গিয়ে মৃতদেহ দুটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য নিয়ে যায়।

বন্ধ ছিল ফ্ল্যাটের দরজা, বাইরে থেকে স্ত্রী হাজার ডাকাডাকি করেও সাড়া মেলেনি। সন্দেহ হওয়ায় খবর দেওয়া হয় পুলিশে। পুলিশ এসে বন্ধ ফ্ল্যাটের দরজা ভেঙে দেখে সিলিং থেকে ঝুলছে এক যুবকের দেহ। মাটিতে পড়ে রয়েছে অপর মহিলার নিথর দেহ। পুলিশ সূত্রে খবর, মৃত যুবকের নাম রবীন্দ্রকুমার চৌরাসিয়া। রবীন্দ্রর স্ত্রী ও দুই সন্তান বেহালায় থাকেন। হরিদেবপুরে একটি ফ্ল্যাট ছিল রবীন্দ্রর।

রবীন্দ্রর স্ত্রীর অভিযোগ, এদিন সকাল থেকেই স্বামীর মোবাইলে ফোন করে পাননি। তাই গাড়ি ভাড়া করে চলে আসেন হরিদেবপুরে। সেখানে এসে স্থানীয়দের জিজ্ঞাসাবাদ করে ফ্ল্যাটের হদিস পান তিনি। সেই ফ্ল্যাটে গিয়ে দেখেন দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। তারপরই শুরু হয় ডাকাডাকি। বন্ধ ঘর থেকে হিন্দিতে লেখা একটি সুইসাইড নোট উদ্ধার হয়েছে। নোটে রবীন্দ্র তাঁর মৃত্যুর জন্য দায়ী করেছেন সাগুপ্তা পারভীনকে। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, মৃত মহিলার নামই সাগুপ্তা।

লকেটের আবেদন

কলকাতা, ৯ ফেব্রুয়ারি : হাওড়া ও শিয়ালদা শাখার জন্য দুটি নতুন ট্রেন চেয়ে রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণো চিঠি দিলেন হুগলির সাংসদ লকেট চট্টোপাধ্যায়। ওই চিঠিতে তিনি লেখেন, 'কেন্দ্র যোগাযোগ ব্যবস্থার জন্য বিভিন্ন হাইস্পিড ট্রেন চালু করেছে। এতে মানুষের সুবিধা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে শহরতলি এবং গ্রামাঞ্চলের মানুষের যোগাযোগ ব্যবস্থার অন্যতম প্রধান মাধ্যম হল লোকাল ট্রেন। করোনা পরিস্থিতির জন্য বহু লোকাল ট্রেন বাতিল হয়েছে। আবার গত কয়েক বছরে কোনও নতুন ট্রেন চালু হয়নি। এই পরিস্থিতিতে হাওড়া ও শিয়ালদা শাখায় আমার লোকসভা কেন্দ্রে সাধারণ মানুষের সুবিধার্থে দুটি লোকাল ট্রেন চালানোর জন্য অনুরোধ করছি।' দুটি ট্রেন হল পান্ডুয়া-হাওড়া লোকাল ট্রেন এক জোড়া এবং বর্ধমান-রানাঘাট লোকাল ট্রেন দু'জোড়া। বর্ধমান থেকে রানাঘাট যাওয়ার ওই ট্রেনগুলি নৈহাটি জংশনকে এড়িয়ে ব্যান্ডেল থেকে হালিশহর লিংক লাইন দিয়ে ছুটবে।

মৌমাছি নয়, ফুলের গন্ধে মেতেছে কাঠবিড়ালি। বৃহস্পতিবার নদিয়ায়। -পিটিআই

ইডি'র হাতে গ্রেপ্তার দুই ব্যবসায়ী

আদালত সংবাদদাতা, কলকাতা, ৯ ফেব্রুয়ারি : আর্থিক কেলেঙ্কারিতে অভিযুক্ত দুই ব্যক্তি নিম্ন আদালত থেকে জামিনে মুক্ত হওয়ার পর তাদের হাইকোর্ট থেকে ইডির হেপাজতে পাঠানো হল। এই নির্দেশ দিলেন হাইকোর্টের বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ। বৃহস্পতিবার তিনি ওই নির্দেশ দেওয়ার পরই ইডি হাওড়ার ব্যবসায়ী শৈলেশ পাণ্ডে ও প্রসেনজিৎ দাসকে গ্রেপ্তার করে। টাকার অঙ্ক যেহেতু প্রচুর সেই কারণে হাইকোর্ট তদন্তভার ইডির হাতে দিয়েছে।

২০২২ সালের অক্টোবর মাসে শৈলেশের বাড়ি থেকে ৮ কোটিরও বেশি টাকা উদ্ধার হয়। গ্রেপ্তার হয় ৪ জন। সম্প্রতি নিম্ন আদালত থেকে জামিন পান শৈলেশ এবং প্রসেনজিৎ। নিম্ন আদালতের সেই রায়কে চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয় ইডি। বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ দুই অভিযুক্তকে আদালতে হাজিরার নির্দেশ দেন। নিম্ন আদালতের রায় খারিজ করে তাঁদের ইডি হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারপতি। গত বছর অক্টোবর মাসে শৈলেশ ও প্রসেনজিতের হাওড়ার শিবপুরের বাড়ি থেকে গাড়ি ও ফ্ল্যাট মিলিয়ে ৮ কোটি টাকা উদ্ধার করে পুলিশ। তদন্তে একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের দুটি অ্যাকাউন্ট থেকে ৭৭ কোটি টাকা লেনদেনের হদিস পায় পুলিশ। পরবর্তীকালে আরও ১৭টি ভুয়ো অ্যাকাউন্টের হদিস মেলে। যেখানে ৫৭ কোটি টাকা লেনদেনের প্রমাণ পায় কলকাতা পুলিশের ব্যাংক জালিয়াতি তদন্তকারী শাখা। এখনও পর্যন্ত ২০৭ কোটি টাকা লেনদেনের হদিস মিলেছে। এবার এই তদন্ত চালাবে ইডি।

আর্থিক কেলেঙ্কারির অভিযোগ

দিদির সফরের আগে বদল জেলা শাসক

মেদিনীপুর, ৯ ফেব্রুয়ারি : পাঁচ মাস পর আগামী সপ্তাহে ফের পশ্চিম মেদিনীপুর সফরে আসছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৬ ফেব্রুয়ারি মেদিনীপুর শহরের কলেজিয়েট মাঠের প্রশাসনিক সভায় যোগ দিয়ে দুয়ারে সরকার প্রকল্পের বিভিন্ন সরকারি পরিষেবা উপভোক্তাদের হাতে তুলে দেবেন। ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিলি করবেন সবুজ সাথীর সাইকেল। এছাড়া প্রশাসনিক আধিকারিক এবং জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে রিভিউ বৈঠকও করবেন বলে সূত্রের খবর।

৪ ফেব্রুয়ারি কেশপুরে জনসভা করে সাংগঠনিক ঐক্য আরও মজবুত করার ডাক দিয়েছিলেন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এরপরই মেদিনীপুরে মুখ্যমন্ত্রীর প্রশাসনিক সভা এবং আধিকারিক ও জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে রিভিউ বৈঠক অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। ১৬ ফেব্রুয়ারি মেদিনীপুরে সভা করার পর তিনি পুরুলিয়া ও বাঁকুড়া জেলা সফরে যাবেন বলে প্রশাসন সূত্রের খবর।

অন্যদিকে, মুখ্যমন্ত্রীর জেলা সফরের এক সপ্তাহ আগে পশ্চিম মেদিনীপুরের জেলা শাসক আয়েশা রানিকে সরিয়ে জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের বিশেষ সচিব পদে পাঠানো হচ্ছে। আয়েশা রানির জায়গায় আনা হচ্ছে দার্জিলিংয়ের অতিরিক্ত জেলা শাসক খুরশিদ আলম কাদরীকে, যা নিয়ে শুরু হয়েছে জল্পনা।

আত্মসমর্পণ ছাত্রনেতার

কলকাতা, ৯ ফেব্রুয়ারি : নাবালিকাকে ধর্ষণে অভিযুক্ত পূর্ব মেদিনীপুরের তৃণমূল ছাত্রনেতা অবশেষে কাঁথি আদালতে আত্মসমর্পণ করলেন। বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ এক আইনজীবীকে সঙ্গে নিয়ে তিনি আত্মসমর্পণ করেন। এর আগে তাঁর আগাম জামিনের আবেদন খারিজ করে দেয় কলকাতা হাইকোর্ট। এক নাবালিকাকে দিঘায় নিয়ে গিয়ে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে শুভদীপ গিরির বিরুদ্ধে। নাবালিকার পরিবার আদালতের দ্বারস্থ হয়। হাইকোর্টের বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা অভিযুক্ত শুভদীপকে আত্মসমর্পণের নির্দেশ দেন। সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে ডিভিশন বেঞ্চে যান শুভদীপ। প্রধান বিচারপতি প্রকাশ শ্রীবাস্তব ও বিচারপতি রাজর্ষি ভরদ্বাজের ডিভিশন বেঞ্চ সিঙ্গল বেঞ্চের রায় বহাল রাখে। বৃহস্পতিবার আদালতের নির্দেশে আত্মসমর্পণ করেন তিনি।

গুমঘরের কাছে বেআইনি লজ ভাঙার নির্দেশ

কার্তিক ঘোষ

বাঁকুড়া, ৯ ফেব্রুয়ারি : ঐতিহাসিক স্থাপত্যে সমৃদ্ধ বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর পর্যটনকেন্দ্রের প্রাণকেন্দ্র শহরের ২ নম্বর ওয়ার্ডের গুমঘর সংলগ্ন একটি বেআইনি লজ ভাঙার নির্দেশ দিল বিষ্ণুপুর পুরসভা। বেআইনি নির্মাণের বিরুদ্ধে প্রশাসনের এই পদক্ষেপে পুরবাসীরা অল্প হলেও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন।

বাঁকুড়ার মন্দিরনগরী বিষ্ণুপুর শহরে টেরাকোটার মন্দির সহ বেশ কিছু ঐতিহাসিক স্থাপত্যের জন্য শুধু ভারতই নয়, বিদেশি পর্যটকরাও এখানে এসে ভিড় জমান সারা বছর। উল্লেখযোগ্য স্থাপত্যগুলোর মধ্যে জোড়বাংলো, শ্যামরায় মন্দির, গুমঘর আজও পর্যটকদের কাছে বিস্ময়ের। এরমধ্যে গুমঘর নিয়ে আজও বিতর্ক অব্যাহত। গুমঘর সংলগ্ন শ্যামরায় মন্দির এবং জোড়বাংলো দেখার মতো।

শোনা যায়, মল্ল রাজাদের অমূল্য কীর্তি গুমঘরের সামনে গেলে রাজদ্রোহী বা গুরুতর অপরাধীদের মৃত্যু যন্ত্রণার চিৎকার শোনা যায়। পর্যটকরা

এই সেই গুমঘর।

কান পেতে শুনতে যান সেই চিৎকার এখনও শোনা যায় কি না। অনেকেই স্থাপত্যের সামনে দাঁড়িয়ে উপলব্ধি করার চেষ্টা করেন।

বর্গাকার ছাদহীন টেরাকোটার এই স্থাপত্য তৈরি করেছিলেন দশম মল্ল রাজা জগৎ মল্ল। কথিত আছে, কোনও অপরাধী অথবা রাজদ্রোহীকে শাস্তি দিতে হলে এই গুমঘরে ফেলে দেওয়া হত। এর তলা থেকে সেই অপরাধী আর কোনওমতেই উপরে উঠতে পারত না। অর্থাৎ অপরাধীকে এখানে গুম করা হত। প্রাচীর বেয়ে শেষ প্রান্তে পৌঁছানোর জন্য কোনও সিঁড়ি নেই।

গুমঘর নাম কেন

কোনও অপরাধী অথবা রাজদ্রোহীকে শাস্তি দিতে হলে মল্ল রাজাদের অমূল্য কীর্তি গুমঘরে ফেলে দেওয়া হত। এর তলা থেকে সেই অপরাধী আর কোনওমতেই উপরে উঠতে পারত না। অর্থাৎ অপরাধীকে এখানে গুম করা হত।

অপরাধীকে বিশালাকার সিঁড়ি দিয়ে তুলে নীচে ফেলা হত বলে অনুমান। ফলে অপরাধীর আর্তচিৎকার সাধারণ মানুষের কানে পৌঁছাত না। এই কারণেই এই স্থাপত্যের নাম গুমঘর।

কয়েক বছর আগে বিষ্ণুপুরের মহকুমা শাসক অনুপকুমার মণ্ডল বিশালাকার সিঁড়ি জোগাড় করে ও আলোর ব্যবস্থা করে স্থাপত্যের কিনারে উঠে ভেতরের অংশ পর্যবেক্ষণের চেষ্টা করেছিলেন। সেই সময় জানা যায়, নীচের অংশে আরও একটি ছোট্ট কুয়ো রয়েছে, কুয়োর উপরের দিকে রয়েছে ছোরার সূচালো অগ্রভাগ। যদি কোনও মানুষকে ফেলে দেওয়া হয় তাহলে তাঁরা ওই ছোরায় গেঁথে যাবেন। যদিও এই মত নিয়ে বিতর্ক এখনও অব্যাহত, সেইসঙ্গে গবেষণাও চলছে।

কয়েক বছর হল একশ্রেণির অসাধু মানুষ এইসব ঐতিহাসিক জায়গায় বেআইনি নির্মাণ করছেন। ঐতিহাসিক জায়গাগুলো জবরদখল সহ বেআইনি নির্মাণের প্রবণতা ক্রমেই বেড়ে চলেছে।

বিষ্ণুপুর পুরসভা সূত্রে খবর, পুরসভাকে না জানিয়ে শহরের গুমঘর এলাকায় অসীম সরকার নামে একজন লজ তৈরি করেন, যা সম্পূর্ণ বেআইনি। এই অবস্থায় ইতিপূর্বে দু'বার নোটিশ দেওয়া হয়। বুধবার পুর আইন ইউ/এস -২১৮ অনুযায়ী তৃতীয়বারের জন্য নোটিশ দেওয়া হয়েছে বলে পুরপ্রধান গৌতম গোস্বামী জানিয়েছেন। ওই গুমঘর এলাকায় বেশ কিছু প্রাচীন স্থাপত্য থাকায় স্বাভাবিকভাবেই প্রচুর দেশি-বিদেশি পর্যটকদের ভিড় সারা বছরই থাকে। ফলে লজের ব্যবসাও রমরমিয়ে চলে। স্থানীয় কাউন্সিলার দয়াল পাত্র বলেন, 'বিষয়টি নজরে আসতেই পুরসভাকে জানিয়েছি। পুরসভা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে।'

বেআইনি নির্মাণের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ক্ষমতা প্রয়োগে শহরবাসী কিছুটা স্বস্তি পেলেও বিভিন্নজনের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, প্রকাশ্যে যেটা এসেছে তা হিমশৈলের চূড়ামাত্র। সরকার এইসব ঐতিহাসিক নিদর্শনকে হেরিটেজ ঘোষণা করার পর স্থাপত্যের ২০০ মিটারের মধ্যে কোনও নির্মাণ করা যাবে না, অথচ বেআইনি নির্মাণের সংখ্যা অজস্র।

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : কোনও কারণে ভোগান্তির আশঙ্কা। সন্তানের বিদেশ গমনের বাধা কাটবে। বৃষ : প্রেমের সঙ্গীকে অকারণে ভুল বুঝে সমস্যা। বাড়ির প্রয়োজনে দূরস্থানে যেতে হতে পারে। মিথুন : বৈষয়িক উন্নতি লক্ষ্য করে তৃপ্তিলাভ। অনিদ্রায় কষ্ট হতে পারে। প্রেমে শুভ। কর্কট : দিনটি আপনার পক্ষে অনুকূল। পাওনা আদায় হওয়ায় স্বস্তি মিলবে। সিংহ : ব্যবসার কারণে ঋণ নিতে হতে পারে। স্ত্রীর সৌজন্যে আজ প্রচুর অর্থপ্রাপ্তির যোগ। কন্যা : হঠাৎ পরিবারের কোনও সদস্যের কারণে চিকিৎসায় অধিক ব্যয় হবে। প্রতিবেশীর সঙ্গে বিবাদ। তুলা : ঋণ পরিশোধ করে স্বস্তি। পথে চলতে খুব সতর্ক থাকুন। বৃশ্চিক : ব্যবসায় বাড়তি বিনিয়োগ করতে হলে অভিজ্ঞের পরামর্শ নিন। মায়ের রোগমুক্তি। ধনু : সামান্য কারণে কোনও প্রিয়জনের সঙ্গে বিবাদ। পথে কোনও রকম বিতর্কে জড়াবেন না। মকর : হারানো দ্রব্য ফেরত পেয়ে স্বস্তিলাভ। কর্মক্ষেত্রে আপনার মতামত গুরুত্ব পাবে। কুম্ভ : শ্লেষ্মাঘটিত রোগে ভোগার আশঙ্কা। অভিনয় ও সংগীতশিল্পীরা নতুন সুযোগ পাবেন। মীন : হারানো সম্পর্ক ফিরে আসায় আনন্দলাভ। পূর্বের কোনও ফেলে রাখা কাজ আজ সম্পূর্ণ হবে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদন গুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে আজ শুক্রবার ২৬ মাঘ ১৪২৯, ভাঃ ২১ মাঘ, ১০ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩, ২৬ মাঘ, সংবৎ ৫ ফাল্গুন বদি, ১৮ রজব। সূঃ উঃ ৬।১৮, অঃ ৫।২৬। শুক্রবার, পঞ্চমী শেষরাত্রি ৫।৫৩। হস্তানক্ষত্র রাত্রি ৯।৫৬। ধৃতিযোগ দিবা ৩।৩। কৌলবকরণ সন্ধ্যা ৫।৪১ গতে তৈতিলকরণ শেষরাত্রি ৫।৫৩ গতে গরকরণ। জন্মে- কন্যারাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী বুধের ও বিংশোত্তরী চন্দ্রের দশা, রাত্রি ৯।৫৬ গতে রাক্ষসগণ বিংশোত্তরী মঙ্গলের দশা। মৃতে- দোষ নাই। যোগিনী-দক্ষিণে, শেষরাত্রি ৫।৫৩ গতে পশ্চিমে। বারবেলাদি ৯।৫ গতে ১১।৫২ মধ্যে। কালরাত্রি ৮।৩৯ গতে ১০।১৫ মধ্যে। যাত্রা- শুভ উত্তরে ও পশ্চিমে নিষেধ, দিবা ৩।৩ গতে যাত্রা নাই, সন্ধ্যা ৫।৫১ গতে পুনঃযাত্রা শুভ উত্তরে ও পশ্চিমে নিষেধ, রাত্রি ২।১৭ গতে পূর্বে দক্ষিণেও নিষেধ, শেষরাত্রি ৫।৫৩ গতে মাত্র পশ্চিমে নিষেধ। শুভকর্ম- দিবা ৩।৩ মধ্যে গাত্রহরিদ্রা অব্যূঢ়ান্ন নামকরণ দীক্ষা নববস্ত্রপরিধান নবশয্যাসনাদ্যুপভোগ পুংরত্নধারণ শঙ্খরত্নধারণ দেবতাগঠন ক্রয়বাণিজ্য বিক্রয়বাণিজ্য বিপণ্যারম্ভ পুণ্যাহ শান্তিস্বস্ত্যয়ন হলপ্রবাহ বীজবপন বৃক্ষাদিরোপণ ধান্যচ্ছেদন ধান্যস্থাপন বীজসংগ্রহ কারখানারম্ভ কুমারীনাসিকাবেধ বাহনক্রয়বিক্রয় কম্পিউটার নির্মাণ ও চালন। বিবিধ (শ্রাদ্ধ) পঞ্চমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। ওঁঙ্কারপঞ্চমী। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৩৩ মধ্যে ও ৮।২০ গতে ১০।৩৮মধ্যে ও ১২।৫৭ গতে ২।৩০ মধ্যে ও ৪।২ গতে ৫।২৬ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।১৪ গতে ৮।৫৪ মধ্যে ও ৩।৩২ গতে ৪।২১ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- রাত্রি ১০।৩৩ গতে ১১।২৩ মধ্যে ও ৪।২১ গতে ৬।১৮ মধ্যে।

রূপকথার প্রত্যাবর্তনে

জাড্ডু এখন 'পাঠান'

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

নাগপুর, ৯ ফেব্রুয়ারি : মৌসম বিগড়নে ওয়ালে হ্যায়। কুর্সি কা পেটি বাঁধ লো!

আবহাওয়ার পরিবর্তন হয়েছে। রূপকথার প্রত্যাবর্তনও হয়েছে। পাঠান যেমন বলিউডে ঝড় তুলেছে, তেমনই রবীন্দ্র জাদেজাও আজ অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে 'ঝড়' তুললেন। দুইদিন আগেই জামথার বাইশ গজে বাঁহাতি স্পিনারদের নিয়ে সতীর্থদের সতর্ক করেছিলেন স্টিভেন স্মিথ। তাঁর সতীর্থরা তো বটেই, অভিজ্ঞ প্রাক্তন অজি অধিনায়ক নিজেও জাড্ডুর 'আর্ম' বলের স্টাম্প টু স্টাম্প লাইনের ফাঁদে পা দিয়ে বোল্ড হলেন।

রবিচন্দ্রন অশ্বীনের বলে বোল্ড হলেন স্কট বোল্যান্ড। আর তখনই কভার থেকে দৌড়টা শুরু করলেন জাদেজা!

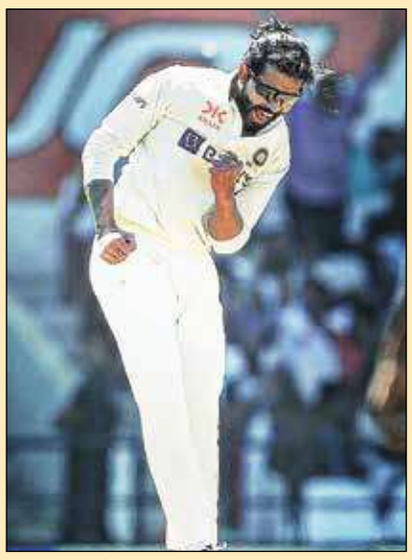

স্টিভেন স্মিথকে আউট করে রবীন্দ্র জাদেজা।

থামলেন আম্পায়ারের সামনে গিয়ে। চেয়ে নিলেন লাল বলটা। আকাশের দিকে তুলে ধরে কিছু যেন খুঁজতে চাইছিলেন স্যর জাদেজা। খুঁজবেনই তো। দিনটা আজ তাঁরই। হাঁটুর অস্ত্রোপচারের ধাক্কা সামলে সৌরাষ্ট্রের হয়ে রনজি ট্রফি খেলে নিজেকে প্রমাণ করে টিম ইন্ডিয়ায় ফিরেছেন জাড্ডু। সঙ্গে ঝুঁটি বাঁধা নয়া হেয়ারস্টাইল।

আর ফিরেই কেরিয়ারের ১১ নম্বর পাঁচ উইকেট দখলে 'জামথার জমিদার' রূপে আবির্ভূত হয়ে জাদেজা প্রমাণ করলেন, স্কিল চিরন্তন। চোটআঘাত সেই স্কিলে কখনই থাবা বসাতে পারে না। রূপকথায় প্রত্যাবর্তন তো একেই বলে। ঠিক যেমন পাঠানের মাধ্যমে রূপকথার প্রত্যাবর্তন ঘটেছে শাহরুখ খানের। টিম ইন্ডিয়ার 'পাঠান' হিসেবে আজ স্যর জাদেজারও কামব্যাক হল আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে। জাড্ডুর ক্যারিশমায় চাপা পড়ে গেল সূর্যকুমার যাদব, কোনা শ্রীকর ভরতদের টেস্ট অভিষেক।

জুটিতে লুটি!

দেশ হোক বা বিদেশ। হোম অ্যাডভান্টেজ থাক বা না থাক, অ-জা জুটি যখনই বল হাতে তুলে নিয়েছেন, টিম ইন্ডিয়া ভরসা পেয়েছে। নাগপুরের জামথার ভিসিএ স্টেডিয়ামেও অ-জা জুটির দাপট দেখল দুনিয়া। গত কয়েকদিন ধরে জামথার বাইশ গজ নিয়ে বহু আলোচনা হয়েছে। অজি সংবাদমাধ্যমের তরফে 'ডক্টরড পিচ' আখ্যাও দেওয়া হয়েছে। তারপরও আজ সকালে টসে জিতে অজি অধিনায়ক প্যাট কামিন্স ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। যার নেপথ্যে ছিল বেশ কয়েকটি কারণ। এক, ভিসিএ স্টেডিয়ামে চতুর্থ ইনিংসে ব্যাটিংয়ের চ্যালেঞ্জ এড়ানো। দুই, শুরুতে ব্যাট করে বড় রান করে টিম ইন্ডিয়ার উপর চাপ তৈরি। তিন, বড় রানের মাধ্যমে রোহিত শর্মাদের শুরুতেই ব্যাকফুটে ঠেলে দেওয়া।

বাস্তবে কোনও লক্ষ্যপূরণেই সফল হয়নি অস্ট্রেলিয়া। চা পানের বিরতির সামান্য পরেই ১৭৭ রানে শেষ হল অস্ট্রেলিয়ার ইনিংস। জবাবে ব্যাট করতে নেমে রোহিত শর্মা (অপরাজিত ৫৬), লোকেশ রাহুলের (২০) ওপেনিং জুটির দাপটে প্রথম দিনের শেষে টিম ইন্ডিয়ার সংগ্রহ ৭৭/১। দিনের শেষবেলায় টড মার্ফির (১৩/১) ঘূর্ণিতে ঠকে গিয়ে লোকেশ প্যাভিলিয়ানে ফিরলেও রোহিতের সঙ্গে রয়েছেন নৈশপ্রহরী অশ্বীন (অপরাজিত ০)। দিনের খেলা শেষের সামান্য আগে সদ্য বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়া লোকেশ না ফিরলে এখনও ১০০ রানে পিছিয়ে থাকা টিম ইন্ডিয়া আরও স্বস্তিতে থাকত। তার মধ্যেই হিটম্যান প্রমাণ করে দিয়েছেন, ইনটেন্ট ঠিক থাকলে ভিসিএ-র বাইশ গজ ব্যাটিংয়ের জন্য কোনও বাধা নয়।

স্পিন আতঙ্কের মাঝে শুরুতে অজি ব্যাটারদের ভারতীয় পেসাররা দুমড়ে দিলেন। মহম্মদ সামি (১৮/১) ও মহম্মদ সিরাজের (৩০/১) স্কিলের সামনে পরাস্ত হলেন ডেভিড ওয়ার্নার (১), উসমান খোয়াজারা (১)। সামির বলের লাইন মিস করে ওয়ার্নারের অফস্টাম্প যেভাবে হইহই করে ডিগবাজি খেল মাঠে, তাও ছিল দেখার মতো।

তিন নম্বরে নেমে মার্নাস লাবুশেন (৪৯) ও প্রাক্তন অজি অধিনায়ক স্মিথ (৩৭) ৮২ রানের পার্টনারশিপের মাধ্যমে অস্ট্রেলিয়াকে ভরসা দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। ভিসিএ স্টেডিয়ামের মন্থর, ধুলো ওড়া লো বাউন্সের বাইশ গজে টিকে থাকার জন্য ফুটওয়ার্ক খুবই প্রয়োজন। লাবুশেন-স্মিথরা সেটা পারলেও বাকিরা প্রতিরোধ গড়তে ব্যর্থ। অ্যালেক্স ক্যারির (৩৬) ব্যাটে কিংবদন্তি অ্যাডাম গিলক্রিস্ট হওয়ার প্রচেষ্টা থাকলেও উপমহাদেশে সফল হওয়ার স্কিলটা নেই তাঁর। নিট ফল, লাঞ্চের পরই সব গুলিয়ে গেল অজিদের। দ্রুত ভেঙে পড়ল তাদের যাবতীয় ব্যাটিং প্রতিরোধ। ঘাতক হিসেবে অজিদের জন্য দুঃস্বপ্ন হিসেবে হাজির হলেন জাদেজা (৪৭/৫)। দোসর অশ্বীন (৪২/৩)। দ্রুততম ভারতীয় হিসেবে আজ ক্যারিকে ফিরিয়ে ৪৫০ টেস্ট উইকেটের মালিক হয়ে গেলেন তিনি। দলের তৃতীয় স্পিনার হিসেবে প্রথম একাদশে সুযোগ পেয়ে অক্ষর প্যাটেল (২৮/০) খারাপ করেছেন, এমন নয়। কিন্তু উইকেট পাননি তিনি। যদিও অজি ব্যাটারদের উপর চাপ ধরে রাখার কাজটা করেছেন সফলভাবে। আর দিনের শেষবেলায় রোহিত-লোকেশরা দেখালেন ইনটেন্ট ও স্কিল ঠিক থাকলে জামথার বাইশ গজে ব্যাটিং কঠিন হলেও অসম্ভব নয়।

সকালের দিকে নাগপুরের আবহাওয়া আজ ছিল একটু অন্যরকম। উধাও হয়ে যাওয়া ঠান্ডার আচমকা প্রত্যাবর্তন। অনেকটা স্যর জাদেজার কামব্যাকের মতো। আর সেই প্রত্যাবর্তন যে এমন মায়া ছড়াবে ভিসিএ স্টেডিয়ামে, কে আর জানত। শুধু তাই নয়, সঙ্গে অজি শিবিরে ঠকঠকানিও ধরিয়ে দিয়েছেন 'পাঠান' জাড্ডু। সিরিজের বাকি ম্যাচেও হয়তো যা অস্ট্রেলিয়াকে তাড়া করবে।

মৌসম বিগড়ে গিয়েছে। অজিরা সিটবেল্ট বাঁধলেও বিরাট লাভ হবে বলে মনে হয় না।

ফিরেই ৫ উইকেট। নাগপুরে ছুটছেন রবীন্দ্র জাদেজা।

> আপনি যখন ভারত সফরে আসবেন, তখন স্পিন খেলার প্রস্তুতি নিয়েই আসতে হবে। আরও সোজাভাবে বলতে হলে, স্পিন খেলা শিখে ভারতে এসো।
>
> – রবীন্দ্র জাদেজা

জামথার পিচ ঘূর্ণি নয়, দাবি জাদেজার

অজিদের খোঁচা

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

নাগপুর, ৯ ফেব্রুয়ারি : মুখে চওড়া হাসি। শরীরীভাষায় প্রবল আত্মবিশ্বাস।

চুলের নতুন স্টাইল নিয়ে ভিসিএ স্টেডিয়ামে প্রথম দিনের খেলা শেষ হওয়ার মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই রবীন্দ্র জাদেজা যখন সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হলেন, দেখে মনে হল 'পুনর্জন্ম' উপভোগ করছেন দারুণভাবে। তুলছেন তৃপ্তির ঢেঁকুরও।

হওয়ারই কথা। মাস পাঁচেক পর আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফেরা। আর ফিরেই অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে পাঁচ উইকেট নিয়ে টিম ইন্ডিয়াকে নাগপুর টেস্টে চালকের আসনে বসিয়ে দেওয়া। শুধু তাই নয়, জামথার প্রথম দিনের নায়ক জাড্ডু আজ সাংবাদিক সম্মেলনে একসঙ্গে অনেকগুলো কাজ করে দিয়েছেন। বিতর্কের তুঙ্গে থাকা ভিসিএ স্টেডিয়ামের বাইশ গজ কোনওভাবেই 'র‍্যাংক টার্নার' নয় বলে জানিয়েছেন। সঙ্গে স্পষ্ট করেছেন, উপমহাদেশের এমন বাইশ গজে ব্যাট হাতে সফল হওয়ার জন্য স্পিন খেলার কৌশল জানতে হবে। অজিরা মুখে বেশি কথা না বলে স্পিন খেলার কৌশল শিখে ভারতে এলে ভালো করবে। স্যর জাদেজার কথায়, 'নিজের বোলিং নিয়ে আমি খুশি। খেলার প্রতিটা মুহূর্ত উপভোগ করেছি। পাঁচ মাস বাইরে থাকার পর মাঠে ফেরা, পারফর্ম করার মধ্যে আলাদা একটা আনন্দ রয়েছে।'

চোট, পরে অস্ত্রোপচারের ধাক্কা সামলে প্রায় দুই মাসের বেশি সময় ধরে রিহ্যাব করে রূপকথার প্রত্যাবর্তন জাড্ডুর। তাঁর পাঁচ উইকেটের প্যাঁচে প্রথম দিনেই কার্যত ধরাশায়ী অস্ট্রেলিয়া। এমন পারফরমেন্সের পর প্রবল আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে ভিসিএ স্টেডিয়ামের বাইশ গজ নিয়ে তিনি বলেন, 'কে বা কারা কী বলেছে, জানি না। তবে ভিসিএ স্টেডিয়ামের বাইশ গজ আর যাই হোক না কেন, র‍্যাংক টার্নার নয়। সব বল ঘোরেনি। তবে বেশ কিছু বল ঘুরেছেও। আসলে উপমহাদেশের পিচে এমন ঘটনা খুবই স্বাভাবিক। তাই অজিদের জন্য জাড্ডুর 'কটাক্ষে' ভরা পরামর্শ, 'আপনি যখন ভারত সফরে আসবেন, তখন স্পিন খেলার প্রস্তুতি নিয়েই আসতে হবে। আরও সোজাভাবে বলতে হলে, স্পিন খেলা শিখে ভারতে এসো। তারপর এখানকার পিচ নিয়ে কথা বলা যাবে।' অস্ত্রোপচারের পর চোট সারিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফেরার আগে সৌরাষ্ট্রের হয়ে তামিলনাড়ুর বিরুদ্ধে রনজি ট্রফি ম্যাচও খেলেছেন জাদেজা। সেই ম্যাচ তাঁকে বিরাট আত্মবিশ্বাস দিয়েছে বলে জানাচ্ছেন। ভারতীয় অলরাউন্ডারের কথায়, 'নিজের রাজ্য দলের হয়ে তামিলনাড়ুর বিরুদ্ধে রনজি ম্যাচে খেলাটা বিরাট সুবিধার পাশে আত্মবিশ্বাস দিয়েছিল আমায়। যা টেস্টেও কাজে লেগেছে।'

রূপকথার প্রত্যাবর্তনে প্রথম দিনের নায়ক জাড্ডু যখন তাঁর দলকে ভরসা দেওয়ার পাশে অজিদের কটাক্ষ করেছেন পিচ নিয়ে, তখন দিনের খেলার শেষে অস্ট্রেলিয়ার মিডল অর্ডারের অন্যতম ব্যাটার পিটার হ্যান্ডসকম্ব সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে স্বীকার করে নিয়েছেন, ভিসিএ স্টেডিয়ামের বাইশ গজে ব্যাটিং একেবারেই সহজ ছিল না। উপরি হিসেবে বল ঘুরবে ধরে নিয়ে খেলতে গিয়ে তাঁরা অনেকেই বিভ্রান্ত হয়েছেন। কারণ, বহু ডেলিভারি টার্ন না করে সোজা উইকেটে এসেছে।

স্কোরবোর্ড

অস্ট্রেলিয়া
(প্রথম ইনিংস)

ওয়ার্নার বো সামি	১
খোয়াজা এলবিডব্লিউ বো সিরাজ	১
লাবুশেন স্টা ভরত বো জাদেজা	৪৯
স্মিথ বো জাদেজা	৩৭
রেনশ এলবিডব্লিউ বো জাদেজা	০
হ্যান্ডসকম্ব এলবিডব্লিউ বো জাদেজা	৩১
ক্যারি বো অশ্বীন	৩৬
কামিন্স ক কোহলি বো অশ্বীন	৬
মার্ফি এলবিডব্লিউ বো জাদেজা	০
লায়োন অপরাজিত	০
বোল্যান্ড বো অশ্বীন	১
অতিরিক্ত	১৫
মোট (অলআউট, ৬৩.৫ ওভার)	১৭৭

উইকেট পতন ঃ ২/১, ২/২, ৮৪/৩, ৮৪/৪, ১০৯/৫, ১৬২/৬, ১৭২/৭, ১৭৩/৮, ১৭৬/৯, ১৭৭/১০।

বোলিং ঃ ৯-৪-১৮-১, সিরাজ ৭-৩-৩০-১, জাদেজা ২২-৮-৪৭-৫, অক্ষর ১০-৩-২৮-০, অশ্বীন ১৫.৫-২-৪২-৩।

ভারত
(প্রথম ইনিংস)

রোহিত অপরাজিত	৫৬
রাহুল ক ও বো মার্ফি	২০
অশ্বীন অপরাজিত	০
অতিরিক্ত	১
মোট (১ উইকেট, ২৪ ওভার)	৭৭

উইকেট পতন ঃ ৭৬/১।

বোলিং ঃ কামিন্স ৪-১-২৭-০, বোল্যান্ড ৩-১-৪-০, লায়োন ১০-৩-৩৩-০, মার্ফি ৭-০-১৩-১।

ফিরেই বিতর্কে জাদেজা

আঙুলে কী, প্রশ্ন ভনের

ইন্দোর, ৯ ফেব্রুয়ারি : পাঁচ উইকেট নিয়ে প্রত্যাবর্তনেই নায়ক। টেস্ট ক্রিকেটে ইনিংসে ১১ নম্বর পাঁচ উইকেট নিয়ে অস্ট্রেলিয়াকে ১৭৭ রানে গুটিয়ে দিয়েছেন। যদিও রবীন্দ্র জাদেজার যে বোলিং সাফল্যের মাঝে বিতর্কে গন্ধ। দুরন্ত বোলিংয়ে অসাধু উপায় অবলম্বন করার অভিযোগ।

সৌজন্যে ফক্স স্পোর্টসের পোস্ট করা একটি ভিডিও। যেখানে মহম্মদ সিরাজের থেকে কিছু একটা নিয়ে বোলিং ফিঙ্গারে লাগাতে দেখা যায় জাদেজাকে। আর যা নিয়েই প্রশ্ন। অজি ব্যাটারদের ব্যর্থতা পিছনে ফেলে সমালোচনায় সুর চড়াচ্ছে অজি মিডিয়া। শামিল ইংল্যান্ডের প্রাক্তন অধিনায়ক মাইকেল ভনও।

ফক্স স্পোর্টসের ভিডিওর সঙ্গে ইঙ্গিতপূর্ণ ক্যাপশন, 'ইন্টারেস্টিং। ভারত-অস্ট্রেলিয়া প্রথম টেস্টের প্রথম ইনিংসের এই ভিডিও দেখার পর নিশ্চিতভাবেই প্রশ্ন উঠবে।' যার ভিত্তিতে ভারতকে খোঁচা মারার সুযোগ হাতছাড়া করেননি ভন। লিখেছেন, 'স্পিনিং ফিঙ্গারে কী লাগাচ্ছিল জাদেজা? আগে এরকম দেখিনি।'

প্রাক্তন অজি অধিনায়ক টিম পেইন একটা শব্দে সন্দেহের কথা তুলে ধরেছেন। প্রতিক্রিয়ায় লিখেছেন, 'ইন্টারেস্টিং'। বিসিসিআই সূত্রের খবর, ব্যথা কমানোর মলম আঙুলে লাগিয়েছেন জাদেজা। এখন দেখার, বিষয়টি ভারতীয় দল, জাদেজার মাথাব্যথা কতটা বাড়ায়।

মেসি-নেইমার ব্যর্থ, হার পিএসজির

প্যারিস, ৯ ফেব্রুয়ারি : চোটের কারণে ছিলেন না কিলিয়ান এমবাপে। তাই গোলের জন্য সকলেই তাকিয়ে ছিলেন লিওনেল মেসি-নেইমারের দিকে। কিন্তু ফ্রেঞ্চ কাপে রাউন্ড অফ সিক্সটিনের ম্যাচে দুই মহাতারকাই রীতিমতো হতাশ করলেন। মার্সেইয়ের কাছে ২-১ গোলে হেরে বিদায় নিল প্যারিস সাঁ জাঁ। ৩১ মিনিটেই অ্যালেক্সিস স্যাঞ্চেজের গোলে পিএসজি পিছিয়ে পড়ে। সের্জিও র‍্যামোস বক্সে ফাউল করলে পেনাল্টি পায় মার্সেই। ১-০ করেন চিলির স্ট্রাইকার। প্রথমার্ধের সংযুক্তি সময় স্কোরলাইন ১-১ করেন সেই র‍্যামোসই। ৫৭ মিনিটে দুর্দান্ত হাফভলিতে বল পিএসজি-র জালে বল জড়িয়ে দেন ইউক্রেনের রুসলান মালিনোভস্কি।

কমেন্ট্রি বক্সেও ভারত-অজি যুদ্ধ

বাদ হেড! অবাক স্টিভের নিশানায় কামিন্সরা

নয়াদিল্লি, ৯ ফেব্রুয়ারি : ঘটনাবহুল প্রথম দিন।

অস্ট্রেলিয়াকে দুশোর মধ্যে গুটিয়ে দিয়ে ম্যাচের রাশ আপাতত টিম ইন্ডিয়ার হাতে। বাকি চারদিনে যার সুফল তোলার পালা রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলিদের।

অজি ব্যাটিংয়ের ভরাডুবি উসকে দিয়েছে ট্রাভিস হেডের বাদ পড়া ইস্যুকে। অজি থিংকট্যাংকের সিদ্ধান্তে রীতিমতো ক্ষুব্ধ স্টিভ ওয়া। অজি কিংবদন্তির মতে, বিশ্বের ৪ নম্বর টেস্ট ব্যাটার হেড। তাঁকে বসিয়ে রাখার কোনও যুক্তি খুঁজে পাচ্ছেন না। প্রসঙ্গত, গত দুই হোম সিরিজে ৮৭.৫ গড়ে ৫২৫ রান করেছেন। যদিও এদিন পিটার হ্যান্ডসকোম্ব অগ্রাধিকার পেয়েছেন।

স্টিভ বলেছেন, 'গত ১২ মাসে সম্ভবত হেডই আমাদের সেরা ব্যাটার। বিশ্ব র‍্যাংকিংয়ে চার নম্বর ব্যাটার বাদ পড়ায় আমি অবাক। সিদ্ধান্তের পিছনে ফাটকা নাকি কোনও স্ট্র্যাটেজি লুকিয়ে আছে, দেখার অপেক্ষায় আছি।' কমেন্ট্রি টিমে থাকা ম্যাথু হেডেন জানান, গত গ্রীষ্মের অস্ট্রেলিয়ার সেরা প্লেয়ার। কন্ডিশন যাই হোক না কেন হেড অটোমেটিক চয়েস। অবশ্য ব্র্যাড হ্যাডিনের যুক্তি, স্পিনের বিরুদ্ধে দক্ষতার কারণেই পিটার হ্যান্ডসকম্ব অগ্রাধিকার পেয়েছেন। এদিকে শুধু বাইশ গজে নয়, বর্ডার-গাভাসকার ট্রফির উত্তাপ মাঠের বাইরেও। কমেন্ট্রি বক্সে দুই দেশের প্রাক্তনদের মধ্যে সারাদিন রীতিমতো বাকযুদ্ধ। সুনীল গাভাসকার, হেডেন, রবি শাস্ত্রী, দীনেশ কার্তিক, মার্ক ওয়ারা গলা ফাটালেন নিজের দেশের হয়ে।

কেন্দ্রবিন্দুতে পিচ। ভারতীয় ইনিংসের শুরুতে হেডেনের কটাক্ষ, ব্যাটিং সহায়ক উইকেটেও হাফডজন উইকেট নিয়েছিল বোল্যান্ড। খোঁচাটা বুঝতে অসুবিধা হয়নি গাভাসকারের। জিজ্ঞাসা করেন, ব্যাটিং উইকেট বলতে কী বলতে চাইছো? উপমহাদেশ ছাড়া তো সব জায়গাতে পাটা উইকেট। বলের সুইং ছাড়া কিছু সামলাতে হয় না। স্পিন খেলা অনেক বেশি শক্ত, দক্ষতা লাগে। আর পিচ নিয়ে শুধু পড়ে না থেকে অন্য কিছু নিয়ে কথা বলার পরামর্শ দেন সানি।

সকালে প্র্যাকটিস থেকে ফিরেই ট্রাভিস হেড শুনলেন অস্ট্রেলিয়ার একাদশে নাম নেই তাঁর। নাগপুরে বৃহস্পতিবার।

কার্তিক-মার্কের মধ্যেও একপ্রস্থ লেগে যায়। কার্তিক বলেন, 'ভারতকে হয়তো একবারই ব্যাটিং করতে হবে নাগপুর টেস্টে।' মার্কের জবাব, 'দেখা যাক কী হয়।' কার্তিক জোর দিয়ে বলেন, 'কথাগুলি যেন মাথায় ঢুকিয়ে নেন মার্ক।' প্রাক্তন অজির জবাব, 'কয়টা বাজে। সময়টা ডায়ারিতে লিখে রাখছি। ব্যাপারটা এত সহজ নয়। মাঠে নামলাম, খেললাম আর জিতে গেলাম নয়।'

কার্তিকও ছাড়ার পাত্র নন। অজি ব্যাটিংয়ের ভরাডুবির দিকে ইঙ্গিত করে বলেছেন, 'সহজ করে দিয়েছে অজি ব্যাটাররা।' মার্ক তখন বলেছেন, 'অজিরা সহজে হাল ছাড়ে না। দুটো দল আগে ব্যাটিং করুক, তারপর সবকিছু পরিষ্কার হবে। অত তাড়াতাড়ি কোনও জাজমেন্ট দেওয়া অযৌক্তিক।'

স্লিপ ক্যাচিংয়ে বিরাট কোহলির ভুলও ধরিয়ে দেন মার্ক। স্টিভেন স্মিথের ক্যাচ ফেলার পর তাঁর মন্তব্য, 'বিরাটের টেকনিকেই ভুল। যখন দাঁড়াচ্ছেন দুই পায়ের মধ্যে ফাঁক বেশি থাকার ফলে নড়াচড়ায় প্রত্যাশিত ক্ষিপ্রতা দেখা যাচ্ছে না। তাছাড়া কিছুটা ঝুঁকে দাঁড়ানোও দরকার। প্রয়োজন মনঃসংযোগেরও। বিরাটের মধ্যে যার অভাব।'

বুমরাহকে নিয়ে ধীরে চলো নীতি

সোমবার দলে যোগ দিচ্ছেন ফিট শ্রেয়স

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

নাগপুর, ৯ ফেব্রুয়ারি : ভারতীয় ক্রিকেটপ্রেমীদের জন্য সুখবর। একইসঙ্গে রোহিত শর্মা-রাহুল দ্রাবিড়দের জন্য মাথাব্যথা!

সব ঠিকমতো চললে আগামী সোমবার টিম ইন্ডিয়ায় যোগ দিচ্ছেন কলকাতা নাইট রাইডার্স অধিনায়ক শ্রেয়স আইয়ার। বেঙ্গালুরুর জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে রিহ্যাবের পর তিনি এখন পুরো ফিট। কোমরের চোট নিয়ে কোনও সমস্যা নেই। ইতিমধ্যেই তাঁর এক রাউন্ড ফিটনেস পরীক্ষা হয়ে গিয়েছে। আগামীকাল-পরশু ফের শ্রেয়সের ফিটনেস পরীক্ষা হওয়ার কথা। তারপরই তিনি বেঙ্গালুরুর জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমি থেকে ঢুকে পড়বেন টিম ইন্ডিয়ার সাজঘরে। শুধু তাই নয়, ১৭ ফেব্রুয়ারি থেকে দিল্লিতে শুরু হতে চলা সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টের প্রথম একাদশে ঢুকে পড়তেও পারেন শ্রেয়স। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে আজ থেকে শুরু হওয়া নাগপুর টেস্টে অভিষেক হওয়া সূর্যকুমার যাদব ব্যাট হাতে দুর্দান্ত পারফর্ম করলে শ্রেয়সের প্রথম একাদশে ফেরা কঠিন হয়ে যাবে নিশ্চিতভাবেই। তখন রোহিত-দ্রাবিড়রা প্রথম একাদশ বাছাই করতে গিয়ে ফের সমস্যায় পড়বেন। আজ ভারতীয় দলের একটি সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, শ্রেয়সের ফিটনেসের ব্যাপারে নিয়মিত খোঁজ রাখছে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টও। সম্ভবত, আগামী সোমবার নাগপুরেই ভারতীয় দলের সঙ্গে যোগ দেবেন শ্রেয়স।

রবি শাস্ত্রীর হাত থেকে টেস্ট ক্যাপ নিচ্ছেন সূর্যকুমার যাদব।

কেকেআর অধিনায়কের মতোই এনসিএ-তে চোট সমস্যা কাটিয়ে রিহ্যাবের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের মূল স্রোতে ফেরার অপেক্ষায় রয়েছেন জসপ্রীত বুমরাহও। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে চলতি টেস্ট সিরিজের শেষ দুই ম্যাচে তাঁকে খেলানো নিয়ে চলছে জল্পনা। যদিও ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের অন্দরমহলের খবর, বুমরাহকে নিয়ে তাড়াহুড়ো চাইছে না ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট। চলতি বছরের অক্টোবর-নভেম্বরে দেশের মাটিতে রয়েছে ওয়ান ডে বিশ্বকাপ। সেই বিশ্বকাপের কথা মাথায় রেখেই বুমরাহকে নিয়ে ধীরে চলো নীতি নেওয়া হয়েছে বলে খবর।

অর্ধশতরান করে ব্যাট তুললেন রোহিত শর্মা। নাগপুরে।

ঘরের মাঠে টেস্টে সর্বাধিক গড়

নাম	দল	ইনিংস	রান	গড়
ডন ব্র্যাডম্যান	অস্ট্রেলিয়া	৫০	৪৩২২	৯৮.২
রোহিত শর্মা	ভারত	৩১	১৭৯২	৭৪.৭
মার্নাস লাবুশেন	অস্ট্রেলিয়া	৩৭	২৩৯৭	৭০.৫

(টেস্টে অন্তত ৩০ ইনিংস খেলেছেন এমন ব্যাটাররা)

টেস্ট অভিষেকের খুশি। জাতীয় দলের টুপি পরেই মাকে জড়িয়ে ধরলেন ভরত।

'নরকে যাক ভারত' মন্তব্যে ডিগবাজি মিয়াঁদাদের

ইসলামাবাদ, ৯ ফেব্রুয়ারি : এশিয়া কাপ বিতর্কে কয়েকদিন আগে ভারতের বিরুদ্ধে তোপ দাগেন। কটাক্ষের সুরে জানিয়েছিলেন, পাকিস্তানে খেলতে না এলে নরকে যাক ভারত। বিতর্কিত যে মন্তব্যে তীব্র প্রতিক্রিয়ার পর আজ একেবারে ১৮০ ডিগ্রি ভোলবদল জাভেদ মিয়াঁদাদের। মন্তব্য-বিতর্কের পুরো দায় কার্যত চাপিয়ে দিলেন সংবাদমাধ্যমের ওপর। দাবি, তাঁর বক্তব্যের ভুল ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এই রকম কিছু তিনি বলতে চাননি।

এদিন সুর কিছুটা নরম করে নিজের স্বপক্ষে কিংবদন্তি পাক ব্যাটারের পালটা যুক্তি, নরক বলতে অন্য মানে করেছিলেন। আসল উদ্দেশ্য ছিল ভারত যদি খেলতে না চায় পাকিস্তানে, খেলার দরকার নেই। যেখানে ওদের ইচ্ছে সেখানেই গিয়ে খেলুক। পাকিস্তানের তাতে কোনও সমস্যা নেই।

মিয়াঁদাদ অবশ্য মনে করেন, ক্রিকেটপ্রেমী, খেলোয়াড়রা কিন্তু ভারত-পাক ম্যাচের পক্ষে। ওদের মতামতকে গুরুত্ব দিয়ে দুই দেশের মধ্যে ক্রিকেট শুরু হওয়া জরুরি। এতে দুই দেশের লাভ। ভারত যদি মনে করে পাকিস্তানে না খেললে ওরা লাভবান, তা সঠিক নয়। বিশ্বের প্রতিটি প্রান্তে প্রতিবেশী দেশগুলি পরস্পরের বিরুদ্ধে মুখোমুখি হয়। ভারত-পাকিস্তানের ক্ষেত্রেও তা হওয়া উচিত।

নিজের সময়ে ভারত-পাক ডুয়েলের নস্টালজিয়াতেও ডুব দেন মিয়াঁদাদ। বলেছেন, 'আমরা আগে ভারত সফরে যেতাম। পাকিস্তানে আসত ওরাও। সঙ্গে পাকিস্তানে আসত ভারতীয় ক্রিকেটপ্রেমীরাও। লাহোরে সবার জন্য হোটেল সংকুলান হত না। সাধারণ পাকিস্তানিদের সঙ্গে থাকত ওরা। আমি চাই দুই দেশের মধ্যে সেই পুরোনো দিনগুলি ফিরে আসুক।'

'আমার কথার ভুল ব্যাখ্যা হয়েছে'

প্রসঙ্গত, দিন দুয়েক আগে মিয়াঁদাদ বলেছিলেন, 'পাকিস্তানে যদি আসতে না চায়, দরকার নেই। ভারত নরকে যাক। আমাদের দেশে ক্রিকেট ফিরেছে। সেটা নিয়েই থাকতে চাই। ভারতের বিষয়টি আইসিসি-র দেখা উচিত। নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলে, তাহলে ওদেরও থাকার কী দরকার?'

ফাইনালের লক্ষ্যে রাশ আরও শক্ত বাংলার

বাংলা– ৪৩৮
মধ্যপ্রদেশ– ৫৬/২

ইন্দোর, ৯ ফেব্রুয়ারি : দ্বিতীয় দিনেও ম্যাচের রাশ বাংলার হাতে।

রনজি ট্রফির সেমিফাইনালের প্রথম দিনে গতকাল দলকে শক্ত ভিতে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল অনুষ্টুপ মজুমদার, সুদীপকুমার ঘরামির জোড়া সেঞ্চুরি। ২৪১ রানের ম্যারাথন পার্টনারশিপে গতকাল খেলা শেষ করে ৩০৭/৪–এ।

আজ স্কোর প্রত্যাশিত লক্ষ্যে না পৌঁছোলেও, রাশ এতটুকু আলগা হয়নি। অধিনায়ক মনোজ তিওয়ারি জমে গিয়ে বড় রান হাতছাড়া করেন। ব্যাট হাতে সাফল্য পাননি শাহবাজ আহমেদ, প্রদীপ্ত প্রামাণিকরা। কিন্তু তারপরও বাংলা ৪৩৮ রানে পৌঁছে যায়। সৌজন্যে অভিষেক পোড়েলের হাফ সেঞ্চুরি।

মনোজ ব্রিগেডের চারশো প্লাস স্কোরের চাপে রনজি চ্যাম্পিয়ন মধ্যপ্রদেশ ৫৬/২। যশ দুবের (১২) রক্ষণাত্মক স্ট্র্যাটেজি টেকেনি আকাশ দীপের সামনে। উইকেটকিপার অভিষেক পোড়েলের হাতে ক্যাচ চলে যায়। দিনের শেষবেলায় দ্বিতীয় ব্রেক থ্রুতে চাপ আরও বাড়িয়ে দেন ঈশান পোড়েল। জমে গিয়েও লাভ ওঠাতে ব্যর্থ ওপেনার হিমাংশু মন্ত্রী (২৩)। ক্রিজে আছেন সারাংশ জৈন (১৭) ও অনুভব আগরওয়াল (৪)।

৩৮২ রানে এখনও এগিয়ে বাংলা। দ্বিতীয় দিনে বেশ কিছু বল লাফিয়েছে। টার্ন ধরছে। ম্যাচ যত এগোবে, ব্যাটিং মোটেই সহজ হবে না। ঘরের মাঠে খেললেও বাংলার শক্তিশালী বোলিংয়ের চ্যালেঞ্জ সামলানো সহজ হবে না রনজি চ্যাম্পিয়নদের জন্য।

আউট হিমাংশু মন্ত্রী। উল্লাস বোলার ঈশান পোড়েলের। ইন্দোরে বৃহস্পতিবার।

অবশ্য প্রতিপক্ষ শিবিরে রজত পাতিদার, ভেঙ্কটেশ আইয়ারের মতো অস্ত্র এখনও মজুত।

দিনের শেষে দলকে সেই কথাই মনে করিয়ে দিচ্ছেন বাংলার হেডকোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা। জানালেন, তৃতীয় দিনের সকাল গুরুত্বপূর্ণ। প্রথম সেশনে দ্রুত কয়েকটা উইকেট দরকার। দল ভালো অবস্থায় থাকলেও ম্যাচের এখনও অনেকটা বাকি। আত্মতুষ্টি নয়, চাপটা বজায় রাখতে হবে।

আজ দিনের খেলা শুরু করেন মনোজ–শাহবাজ। যদিও তারকা অলরাউন্ডার শাহবাজের (১৪) ইনিংস এদিন বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়নি। খোঁচা মেরে উইকেট খোয়ান গতকালের ব্যক্তিগত স্কোরে মাত্র ৮ রান যোগ করে। মনোজ কিন্তু চেনা মেজাজে ব্যাট ঘোরাচ্ছিলেন। অধিনায়কোচিত লম্বা ইনিংসের সম্ভাবনা জাগিয়েছিলেন। ষষ্ঠ উইকেটে অভিষেকের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ ৭৮ রানের পার্টনারশিপও গড়েন।

৪০১/৫। কোণঠাসা মধ্যপ্রদেশকে আরও খাদের কিনারে ঠেলে দেওয়ার সুযোগ এখান থেকেই হাতছাড়া। ৩৭ রানে শেষ পাঁচ উইকেট হারায় বাংলা। গুরুত্বপূর্ণ সময়ে মনোজের (৪২) আউটের পর ধস নামে। প্রত্যাঘাতের সুযোগ করে দেয় চন্দ্রকান্ত পণ্ডিতের দলকে।

প্রদীপ্ত (২১)–অভিষেকের ভুল বোঝাবুঝিও বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দেয়। যার জেরে রানআউট হাফ সেঞ্চুরি পেরোনো অভিষেক (৫১)। এরপর বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়নি ইনিংস। আকাশ (৬), ঈশানদের (২) দ্রুত ফিরিয়ে ৪৩৮–এ বাংলাকে আটকে দেন কুমার কার্তিকেয় সিংরা (৯৫/৩)। আবেশ খান নেন একটা মাত্র উইকেট।

গোলের রাস্তা খুঁজে না পেয়ে ফের ড্র বাগানের

জামশেদপুর এফসি–০
এটিকে মোহনবাগান–০

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ৯ ফেব্রুয়ারি : জয়ে ফেরা হল না এটিকে মোহনবাগানের। পচা শামুকে পা না কাটলেও দশ নম্বরে থাকা দলের বিরুদ্ধেও তিন পয়েন্ট ঘরে তুলতে ব্যর্থ হুয়ান ফেরান্দোর দল।

প্রণয়ে আপত্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৯ ফেব্রুয়ারি : এদিনের ম্যাচে জামশেদপুর এফসি–র হয়ে মাঠে নামতে পারলেন না প্রণয় হালদার। এটিকে মোহনবাগানের বিরুদ্ধে খেললে প্রচুর টাকা আর্থিক ক্ষতিপূরণ দিতে হবে, এই শর্ত নাকি তাঁকে দেওয়া হয়েছিল ছাড়ার সময়ে। এই নিয়ে অবশ্য প্রকাশ্যে কেউ কিছু না বললেও জামশেদপুরের তরফে উষ্মা প্রকাশ করা হয়। অনেকেরই বক্তব্য, এভাবে বাংলার একটা ক্লাব যদি বাঙালি ফুটবলারদের সঙ্গেই এরকম করে, তাহলে সেটা আদতে বাংলার ফুটবলেরই কি ক্ষতি করছে না? তাছাড়া অনেকেরই প্রশ্ন, যাঁকে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে তাঁকে এত ভয় কেন প্রতিপক্ষ হিসাবে?

গোলশূন্য ড্র হলেও অবশ্য এদিন খারাপ খেলেনি মোহনবাগান। এই প্রথমবার সম্ভবত দল গঠনে হস্তক্ষেপ করলেন ক্লাব ম্যানেজমেন্টের লোকজন। তাই কোচের প্রিয় লিস্টন কোলাসোকে বসিয়ে প্রথম একাদশে কিয়ান নাসিরি। যদিও গত মরশুমে ডার্বিতে হ্যাটট্রিকের পর থেকে আর কোনও গোল নেই জামশিদ–পুত্রের। কিন্তু এটাও ঘটনা, তাঁকে ওই শেষদিকে মিনিট পাঁচেক ছাড়া তেমন সুযোগও দেননি ফেরান্দো। তাঁকে খেলানো হল অনভ্যস্ত লেফট উইংয়ে। না খেলে খেলে আত্মবিশ্বাসটাও হারিয়েছেন কিয়ান। তবু ৩০ মিনিটে একবার মনবীর সিংয়ের জন্য একটা দুর্দান্ত বল রেখেছিলেন কিন্তু তিনি সঠিক জায়গায় ছিলেন না। এর ঠিক এক মিনিটের মধ্যে বক্সের মধ্যে কিয়ান বল পেয়ে গেলেও দিমিত্রিস পেত্রাতোস মাটিতে পড়ে থাকায় ফাউল দেন রেফারি উমেশ বোরা। অথচ অ্যাডভান্টেজ দিলে কে বলতে পারে কিয়ান গোল পেতেন না? দিমিত্রিসকে সামনে রেখে পরিকল্পনা সাজালেও দেখা গেল, তিনি বারবার পিছনে নেমে আসছিলেন। সেটা না করলে হয়তো প্রতীক চৌধুরী, এলি সাবিয়ারা আরও ভয় পেতেন। লিস্টন অবশ্য নামলেন ৬০ মিনিটের পর মনবীরের জায়গায়।

তবু এদিন ছোট মাঠের জন্যই হোক কী দলে এবং ছকে সামান্য অদল–বদলে, অনেকটা জায়গা নিয়ে খেলতে দেখা গেল কার্ল ম্যাকহিউ, গ্লেন মার্টিন্সদের। পাসিং ফুটবলটাও ঠিকঠাক হচ্ছিল। তবে ফাইনাল থার্ড অবধি পৌঁছে খেই হারিয়েছে সবুজ–মেরুন আক্রমণভাগ। ৬০ মিনিটের পর আবার দিমিত্রিস–ফেডেরিকো গালেগোরা হাঁফিয়ে গিয়ে আর বলের কাছেই পৌঁছাতে পারছিলেন না। সারা ম্যাচেই গালেগো দলের কাজে না লাগায় এই সমস্যা। ৬৫ মিনিটে একটাই শট তাঁর, যা বাঁচান টিপি রেহনেশ। দারুণ কিছু না খেললেও ৩২ থেকে ৩৭ মিনিটের মধ্যে অবশ্য টানা সুযোগ ছিল। দিমিত্রিসের গোটা তিনেক ও কিয়ান এবং আশিস রাইয়ের দুইটি শট দুর্দান্ত বাঁচান রেহনেশ। যদিও প্রথমার্ধে দিনের সেরা সুযোগটা নষ্ট করেন জামশেদপুরেরর বরিস সিং। সদ্য নামা হ্যারিসন হিকি যখন থ্রু বাড়ান তখন একা বিশাল কেইথ অসহায় হয়ে দাঁড়িয়ে।

বল দখলের লড়াইয়ে দুই বঙ্গতনয়। জামশেদপুরের ঋত্বিক ও বাগানের প্রীতম।

তাঁর সঙ্গে করমর্দন দূরত্বে দাঁড়িয়ে গোটা জেআরডি টাটা স্টেডিয়ামকে অবাক করে বরিস বল উড়িয়ে দেন। বিরতির পর জয় ইমানুয়েল থমসনের বক্সের বাইরে থেকে নেওয়া শট ভালো সেভ করেন কেইথ। ৮৮ মিনিটে ড্যানিয়েল চিমার সামনে থেকে নেওয়া শটও ভালো ব্লক বিশালের। বিরতির পর এই প্রথমবার স্লাভকো ডামজানোভিচকে নামিয়ে ৩–৫–২ করে দেন ফেরান্দো। একবার বরিসেকে আটকাতে গিয়েই মাঝমাঠে ধরাশায়ী হওয়া ছাড়া ভালোই খেললেন। ৮০ মিনিটে কাউন্টার অ্যাটাক থেকে দুর্দান্ত বল পেয়েও বাইরে মারলেন লিস্টন। কর্নার দিমিত্রিস দুর্দান্ত জায়গায় রাখলেও ফের মিস ব্রেন্ডান হামিলের। প্রথম দফায় পিটার হার্টলের লাল কার্ড ও পেনাল্টি জিততে সাহায্য করেছিল বাগানকে। যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে পেনাল্টি থেকে যিনি গোল করেন সেই হুগো বৌমৌস অবশ্য এদিন কলকাতায় বসেই ম্যাচ দেখলেন তাঁর দলের পয়েন্ট নষ্ট করে ফেরা।

এটিকে মোহনবাগান : বিশাল, আশিস, প্রীতম, ব্রেন্ডান, শুভাশিস, মনবীর (লিস্টন), গ্লেন, ম্যাকহিউ (স্লাভকো), কিয়ান (ফারদিন), গালেগো ও দিমিত্রিস।

বদলা নিতে মরিয়া মৌসুমিরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৯ ফেব্রুয়ারি : প্রথমবার খেলো ইন্ডিয়া ইয়ুথ গেমসের ফাইনালে উঠে আর পিছনে ফিরে তাকাতে নারাজ বাংলার মেয়েরা। শুক্রবার ফাইনালে প্রতিপক্ষ মণিপুরকে হারিয়ে গ্রুপ লিগে হারের বদলা নিতে চান মৌসুমি মুর্মুরা। এই মণিপুরের কাছে ৩–২ গোলে হারতে হয়েছিল বাংলার মেয়েদের। তাই ফাইনালকে একপ্রকার বদলার ম্যাচ হিসাবে দেখছেন তাঁরা। দলের কোচ রাজদীপ নন্দী বলেছেন, ‘এই প্রথমবার ইতিহাসে নাম লেখানোর জন্য মুখিয়ে রয়েছে গোটা দল। মণিপুরের কাছে গ্রুপ লিগে হারের বদলা নিতে চাই আমরা। এই বিষয়টাতেই ফোকাস করতে বলেছি মেয়েদের। সেমিফাইনালে যা খেলেছি আমরা সেই ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে পারলে জয় পেতে সমস্যা হবে না।’ গত চার ম্যাচে ১৭ গোল করে ফাইনালে উঠে এসেছে মণিপুর। সেখানে বাংলার মেয়েরা চার ম্যাচে গোল করেছেন ১৩টি। সেমিফাইনালে দুরন্ত ফর্মে ছিলেন মৌসুমি, মোনালিসা মারান্ডি, রিম্পা হালদাররা। সেমিফাইনালে তাঁরা অরুণাচল প্রদেশকে ৪–১ গোলে হারিয়ে ফাইনালে উঠে এসেছেন।

ইস্টবেঙ্গল কর্মসমিতির সিদ্ধান্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৯ ফেব্রুয়ারি : ফের সদস্য সমর্থকদের ঢাল করেই লগ্নিকারিদের সঙ্গে সংঘাতের রাস্তা তৈরি করছেন ইস্টবেঙ্গলের ক্লাব কর্তারা। এদিন এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয় ক্লাব সচিবকে নাকি সদস্য–সমর্থকরা চিঠি দিয়ে বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তাই ১৮ ফেব্রুয়ারি সভ্য সমর্থকদের থেকে মতামত শুনবেন ইস্টবেঙ্গল কর্তারা। অতীতেও এমন চিত্র দেখা গিয়েছে।

এছাড়াও কর্ম সমিতির সভায় আরও দুইটি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ১৭ ফেব্রুয়ারি বিকালে ক্লাব তাঁবুতে সদ্য প্রয়াত দুই প্রাক্তন অধিনায়ক পরিমল দে ও শ্যামল ঘোষের স্মরণ সভা হবে। এছাড়াও ১৮ ফেব্রুয়ারি বিকাল পাঁচটায় নব নির্মিত লাইব্রেরির শুভ দ্বারোদ্ঘাটন হবে।

জয়ী রানিবাগান

কোচবিহার, ৯ ফেব্রুয়ারি : জেলা ক্রীড়া সংস্থার ক্লাব ক্রিকেট লিগে বৃহস্পতিবার পাটাকুড়া রানিবাগান ক্লাব ৯ উইকেটে ঘোষপাড়া ইয়ুথ ক্লাবকে হারিয়েছে। কোচবিহার স্টেডিয়ামে টসে জিতে ঘোষপাড়া ২২.৫ ওভারে ১০৮ রানে অলআউট হয়। সঞ্জীব সাহা ৩১ রান করেন। ম্যাচের সেরা নইম হক ১৬ রানে পেয়েছেন ৫ উইকেট। জবাবে রানিবাগান ২২.৫ ওভারে ১ উইকেটে ১০৯ রান তুলে নেয়। সৈকত সূত্রধর ৩৩ রানে অপরাজিত থাকেন।

আত্মতুষ্টি থেকেই পয়েন্ট নষ্ট, মত কনস্ট্যানটাইনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৯ ফেব্রুয়ারি : ঠিক যেন হুয়ান ফেরান্দোর কথাগুলিই কপি পেস্ট করে তাঁর মুখে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে! সম্ভবত দুই দলের পরিস্থিতিই প্রায় এক। তাই আগের দিন বাগান কোচ যা বলেছেন, প্রায় একইভাবে ফুটবলারদের মনঃসংযোগের অভাবের কথা বলে তাঁদের ও ম্যানেজমেন্টের ঘাড়ে যাবতীয় দায় চাপিয়ে দিলেন স্টিফেন কনস্ট্যানটাইনও।

বুধবার ঘরের মাঠে দুইবার এগিয়ে গিয়েও শেষপর্যন্ত ২ পয়েন্ট নষ্ট ইস্টবেঙ্গলের। এই বিষয়ে কনস্ট্যানটাইনের ব্যাখ্যা, ‘শুধু মনঃসংযোগের অভাবই নয়, প্রয়োজনীয় মান না থাকা ও সচেতনতার অভাবের জন্যই এই ম্যাচে পয়েন্ট নষ্ট। দল একটা বিশেষ পরিকল্পনা নিয়ে খেলছিল। সেই অনুযায়ী এগিয়েও যাই আমরা। কিন্তু এরপরেই কেন যেন আমার ছেলেরা আত্মতুষ্ট হয়ে পড়ে। তিনটি গোলই আমাদের দোষে হয়েছে। ওরা দারুণকিছু খেলেছে বলে মনে করি না। আমরাই নিজেদের কাজটা ঠিকঠাক করতে পারিনি। সারা মরশুম এভাবেই চলছে। এখন দেখতে হবে শেষ তিনটি ম্যাচ যাতে ঠিকঠাক যায়।’

তাঁর দলের ডানদিকটা এদিন প্রায় অচলই ছিল। স্টিফেন বলেছেন, ‘আমাদের শুধু আক্রমণই নয়, অন্যান্য বিভাগেও খামতি আছে। আজ ভিপি সুহের, মোবাসির রহমানরা না থাকায় ডানদিকটায় সমস্যা হয়েছে। আসলে

> **“আমাদের শুধু আক্রমণই নয়, অন্যান্য বিভাগেও খামতি আছে। আজ ভিপি সুহের, মোবাসির রহমানরা না থাকায় ডানদিকটায় সমস্যা হয়েছে।**
> **–স্টিফেন কনস্ট্যানটাইন**

আমাদের দলে আরও ভারসাম্য আনতে হবে, পরিবর্তের সংখ্যা বাড়াতে হবে।’ এখন লিগের শেষদিকে এসে ঘনঘন ম্যাচ খেলতে হচ্ছে প্রায় সব দলকেই। এটাও একটা বড় সমস্যা বলে মনে করেন লাল–হলুদ কোচ। তাঁর বক্তব্য, ‘১২–১৪ দিনের মধ্যে আমাদের পাঁচটা ম্যাচ খেলতে হচ্ছে। যা ফুটবলারদের ক্লান্ত করে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট। এর জন্যই রিজার্ভ বেঞ্চ শক্তিশালী হওয়া দরকার। হিমাংশু জাংরা ভালো খেলতে না পারলেও সৌভিক চক্রবর্তী অনেকদিন বাদে মাঠে নেমে ভালো খেলেছে। তবে সুযোগ পেলে সেটার সদ্ব্যবহার করতে হয়।’ দ্বিতীয় ম্যাচে মাঠে নেমেই জ্যাক জার্ভিসের গোল পাওয়া দলের সবাইকে স্বস্তি দিয়েছে। এই প্রসঙ্গে স্টিফেনের মন্তব্য, ‘ও ভালো করবে জেনেই তো আনা। জ্যাক আজ ঠিকঠাকই খেলেছে। তবে ওকে আরও ভালো করতে হবে। গত তিন মাস কোনও ম্যাচ না খেলায় ওর সমস্যা হচ্ছে ৯০ মিনিট খেলতে। আশা করি, শেষ তিন ম্যাচে ও আরও ভালো খেলবে। তবে সুপার কাপের জন্য আমাদের আরও ৪০ দিন অপেক্ষা করতে হবে। এটাই যা সমস্যা।’

সার্থক গোলুইকে না খেলানোর কারণ হিসাবে তিনি হ্যামস্ট্রিংয়ের চোটের কথা বললেও দলের সূত্রে কিন্তু সেকথা মানা হচ্ছে না। সার্থকের নাকি কোনও চোট নেই। অর্থাৎ এই নিয়েও কোচের বক্তব্যের সঙ্গে পার্থক্য রয়েছে ফুটবলারদের। নিশ্চিতভাবেই এটাও এক সমস্যা লাল–হলুদের।

জয়ের পর দর্শকদের অভিবাদন কুড়োচ্ছেন রডরিগো ও ভিনিসিয়াস জুনিয়ার।

ক্লাব বিশ্বকাপের ফাইনালে রিয়াল

রাবাত, ৯ ফেব্রুয়ারি : বড় জয় পেয়েই ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপের ফাইনালে পা রাখল রিয়াল মাদ্রিদ। সেমিফাইনালে মিশরের ক্লাব আল আহলিকে ৪–১ গোলে উড়িয়ে দিল কার্লো আন্সেলোত্তির দল। শনিবার টুর্নামেন্টের ফাইনালে সৌদি আরবের ক্লাব আল হিলালের বিপক্ষে খেলবে লস ব্লাঙ্কোসরা। সেমিফাইনালে রিয়ালের হয়ে গোলগুলি করেন ভিনিসিয়াস জুনিয়ার, ফেডেরিকো ভালভের্দে, রডরিগো এবং সার্জিও আরিবাস। আল আহলির হয়ে পেনাল্টি থেকে একমাত্র গোলটি আলি মালৌলের। তবে এই ম্যাচে আরও একটি গোল করতে পারত রিয়াল। কিন্তু ৮৫ মিনিটে স্পটকিক থেকে গোল করতে পারেননি লুকা মডরিচ। ২০১৮ সালে শেষবার ক্লাব বিশ্বকাপ জিতেছিল স্প্যানিশ জায়ান্টরা। এখনও পর্যন্ত সবথেকে বেশি মোট ৭ বার এই টুর্নামেন্ট জিতেছে রিয়াল। এবার তাদের সামনে সংখ্যাটা বাড়িয়ে নেওয়ার সহজ সুযোগ থাকছে। চ্যাম্পিয়ন হওয়াই রিয়াল শিবিরের প্রধান লক্ষ্য।

ফাইনালে এসি, শিলিগুড়ি কলেজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৯ ফেব্রুয়ারি : উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রীড়া পর্ষদের কিরণচন্দ্র ট্রফি টি২০ ক্রিকেটে ফাইনালে উঠল শিলিগুড়ি কলেজ ও জলপাইগুড়ি এসি কলেজ।

বৃহস্পতিবার প্রথম সেমিফাইনালে শিলিগুড়ি কলেজ ৭ উইকেটে ময়নাগুড়ি কলেজকে হারিয়েছে। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রিকেট গ্রাউন্ডে টসে হেরে ময়নাগুড়ি ২০ ওভারে ৮ উইকেটে ৯৩ রান তোলে। অরিন্দম রায় ৩৮ রান করেন। ভাস্কর সরকারের অবদান ২০। অনীক নন্দী ১৪ ও অঙ্কিত সিং ১৮ রানে নেন ২ উইকেট। জবাবে শিলিগুড়ি ১৩ ওভারে ৩ উইকেটে ৯৪ রান তুলে নেয়। অঙ্কিত ৩১ ও অগ্নিভ ভৌমিক ২৯ রান করেন।

দ্বিতীয় সেমিফাইনালে এসি কলেজ ৬ রানে শিলিগুড়ি কমার্স কলেজের বিরুদ্ধে জয় পায়। টসে জিতে এসি ১৯ ওভারে ৯৮ রানে অলআউট হয়। অম্লান দাসগুপ্ত ৩৪ রান করেন। অজয় মাহাতো ১৩ রানে পেয়েছেন ৪ উইকেট। ভালো বোলিং করেন আশিস পাসোয়ান (১১/৩)। জবাবে কমার্স ২০ ওভারে ৮ উইকেটে ৯২ রানে আটকে যায়। কণ মাহাতো ৪২ রান করেন। ময়ূখ নন্দীর অবদান ২০। সুকুমার রায় ১৮ রানে নেন ২ উইকেট।

ঝটিকা সফরে কলকাতায় উমরান

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৯ ফেব্রুয়ারি : ঝটিকা সফরে কলকাতা ঘুরে গেলেন উমরান মালিক। ভারতীয় দলের এই তরুণ স্পিডস্টার বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ডালহৌসি অ্যাথলেটিক ক্লাবের এক অনুষ্ঠানে উপস্থিত হন। একই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হওয়ার কথা ছিল প্রাক্তন ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়েরও। কিন্তু ব্যক্তিগত কাজে বাইরে চলে যাওয়ায় অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পারেননি সৌরভ।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত সিএবি–র কর্তা স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায় উত্তরীয় পরিয়ে দেন তাঁকে। এবারে কলকাতা ফুটবল লিগে প্রথম ডিভিশন থেকে প্রিমিয়ার ডিভিশনে উঠে আসা ডালহৌসি ক্লাবের ফুটবল দলকে সংবর্ধনা দেওয়া হল এই অনুষ্ঠানে। এদিন আইএফএ সচিব অনির্বাণ দত্ত প্রাক্তন ইআইএফএফ সহ সভাপতি সুব্রত দত্ত, বেঙ্গল পিয়ারলেস সিইও কেতন সেনগুপ্ত উপস্থিত ছিলেন ডালহৌসি ক্লাবের সংবর্ধনা সভায়। বুধবার রাতে কলকাতায় পা দিয়েই পরদিন শহরের একাধিক জায়গায় স্পন্সরদের অনুষ্ঠানে যান উমরান। বইমেলাতেও কিছু সময়ের জন্য দেখা গিয়েছে তাঁকে।

ডালহৌসি অ্যাথলেটিক ক্লাবে উমরান মালিক। – ডি মণ্ডল

সুপার এইট শুরু ১৪ ফেব্রুয়ারি

জলপাইগুড়ি, ৯ ফেব্রুয়ারি : জেলা ক্রীড়া সংস্থার প্রথম ডিভিশন ক্রিকেটের সুপার এইট পর্যায় ১৪ ফেব্রুয়ারি শুরু হবে। প্রথম ম্যাচে টাউন ক্লাব মাঠে খেলবে জেওয়াইসিসি ও মডার্ন ওয়েলফেয়ার ক্লাব। ১৫ ফেব্রুয়ারি অংশ নেবে এসপি রায় মেমোরিয়াল কোচিং সেন্টার ও পুরাতন মসজিদ ক্লাব কোচিং সেন্টার।

ফিরেই বিতর্কে জাদেজা

– খবর তেরোর পাতায়

সন্তোষ খেলতে ভুবনেশ্বর গেলেন রাজা-আকাশরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৯ ফেব্রুয়ারি : বৃহস্পতিবার সন্তোষ ট্রফির চূড়ান্ত পর্বের ম্যাচ খেলতে ভুবনেশ্বর গেল বাংলা দল। একইসঙ্গে দল ট্রেনে ওঠার আধঘণ্টা আগে বাংলা ফুটবলারদের চূড়ান্ত নামের তালিকা সরকারিভাবে প্রকাশ করল আইএফএ। তবে শেষপর্যন্ত অনেক চেষ্টা করেও চূড়ান্ত দলে রেজিস্ট্রেশন করানো গেল না কোচ বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্যের পছন্দের ফুটবলার জিতেন মুর্মুকে। বাইশজনের দল থেকে বাদ পড়েছেন অমরনাথ বাস্কে। বাংলার গ্রুপে রয়েছে দিল্লি, মেঘালয়, সার্ভিসেস, রেল, মণিপুর। বাংলার প্রথম ম্যাচ শনিবার। প্রতিপক্ষ দিল্লি। এদিন হাওড়া স্টেশনে বাংলা দলকে শুভেচ্ছা জানাতে উপস্থিত ছিলেন আইএফএ সচিব অনির্বাণ দত্ত, সহ সভাপতি সৌরভ পাল সহ বেশ কয়েকজন আইএফএ শীর্ষকর্তা। তবে দলের সঙ্গে যেতে না পারলেও রাতের দিকে ভুবনেশ্বরের ট্রেনে ওঠেন রবি হাঁসদা। সূচি নিয়ে খুশি নন বাংলা কোচ বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য। চিন্তা রয়েছে মাঠ নিয়েও।

বাংলার চূড়ান্ত দল : রাজা বর্মন, সুশান্ত মালিক, শুভম রায়, অমিত চক্রবর্তী, টোটন দাস, সৌরিশ লোধচৌধুরী, আকাশ মুখোপাধ্যায়, অমিত টুডু, বিশ্বজিৎ হেমব্রম, সুরজিৎ শীল, দীপক রজক, সুরজিৎ হাঁসদা, বিবেক সিং, সুদীপ্ত মালাকার, রাকেশ ধারা, তারক হেমব্রম, বাসুদেব মান্ডি, সৌগত হাঁসদা, নরহরি শ্রেষ্ঠা, রবি হাঁসদা, সুব্রত মুর্মু, সৌভিক কর।

ম্যাচের সেরা পুরস্কার হাতে নবীন সংঘের আনন্দ বর্মন। চাঁদমণি মাঠে বৃহস্পতিবার।

প্রথম ডিভিশনে জিতল নবীন সংঘ

নিজস্ব প্রতিনিধি শিলিগুড়ি, ৯ ফেব্রুয়ারি : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের মন্টু ভট্টাচার্য ও মহেন্দ্রলাল দে ট্রফি প্রথম ডিভিশন ক্রিকেট লিগে সুপার সিক্সে বৃহস্পতিবার নবীন সংঘ ৬ উইকেটে দাদাভাই স্পোর্টিং ক্লাবকে হারিয়েছে। চাঁদমণি মাঠে টসে জিতে দাদাভাই ২৮.২ ওভারে ১৪৩ রানে অলআউট হয়। প্রতীক সাহা ৩৩ ও প্রিয়াংশু পাল ২৬ রান করেন। মহম্মদ আসিফ মনসুর ৩০ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট। ভালো বোলিং করেন আনন্দকুমার সিং (২২/২)। জবাবে নবীন ২৮.৫ ওভারে ৪ উইকেটে ১৪৬ রান তুলে নেয়। সম্রাট দে ৫৩ রান করেন। ম্যাচের সেরা আনন্দর অবদান ৪৫। শুক্রবার খেলবে তরুণ তীর্থ ও নকশালবাড়ি ইউনাইটেড ক্লাব।

অ্যাপোলো বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে শলাপরামর্শ
Apollo HOSPITALS
হেপাটো প্যানক্রিয়াটো বিলিয়ারি সার্জারি
ডাঃ ভেঙ্কটেশ বি.এস
এমবিবিএস, এমএস–জেনারেল সার্জারি,
এমসিএইচ,–হেপাটো প্যানক্রিয়াটো বিলিয়ারি সার্জারি
হেপাটো–বিলিয়ারি–প্যানক্রিয়াটিক, ল্যাপারোস্কোপিক সার্জন
লিভার সমস্যা, সিরোসিস, গলব্লাডারে স্টোন, লিভারে, স্টমাকে, কোলনে ক্যানসার, জন্ডিস, প্যানক্রিয়াস সমস্যা, প্যানক্রিয়াসে ক্যানসারের জন্য পরামর্শ
তারিখ: শনিবার ১১ই ফেব্রুয়ারি ২০২৩
স্থান: আলিপুরদুয়ার মানবিক মুখ, ম্যাক উইলিয়াম স্কুলের বিপরীতে পার্ক রোড আলিপুরদুয়ার
অ্যাপয়েন্টমেন্ট ও রেজিস্ট্রেশনের জন্য ফোন করুন : 9733118854, 9733118864, 7001227445.

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়িনী হলেন নদীয়া-এর একজন বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, নদীয়া-এর এক বাসিন্দা তোপি দাস-কে 14.12.2022 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 83E 44195 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতা-এ অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তাঁর বিজয়ী টিকিট জমা দিয়েছেন। বিজয়িনী বললেন "আমি খুব ভাগ্যবান বোধ করেছিলাম যখন আমি জানতে পারলাম যে ডিয়ার লটারির টিকিট থেকে এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার জিতেছি। মাত্র সামান্য কিছু টাকার বিনিময়ে এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার জেতার মজাটাই আলাদা। এই বিশাল পরিমানের অর্থ আমি আমার পরিবারের আর্থিক উন্নতির জন্য ব্যবহার করব এবং ভবিষ্যতে কিছু সঞ্চয় করে রাখবো।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় বলে প্রক্রিয়াটি পুরোপুরি পরিষ্কার।

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী : মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী– ৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ৭ ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রিট, কলকাতা–৭০০০০১, ফোন : ০৩৩–২২১০১২০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানামোড়, জলপাইগুড়ি– ৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড, কোচবিহার– ৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট, আলিপুরদুয়ার–৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, সরযুপ্রসাদ রোড, নেতাজি মোড়, মালদা– ৭৩২১০১, হোয়াটসঅ্যাপ : ৮৫৮৪৮৮৩২৫৯, ফোন : ০৩৫১২–২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ২৪৩৬২৫১, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫১৩৪৪০১, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭। Registration No. RN/35012/80 and Postal Reg. No. WB/NBSR/D-03/2003-08, E. Mail : uttarbanga@hotmail.com uttarbanga@yahoo.com uttarmail2014@gmail.com
Website : http://www.uttarbangasambad.in